খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণি

রচনা

সিস্টার শিখা এল. গমেজ, সিএসসি
ফাদার অনল টেরেন্স ডি'কস্তা সিএসসি
ফাদার অসীম টি. গনসালভেস, সিএসসি
সিলভিয়া মজুমদার
রবার্ট টমাস কস্তা

সম্পাদনা

ফাদার আদম এস. পেরেরা, সিএসসি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৪
পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৯

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষায় যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকটি একবিংশ শতকের সূচনালগ্নে পরিবর্তিত সময়ের প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তনের পটভূমিতে পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত জীবনাহ্বান ও ঈশ্বর কর্তৃক আহূত ব্যক্তিদের আনুগত্য ও জীবনচরিত সন্নিবেশ করে পরিমার্জিত কারিকুলামের আলোকে রচনা করা হয়েছে। পরিত্রাতা যীশুর জীবন ও কাজগুলো জানা ও তাঁর পরিত্রাণে বিশ্বাসী হয়ে নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা, সহনশীলতা, উদারতা ও অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ ও সাম্যের চেতনায় উজ্জীবিত হয় সেই দিক বিবেচনায় রেখে পাঠ্যপুস্তকটি রচনা করা হয়েছে।

বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	ঈশ্বরকে জানা	১—১৩
দ্বিতীয়	ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মের উদ্দেশ্য	১৪—২০
তৃতীয়	মানুষ সৃষ্টি	২১—৩০
চতুর্থ	স্বর্গদূত ও মানুষের পতন : পরিত্রাণের প্রতিশ্রুতি	৩১—৩৭
পঞ্চম	ঈশ্বরের আহ্বানে ইসাইয়ার সাড়াদান	৩৮—৪৫
ষষ্ঠ	মুক্তিদাতা যীশুর জন্ম ও শৈশব	৪৬—৫৬
সপ্তম	প্রভু যীশুর আশ্চর্য কাজ	৫৭—৬৫
অষ্টম	খ্রিষ্টমণ্ডলীর জন্ম ও প্রেরণকর্ম	৬৬—৭৬
নবম	সত্যবাদিতা, শৃঙ্খলা ও সেবা	৭৭—৮৮
দশম	প্রিয়নাথ বৈরাগী	৮৯—৯৬

প্রথম অধ্যায়

ঈশ্বরকে জানা

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বিশ্বের দৃশ্য ও অদৃশ্য সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। মানুষ হলো তাঁর সবচেয়ে উত্তম ও প্রিয় সৃষ্টি। জগতের ইতিহাসের প্রথম দিকে তিনি মানুষের সাথে সরাসরি কথা বলতেন। মানুষের কাছে তিনি তাঁর পরিকল্পনা ও পথ নির্দেশনার কথা বলতেন। ধীরে ধীরে যুগের পরিবর্তন হতে লাগল। কখনো কখনো তিনি বিভিন্ন ঘটনা ও ব্যক্তির মাধ্যমে মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তিনি মানুষের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। ঈশ্বর চান, মানুষ যেন তাঁকে জানে, মেনে চলে ও ভালোবাসে। তারা যেন পরস্পরকে এবং অন্য সকল সৃষ্টিকেও ভালোবাসে ও তাদের যত্ন নেয়। ঈশ্বরের এই আহ্বানে সাড়া দেওয়া মানুষের কর্তব্য।

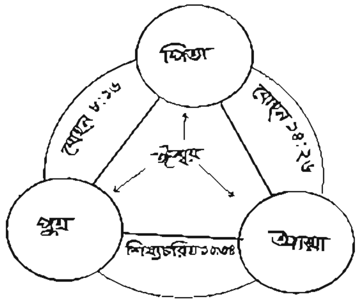

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা :

- ঈশ্বরকে জানার উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারব
- ঈশ্বর কীভাবে পর্যায়ক্রমে নিজেকে প্রকাশ করেন তা ব্যাখ্যা করতে পারব
- মানুষের প্রতি পিতা ঈশ্বরের ভালোবাসা ব্যাখ্যা করতে পারব
- সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের উপায় বর্ণনা করতে পারব
- বাবা-মা, ভাইবোন, বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীকে ভালোবাসার মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারব।

পাঠ ১ : ঈশ্বরকে জানার উপায়

ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করার পর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে দিয়েছেন সমস্ত কিছুর উপর কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব করার অধিকার। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষের দায়িত্ব রয়েছে সৃষ্টিকর্তাকে জানার। তাঁকে জানার জন্য মানুষের দিক থেকেও আকাঙ্ক্ষা থাকা প্রয়োজন। কারণ ঈশ্বর তাকে সকল সৃষ্টির মধ্যে উত্তম করে সৃষ্টি করেছেন। তাকে দিয়েছেন অনেক গুণ। চারদিকের বিচিত্র সৃষ্টি দেখার ও উপভোগ করার সুযোগ দিয়েছেন। এমন প্রিয় ঈশ্বরকে জানা মানুষের একান্ত প্রয়োজন।

ছোটবেলায় আমরা জেনেছি, ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁকে জানতে, মানতে, ভালোবাসতে এবং অনন্তকাল তাঁর সঙ্গে থেকে সুখী হতে। আমাদের জন্য এটা তাঁর একটি আহ্বান। তাঁকে জানতে হবে সত্যকে জানার মাধ্যমে। নিম্নলিখিত উপায়গুলো অনুসরণ করলে আমরা ঈশ্বরকে জানতে পারি :

- সৃষ্ট জীবজন্তু ও বস্তুর মধ্য দিয়ে;
- ব্যক্তিমানুষের মাধ্যমে;
- পবিত্র বাইবেলের মাধ্যমে;
- খ্রিষ্টমণ্ডলীর মাধ্যমে; এবং
- ঈশ্বরপুত্র যীশুর মাধ্যমে।

কাজ : খাতাকলমসহ বাইরে গিয়ে চারদিকের সৃষ্টিগুলো দেখ। তোমার মতে কোন সৃষ্টির মাঝে ঈশ্বরের প্রকাশ সবচেয়ে ভালো করে বোঝা যায়, তা লিখে নিয়ে আস। এবার সকলের সাথে তা সহভাগিতা কর।

ঈশ্বরকে জানার উপায়সমূহ

যারা এখনো খ্রিষ্টবিশ্বাসী হয়নি, তাদের সম্বন্ধে সাধু পল বলেছেন, ঈশ্বরের বিষয়ে যা জানা যেতে পারে, তা তাদের সামনেই আছে। ঈশ্বর নিজেই তাদের কাছে তা প্রকাশ করেছেন। তাঁর গুণ অদৃশ্য। তাঁর শক্তি চিরস্থায়ী। তাঁর আদি বা অন্ত নেই। তিনি সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও রক্ষাকর্তা। জগতে তাঁর নানাবিধ সৃষ্টিকর্মের মধ্যে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন।

ক) সৃষ্ট জীবজন্তু ও বস্তুর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে জানা : ঈশ্বর সকল সৃষ্টির উৎস। বিশ্বকে তিনি গতি দিয়েছেন। সেই গতি অনুসারে সারা বিশ্ব চলছে। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে তিনি দিয়েছেন নিয়ম-শৃঙ্খলা। সবকিছু সেই নিয়ম অনুসারে চলছে। বিশ্বকে তিনি অত্যন্ত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। এ সবই তাঁর নিপুণ হাতের রচনা। এই বিশ্বের সকল সৃষ্টির অপরূপ সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সৌন্দর্যকে আমরা জানতে পারি। এত সুন্দর করে যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তিনিই সবচেয়ে বেশি সুন্দর। তিনি সবচেয়ে সুন্দর বলেই সব সৌন্দর্যের উৎসও তিনি।

খ) ব্যক্তিমানুষের মাধ্যমে ঈশ্বরকে জানা : জীবজন্তু ও সকল বস্তুর ন্যায় মানুষও ঈশ্বরের নিপুণ হাতের সৃষ্টি। ঈশ্বর তাঁর প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। প্রথমে তিনি আদমকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর আদমের পাঁজর থেকে হাড় নিয়ে তিনি হবাকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁরাই হলেন প্রথম মানব। মানুষের উৎস বা আদি হলেন ঈশ্বর। মানুষ ঈশ্বরের মতো ন্যায়বান, দয়ালু, সত্য, সুন্দর, পবিত্র, সৃজনশীল, সহানুভূতিশীল ইত্যাদি গুণ লাভ করবে, এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা। কারণ তাকে তো ঈশ্বর নিজের মতো করে সৃষ্টি করেছেন। আমরা আমাদের ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞান, বিবেক, নৈতিকতা এবং অপরের মঙ্গল করার ইচ্ছা দিয়ে ঈশ্বরকে আরও গভীরভাবে জানতে পারি। এভাবে আমরা দিনে দিনে তাঁর মতো হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারি।

সবকিছুর শুরু ও শেষ ঈশ্বরেরই হাতে। এসবের মধ্যে আর কারও হাত নেই। আমরা যেন তাঁকে জানতে পারি, সেজন্য তিনিই আমাদের কাছে আসেন। তিনিই নিজেকে বিভিন্নভাবে মানুষের কাছে প্রকাশ করেন, যেন মানুষ তাকে জানতে, মানতে ও ভালোবাসতে পারে। অবশেষে মানুষ যেন তাঁর সাথে চিরকাল সুখে বাস করতে পারে।

কাজ : তোমার জীবনে মানুষের মধ্য দিয়ে তুমি কীভাবে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করেছ, তা দলের সকলের সাথে সহভাগিতা কর।

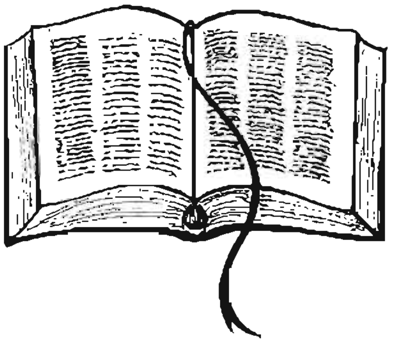

পবিত্র বাইবেল

গ) পবিত্র বাইবেলের মাধ্যমে ঈশ্বরকে জানা : পবিত্র বাইবেল হলো ঈশ্বরের বাণী। সৃষ্টি থেকে শুরু করে যীশুর মধ্য দিয়ে মানুষের পরিত্রাণ আনা পর্যন্ত ঈশ্বর নানাভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। সেই কথাগুলোই পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে। আমরা ভক্তি, বিশ্বাস ও ভালোবাসা নিয়ে পবিত্র বাইবেল পাঠের মাধ্যমে ঈশ্বরকে জানতে পারি।

২০২০

ঘ) যীশুর মাধ্যমে ঈশ্বরকে জানা : ঈশ্বর সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করেছেন নিজের পুত্র যীশুর মধ্য দিয়ে। আগে আমরা ঈশ্বরের কথা শুনতাম প্রবক্তাদের মুখ দিয়ে। কিন্তু প্রভু যীশু মানুষরূপে জন্ম নেওয়ার পর মানুষ ঈশ্বরকে দেখতে পেয়েছে নিজের চোখে। যীশু বলেন, 'যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে। কারণ, আমি পিতার মধ্যে আছি, আর পিতা আছেন আমার মধ্যে।' যীশুর মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের শক্তি, ন্যায্যতা, দয়া, ভালোবাসা, ক্ষমা এ সবগুলোর পরিচয় পাই। যীশুকে স্পর্শ করার মধ্য দিয়ে আমরা পিতাকেই স্পর্শ করতে পারি। যীশুর মধ্য দিয়ে আমরা পিতার কথা শুনতে পাই।

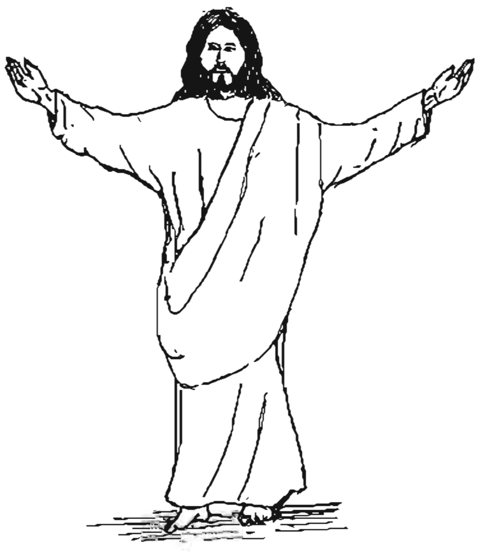
পুত্রের মধ্য দিয়ে পিতাকে দেখা

ঙ) খ্রিষ্টমণ্ডলীর মাধ্যমে ঈশ্বরকে জানা : যীশু খ্রিষ্ট নিজে মণ্ডলী স্থাপন করেছেন। তিনি স্বর্গে গিয়ে পবিত্র আত্মাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। পবিত্র আত্মার অবতরণের দিন খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রকৃত জন্মদিন। সেদিন থেকেই পবিত্র আত্মা শিষ্যদের মধ্য দিয়ে মণ্ডলীকে পরিচালনা করে আসছেন। এখন মণ্ডলীর নেতৃবৃন্দের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরকে ও তাঁর পরিকল্পনা জানতে পারি।

কাজ : তুমি প্রতিদিন পড়াশোনা শুরুর আগে পবিত্র বাইবেলের একটি অংশ পাঠ করবে– এরকম একটি প্রতিজ্ঞা কর এবং সকলের সাথে তোমার প্রতিজ্ঞার কথা সহভাগিতা কর।

পাঠ ২ : ঐশপ্রকাশের ধাপসমূহ

প্রেমময় ঈশ্বর তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট মানুষকে দিয়েছেন জ্ঞান-বুদ্ধি। তা দিয়ে মানুষ সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে জানতে চেষ্টা করে। তবে মানুষ শুধু তার নিজের চেষ্টায় ঈশ্বরকে পরিপূর্ণভাবে জানতে পারে না। কারণ মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি সীমিত। তাই ঈশ্বর নিজেই ইচ্ছা করেছেন মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে। তিনি তাঁর কাজ ও বাণীর মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন তাঁকে জানতে, মানতে ও ভালোবাসতে পারে। এভাবে মানুষ যেন প্রকৃত সুখী জীবন যাপন করতে পারে।

ঈশ্বর মানুষের কাছে নিজেকে হঠাৎ করে প্রকাশ করেননি। সৃষ্টির আদি থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে তিনি মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। মানুষ হয়ে জন্ম নেওয়ার মধ্য দিয়ে যীশুর আত্মপ্রকাশের পূর্ণতা পেয়েছে। নিচে আমরা ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশের ধাপগুলো একের পর এক আলোচনা করব।

ক) সৃষ্টি : ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা ও সর্বশক্তিমান। তিনি সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেন। তিনিই ভালোবাসা। সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তিনি নিজের ভালোবাসা প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেছেন। তাই তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। এসব সৃষ্টির মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের প্রকাশ ঘটছে।

খ) আদি পিতা-মাতা : সৃষ্টির ষষ্ঠ দিনে ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। এ কারণে তিনি মানুষকে নিজের সাথে মিলন বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। ঈশ্বরের এই আত্মপ্রকাশের পথে মানুষের পাপ বাঁধা হয়ে দাঁড়াল। পাপের ফলে মানুষ শাস্তি পেলেন। মানুষের পতন হলো। স্বর্গ থেকে মানুষ প্রেরিত হলেন জগতে।

কিন্তু এই পতনের হাত থেকে মানুষকে উদ্ধার করার জন্য ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই প্রতিশ্রুতি পালনে ঈশ্বর বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। এভাবে সর্বদা মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসার প্রকাশ ঘটেছে। যারা মুক্তির খোঁজ করে, তারা সবাই পরিত্রাণ পায়।

গ) নোয়া : ধীরে ধীরে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকল। তারা বহু জাতি ও ভাষায় বিভক্ত হয়ে গেল। পৃথিবীতে পাপের পরিমাণও বেড়ে গেল। ঈশ্বরকে তারা ভুলেই গেল। একমাত্র নোয়া ও তাঁর পরিবার ঈশ্বরের অনুগত ছিলেন এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাতেন।

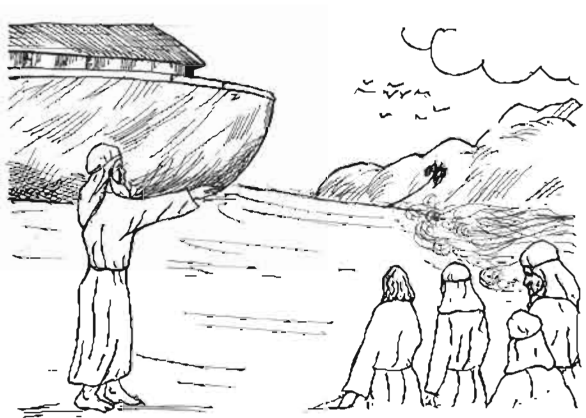

মহাপ্লাবনের পর নোয়ার কাছে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি

ঈশ্বর এক মহাপ্লাবনের মধ্য দিয়ে নোয়া ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ছাড়া অন্য সকল মানুষকে ধ্বংস করে ফেললেন। নোয়ার সাথে এক জোড়া করে সমস্ত জীবজন্তু ঈশ্বর রক্ষা করেছিলেন। এই প্লাবনের মাধ্যমে পৃথিবীর পাপ ধুয়ে গেল। এরপর নোয়ার সাথে ঈশ্বরের একটি সন্ধি স্থাপিত হলো। নোয়ার মাধ্যমে তিনি এক নতুন মানবজাতি গড়ে তুললেন।

ঘ) আব্রাহাম : ঈশ্বর নিজেকে আরও প্রকাশ করার জন্য একজন ধর্মপ্রাণ ও বিশ্বাসী ভক্তকে বেছে নিলেন। তাঁর নাম হলো আব্রাম। পরে ঈশ্বর তাঁর নাম পরিবর্তন করে আব্রাহাম রেখেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের খুব বাধ্য ছিলেন। আব্রাহামকে ঈশ্বর একটি আদেশ দিয়েছিলেন। তিনি আব্রাহামকে তার পিতৃগৃহ, আত্মীয়স্বজন ও দেশ ছেড়ে কানান দেশে যেতে আহ্বান করেছিলেন। ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করলেন, আব্রাহামের বংশ থেকে সৃষ্টি হবে এক মহাজাতি। আব্রাহামের তখনো কোনো সন্তান ছিল না। তিনি ও তাঁর স্ত্রী সারা বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও আব্রাহাম ঈশ্বরের কথা বিশ্বাস করলেন। ঈশ্বরের সেই আদেশ পালন করে আব্রাহাম ঈশ্বরের নির্দেশিত দেশে চলে গেলেন। ঈশ্বর আব্রাহামের উপর খুব সন্তুষ্ট হলেন। ঈশ্বর তাঁকে প্রচুর আশীর্বাদ করলেন। তাঁর সাথে ঈশ্বর একটি সন্ধি স্থাপন করেছিলেন।

আব্রাহামের কাছে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি

আব্রাহাম একটি সন্তান লাভ করলেন। তাঁর নাম ইসায়াক। ঈশ্বর আব্রাহামকে বলেছিলেন, তিনি যেন তাঁর প্রিয় সন্তান ইসায়াককে বলি দেন। আব্রাহাম তাই করতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে তা করতে দেননি। এভাবে তিনি ঈশ্বরের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসার প্রমাণ দেন। ইসায়াক নিজে এবং তাঁর পুত্র যাকোবও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। ঈশ্বর যাকোবের নাম দিয়েছিলেন ইস্রায়েল।

ঙ) মোশী : ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ ও মুক্তিকর্ম বাস্তবায়নের জন্য ইস্রায়েল জাতিকে বেছে নিয়েছিলেন। তারা বাস করত কানান দেশে। অভাবের কারণে তারা মিশর দেশে এসে বসবাস করতে লাগল। ক্রমে তারা ঐ দেশের দাসে পরিণত হলো। মিশর দেশের রাজা ফারাও তাদেরকে দিয়ে কঠোর পরিশ্রম করাতেন। তাদেরকে শাস্তিও দিতেন প্রচুর। তাই তারা ঈশ্বরের কাছে কান্নাকাটি করতে লাগল। ঈশ্বর মোশীকে আহ্বান করলেন ইস্রায়েল জাতিকে মুক্ত করে স্বাধীন দেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

মোশী তাঁর ভাই আরোনের সহায়তায় ইস্রায়েল জাতিকে মুক্ত করলেন। তাদেরকে লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে মরুভূমির মধ্য দিয়ে স্বাধীন দেশের দিকে নিয়ে গেলেন। পরে মোশীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতির জন্য দশ আজ্ঞা দিলেন। এভাবে মোশীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর নিজেকে আরও অনেকবার প্রকাশ করলেন।

মরুভূমিতে ইস্রায়েল জনমণ্ডলী

চ) ইস্রায়েল জাতি : মোশীর নেতৃত্বে ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে প্রতিশ্রুত দেশে আনলেন। এই দেশ হলো দুধ আর মধুপ্রবাহী দেশ। অর্থাৎ থাকা-খাওয়াসহ সবকিছুর নিরাপত্তা পাওয়া গেল এখানে। তাদেরকে নিয়ে ঈশ্বর একটি বিশেষ জাতি গঠন করলেন। মোশীর মধ্য দিয়ে সিনাই পর্বতে ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতির সাথে একটি সন্ধি স্থাপন করেন।

ঈশ্বর যে আজ্ঞাগুলো তাদের দিয়েছিলেন, সেগুলোর মাধ্যমে তারা ঈশ্বরকে ন্যায়বান, প্রেমময় ও মঙ্গলময় বলে আরও গভীরভাবে জানতে লাগল। তিনি তাদের আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন যে তিনি তাদের জন্য একজন ত্রাণকর্তাকে পাঠিয়ে দিবেন। এভাবে ইস্রায়েলীয়রা হলো ঈশ্বরের মনোনীত জনসমাজ।

ছ) প্রবক্তাগণ : ঈশ্বরের মনোনীত জাতি বারে বারে ঈশ্বরের অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হয়েছে। প্রতিশ্রুত দেশে তারা জাতিগতভাবে বসতি স্থাপন করে। সমাজ ও দেশে তারা শান্তি-শৃঙ্খলা চায়। তাই তারা ঈশ্বরের কাছে একজন রাজার জন্য প্রার্থনা করে। ঈশ্বর তাদেরকে রাজা দেন। সেই থেকে তারা রাজাদের দ্বারা পরিচালিত হয়। সব রাজার জীবন একরকম ছিল না। কোনো কোনো রাজা ঈশ্বরকে ভুলে যান এবং অত্যাচারী হয়ে উঠেন। অনাচার, অন্যায্যতা, পাপ রাজাদের ও গোটা জাতিকে বিপথে নিয়ে যায়। ফলে ঈশ্বর তাদেরকে সুপথে ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন প্রবক্তা বা নবীকে পাঠান। প্রবক্তাগণ ঈশ্বরের কথাগুলো রাজাদের ও জাতির সব মানুষের কাছে বলতেন ও তাদের মন পরিবর্তনের আহ্বান জানাতেন। প্রবক্তাগণ তাদেরকে অসত্যের হাত থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতেন। তাঁরা খুব দৃঢ়তার সাথে ন্যায্যতা ও সত্যের কথা বলতেন। এভাবে প্রবক্তাদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রকাশ ঘটতে থাকে। ঈশ্বরকে প্রকাশ করার জন্য প্রবক্তাদের ভূমিকা ছিল খুবই বলিষ্ঠ।

জ) যীশু খ্রিষ্ট : ঈশ্বর একজন মুক্তিদাতাকে পাঠিয়ে দিবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বিভিন্ন প্রবক্তার মুখ দিয়ে সেই কথা ঈশ্বর মানুষকে বারে বারে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ঈশ্বর সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি তাঁর আপন পুত্রকেই এ জগতে পাঠাবেন।এ কাজের জন্য তিনি মারীয়া/মরিয়মকে বেছে নিলেন। মারীয়ার গর্ভে মুক্তিদাতার জন্ম ঘটিয়ে তাকে পৃথিবীতে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। ঈশ্বর মারীয়ার কাছে মহাদূত গাব্রিয়েলকে পাঠিয়ে দিলেন। দূত মারীয়াকে এই সংবাদ জানালেন, তিনি পবিত্র আত্মার প্রভাবে গর্ভধারণ করবেন ও মুক্তিদাতার জননী হবেন। মারীয়া ঈশ্বরের এই ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করলেন। সময় পূর্ণ হলে পর মুক্তিদাতা যীশুর জন্ম হলো।

যীশু এসে মানুষের কাছে ঈশ্বরের পূর্ণ প্রকাশ ঘটালেন। ঈশ্বর যে মানুষকে ভালোবাসেন তা যীশুর মধ্য দিয়ে বাস্তবে প্রকাশিত হলো। তিনি সব মানুষকে ভালোবাসতে বলেছেন এবং নিজেও ভালোবেসেছেন। ক্রুশের উপর প্রাণ দিয়ে তিনি প্রমাণ করলেন, তিনি মানুষকে ভালোবাসেন। যীশু আমাদের জন্য হলেন পথ, সত্য ও জীবন। তাঁর মধ্য দিয়ে আমরা পিতার কাছে যেতে পারি। আমাদের আদি পিতা-মাতার পাপের ফলে আমাদের জন্য স্বর্গের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মুক্তিদাতা যীশুর মাধ্যমে পিতা তা খুলে দিলেন। এভাবে আমরা যীশুর মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রকাশ দেখতে পেলাম।

মণ্ডলীর পরিচালক পোপ

ঝ) খ্রিষ্টমণ্ডলী : যীশু খ্রিষ্টের স্থাপিত মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রকাশ ঘটে চলছে। জগতের বাস্তব অবস্থায় পবিত্র আত্মা মণ্ডলীর পরিচালকগণের মাধ্যমে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেন। পরিচালকদের মধ্য দিয়ে মণ্ডলীর জনগণ ঈশ্বরের প্রকাশ দেখতে পায়।

> **কাজ :** প্রেমময় ঈশ্বর আমাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন বলে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি প্রার্থনা লেখ।

২০২০

পাঠ ৩ : মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা

৩.১ পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের ভালোবাসার প্রকাশ

সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ভালোবাসা অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সৃষ্টিগুলোই ঈশ্বরের ভালোবাসার প্রকাশ। এগুলো নিয়ে বিশ্বাসপূর্ণভাবে ধ্যান করলে আমরা ঈশ্বরের ভালোবাসাপূর্ণ উপস্থিতি দেখতে পাই। মানুষের মধ্যে তিনি প্রাণবন্ত ভালোবাসা দিয়েছেন, যা মানুষ পরস্পরের জন্য প্রকাশ করতে পারে। এই ভালোবাসার মধ্য দিয়েই আমরা ঈশ্বরের ভালোবাসার অভিজ্ঞতা লাভ করি।

ক) আদমের একাকিত্ব দূর করার জন্য ঈশ্বর হবাকে সৃষ্টি করলেন। তিনি এমনই একজন সহকারীকে সৃষ্টি করলেন, যাকে আদম পছন্দ করবেন ও ভালোবাসবেন। এর মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি, ঈশ্বর মানুষকে কত ভালোবাসেন; মানুষের প্রতি তিনি কত সহৃদয়। ঈশ্বর ভালোবাসেন বলে মানুষকে পুরুষ ও নারী করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি পুরুষ ও নারী উভয়কেই সমানভাবে ভালোবাসেন।

খ) ঈশ্বর আব্রাহামকে অনেক ভালোবাসতেন। তাই তিনি বৃদ্ধ বয়সে আব্রাহামকে একটি পুত্রসন্তান দিলেন। আব্রাহামকে ঈশ্বর বলেন, তুমি তোমার প্রিয় পুত্র ইসায়াককে আমার উদ্দেশ্যে বলি দাও। এর মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর প্রতি আব্রাহামের ভালোবাসার গভীরতা পরীক্ষা করতে চেয়েছেন। আব্রাহাম ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসার প্রমাণ স্বরূপ নিজের পুত্রকে বলি দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। ঈশ্বর মানুষের মধ্যে এভাবে তাঁর ভালোবাসার আদর্শ রেখেছেন।

অর্পা চলে যায়, রুথ তাঁর শাশুড়িকে মা বলে গ্রহণ করে

গ) অর্পা ও রুথ – দুজনই এক পরিবারের বউ ছিল। তাদের দুজনেরই স্বামী মারা গেল। তাদের শাশুড়ি নাওমী তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তারা নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যাবে কি না। অর্পা তার নিজ পিতার বাড়িতে চলে গেল। কিন্তু রুথ রয়ে গেল তার বিধবা শাশুড়ির সাথে। শাশুড়িকে সে নিজ মায়ের মতো করেই দেখতে থাকল। তাদের পারিবারিক বন্ধনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর নিজের ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন।

২০২০

ঘ) ইস্রায়েল জাতিকে মনোনীত করে ঈশ্বর মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসার প্রকাশ ঘটালেন। মানুষ নিজের স্ত্রীকে যেভাবে ভালোবাসে, ঈশ্বরও ইস্রায়েল জাতিকে সেভাবে ভালোবাসলেন। ঈশ্বর চাইলেন, তাঁর আপন জাতির মানুষেরাও যেন তার সৃষ্টিকর্তাকে ভালোবাসে। তাই তিনি মোশীর মধ্য দিয়ে প্রদত্ত দশ আজ্ঞায় বলেছেন, 'তুমি তোমার আপন প্রভু ঈশ্বরকে ভালোবাসবে, কেবল তাঁরই সেবা করবে।' তিনি ইস্রায়েল জনমণ্ডলীকে আরও বলেন, 'তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমার আপন প্রভু ঈশ্বরকে ভালোবাসবে।'

ইস্রায়েল জাতি বারবার পাপ করে দূরে সরে গেলেও ঈশ্বর তাঁকে আবার ক্ষমা করে কাছে টেনে নেন। কারণ 'ঈশ্বর স্নেহশীল ও কৃপাময়, ক্রোধে ধীর এবং দয়া ও সত্যে মহান। সহস্র সহস্র পুরুষ পর্যন্ত তিনি দয়া দেখান, অপরাধ ক্ষমা করেন।' এভাবে ঈশ্বর তাঁর ভালোবাসার আদর্শ প্রকাশ করলেন।

ঙ) রাজা দাউদ গুরুতর পাপ করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। অনেক প্রায়শ্চিত্ত করলেন। আর ঈশ্বর সেই পাপের ক্ষমা দিলেন। কারণ ঈশ্বর দাউদকে ভালোবাসতেন। দাউদের রাজত্ব কোনোদিন ভেঙে যায়নি।

৩.২ নতুন নিয়মে ঈশ্বরের ভালোবাসার প্রকাশ

পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মের মূলভাবটিই হলো ভালোবাসা। সাধু যোহন বলেন, "আমাদের প্রতি পরমেশ্বরের ভালোবাসা এতই প্রকাশিত হয়েছে যে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে এ জগতে পাঠিয়েছিলেন, যাতে তাঁর দ্বারাই আমরা জীবন লাভ করি। এই তো তাঁর সেই ভালোবাসার মূলকথা : আমরা যে পরমেশ্বরকে ভালোবেসেছিলাম, তা নয়; তিনিই আমাদের ভালোবাসলেন, আর তাঁর আপন পুত্রকে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তবলি হওয়ার জন্য পাঠালেন। প্রীতিভাজনেরা, পরমেশ্বর যদি আমাদের এমনিভাবেই ভালোবেসে থাকেন, তাহলে আমাদেরও উচিত পরস্পরকে ভালোবাসা। পরমেশ্বরকে কেউ কোনোদিন দেখেনি, তবে আমরা যদি পরস্পরকে ভালোবাসি, তাহলে পরমেশ্বর নিশ্চয়ই আমাদের অন্তরে রয়েছেন এবং ঈশ্বর-প্রেমও আমাদের অন্তরে পূর্ণতা লাভ করেছে" (১ যোহন ৪:৯-১২)।

ঈশ্বর প্রথমে মানুষকে ভালোবেসেছেন। তথাপি মানুষ তার মর্যাদা দেয়নি। মানুষ বারবার পাপ করে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে চলে যায়। কিন্তু ঈশ্বর আবার তাকে ক্ষমা করেন ও কাছে টেনে নেন। তিনি মানুষকে উদ্ধার করার জন্য নিজের পুত্রকে এ জগতে পাঠিয়ে তাঁর ভালোবাসার সর্বোচ্চ প্রমাণ দিলেন।

যীশু খ্রিষ্ট আমাদের কাছে পবিত্র ত্রিত্বকে তুলে ধরেন। পিতা, পুত্র ও আত্মার মধ্যেকার গভীর ভালোবাসার কথা তিনি আমাদের হৃদয়ে লিখে দিতে চান। পিতা ও পুত্র যেমন পরস্পরকে ভালোবাসেন এবং এক থাকেন, তাঁর শিষ্যগণও যেন তেমনি করে একে অপরকে ভালোবাসে ও এক থাকে।

ক্ষমাশীল পিতা, হারানো ছেলে ও কঠিন-হৃদয় ভাইয়ের উপমা কাহিনীর (লুক ১৫:১১-৩২) মধ্য দিয়ে যীশু ঐশ ভালোবাসার একটি সুন্দর চিত্র তুলে ধরেন। যীশু আমাদেরকে বলেন, আমরা যেন সবাইকে ভালোবাসি, এমনকি শত্রুদেরও। তিনি যে ভালোবাসার কথা বলেন তা তিনি নিজের জীবনে প্রয়োগ করেন। ক্রুশের উপর যন্ত্রণাভোগের সময় তিনি তাঁর শত্রুদের ক্ষমা করে দিয়ে ঈশ্বরের ভালোবাসার চূড়ান্ত প্রমাণ দিলেন।

২০২৪

কাজ : ঈশ্বরের ভালোবাসা তুমি কাদের মধ্য দিয়ে কীভাবে পেয়েছ, তা দলে অন্যদের সাথে সহভাগিতা কর।

পাঠ ৪: সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা

সামসংগীত ৮ পাঠ করলে আমরা দেখতে পাই, সৃষ্টির মধ্যে কীভাবে ঈশ্বর উপস্থিত রয়েছেন। সামসংগীত রচয়িতা বলেন:

ছেলেমেয়েরা সৃষ্টির প্রশংসা করছে

হে ঈশ্বর, হে আমাদের প্রভু,
সমস্ত পৃথিবীজুড়ে কী মহিমময় তোমার নাম!
মাহাত্ম্য তোমার নভোলোকের উর্ধ্বে বিরাজমান।
তোমার আঙুলের রচনা ওই নভোলোকের দিকে আমি তাকাই যখন,
তাকাই যখন তোমার ওই যথাস্থানে সাজিয়ে রাখা চাঁদ আর নক্ষত্রের দিকে--
আহা, মানুষ কে যে তার কথা মনে রাখবে তুমি?
কে-ই বা মানবসন্তান যে তুমি যত্ন নেবে তার?
তবু তাকেই করেছ তুমি প্রায় দেবতার সমান,
তাকেই পরিয়েছ গৌরব আর মহিমার মুকুট!
তোমার সমস্ত সৃষ্টির প্রভুত্ব দিয়েছ তুমি তাকে,
রেখেছ নিখিল বিশ্ব তার পদতলে!

এই সামসংগীতটিতে আমরা দেখতে পাই যে ঈশ্বর তাঁর সব সৃষ্টির মধ্যেই উপস্থিত আছেন। সব সৃষ্টিই তাঁর মহিমা ঘোষণা করছে।

ঈশ্বর নিজেই সব সৃষ্টিকে ভালোবাসেন। প্রজ্ঞাপুস্তকে বলা হয়েছে : 'যা-কিছু আছে, তুমি সেসব ভালোবাস; যা-কিছু গড়েছ, সেগুলোর তুমি কিছুই ঘৃণা কোরো না; যেহেতু কোনোকিছুর প্রতি যদি তোমার ঘৃণা থাকত, তা তুমি গড়তে না! তুমি ইচ্ছা না করলে কেমন করেই বা কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারবে? অস্তিত্বের উদ্দেশ্যে তোমার আহ্বান না থাকলে তা কেমন করেই বা বেঁচে থাকবে? তুমি বরং সবকিছু বাঁচাও, কারণ, হে জীবন প্রেমিক প্রভু, সবই তোমার (প্রজ্ঞা ১১:২৪-২৬)।

ঈশ্বর তাঁর প্রিয় সৃষ্টির তত্ত্বাবধান করেন। তবে তাঁর তত্ত্বাবধান কাজে সহভাগী হওয়ার জন্য ঈশ্বর দায়িত্ব দিয়েছেন মানুষকে। তিনি মানুষকে এগুলো বশীভূত করার ও তার উপর কর্তৃত্ব করার দায়িত্ব দিয়েছেন। ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে ভালোবাসেন। তাঁকে জানতে হলে তাঁকে আমাদের ভালোবাসতে হবে। তাঁকে তো আমরা দেখি না, কারণ তিনি অদৃশ্য। তবে আমরা কীভাবে তাঁকে ভালোবাসবো? আমরা তাঁকে দেখতে পাই সৃষ্টির মধ্যে, সকল মানুষের মধ্যে। সাধু যোহন বলেন, 'কেউ যদি বলে, সে পরমেশ্বরকে ভালোবাসে, আর তবুও সে যদি নিজের ভাইকে ঘৃণা করে, তবে সে মিথ্যাবাদী; কারণ যাকে সে দেখতে পায়, তার সেই ভাইকে সে যখন ভালোবাসে না, তখন যে পরমেশ্বরকে সে দেখতে পায় না, তাঁকে সে তো ভালোবাসতেই পারে না। আর আমরা তো যীশুর কাছ থেকে এই আদেশই পেয়েছি : পরমেশ্বরকে যে ভালোবাসে,

তাকে নিজের ভাইকেও ভালোবাসতে হবে' (১ যোহন ৪:২০-২১)। যীশু খ্রিষ্ট শেষ ভোজে বসে শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়ে সেবার মাধ্যমে ভালোবাসার আদর্শ দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমরাও যেন এভাবে পরস্পরকে সেবা করি। সেবার মাধ্যমে যেন পরস্পরকে ভালোবাসি।

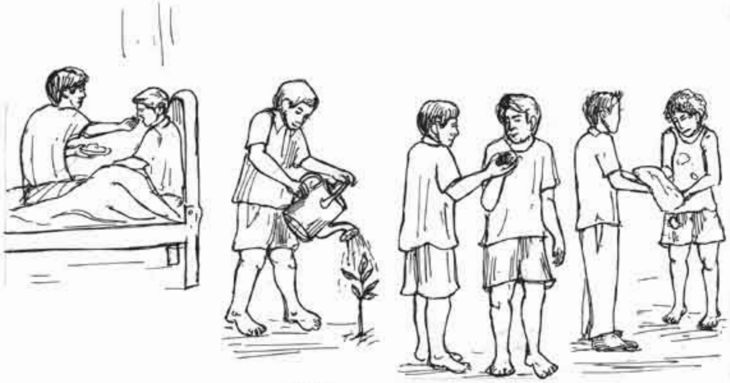

বিভিন্ন রকমের সেবাকাজ

উপরের কথাগুলো থেকে আমরা বুঝি, ঈশ্বর সৃষ্টির মধ্যে বিরাজমান। তিনি আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেও উপস্থিত। কাজেই আমরা যদি সৃষ্টিকে এবং বিশেষ করে মানুষকে ভালোবাসি, তবে আমরা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকেই ভালোবাসতে পারি।

নিম্নলিখিতভাবে আমরা সৃষ্টির যত্ন নিতে পারি :

১। মা-বাবা, ভাইবোন ও প্রতিবেশীদেরকে ভালোবেসে ও তাদের সেবা করে।

২। ক্ষুধার্তকে খাবার, তৃষ্ণার্তকে জল, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র, রোগীকে সেবা, আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দিয়ে।

৩। অন্যদের সাথে টিফিন সহভাগিতা করে।

৪। পড়াশোনায় দুর্বল শিক্ষার্থীদেরকে সাহায্য করে।

৫। অসুস্থ শিক্ষার্থীদের বাসায় গিয়ে সেবা করে ও সান্ত্বনা দিয়ে।

৬। যারা মনমরা হয়ে বসে থাকে, তাদেরকে উৎসাহ দিয়ে।

৭। যেসব শিক্ষার্থীদের শীতের পোশাক নেই, তাদেরকে শীতের পোশাক দান করে।

৮। পরিবেশ রক্ষার জন্য গাছপালার যত্ন নিয়ে।

৯। অযথা গাছপালা নষ্ট না করে।

১০। নতুন নতুন গাছ লাগিয়ে।

১১। অযথা পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি অপচয় না করে।

১২। পশুপাখি ও অন্যান্য জীবজন্তুদের বিনা কারণে হত্যা না করে।

১৩। পলিথিন ব্যাগ বা প্লাস্টিক জাতীয় জিনিস ব্যবহার না করে।

কাজ : 'আহা কী অপরূপ সৃষ্টি তোমার ভাবি যখন বারে বারে .....' এই গানটি অথবা সৃষ্টি সম্পর্কিত অনুরূপ একটি গান সবাই মিলে গাও।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. মনোনীত জাতি বারবার .... অবাধ্য হয়েছে।

২. ঈশ্বর মোশীকে .... করলেন।

৩. ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতির সাথে .... স্থাপন করলেন।

৪. পৃথিবীতে পাপের .... বেড়ে গেল।

৫. .... তারা ভুলেই গেল।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
১. পবিত্র বাইবেল হলো	▪ সে পিতাকেও দেখেছে
২. যে আমাকে দেখেছে	▪ মণ্ডলী স্থাপন করেছেন
৩. যীশু খ্রিষ্ট নিজে	▪ খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রকৃত জন্মদিন
৪. পবিত্র আত্মার অবতরণের দিন	▪ পিতার কথা শুনতে পাই
৫. যীশুর মধ্য দিয়ে আমরা	▪ তার পরিকল্পনা জানতে পারি
	▪ ঈশ্বরের বাণী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সকল সৃষ্টির উৎস কে?

ক. ঈশ্বর খ. স্বর্গদূত

গ. পিতা-মাতা ঘ. মানুষ

২. ঈশ্বর চান মানুষ যেন -

i. ঈশ্বরকে জানে

ii. ঈশ্বরকে মেনে চলে

iii. ঈশ্বরকে ভালোবাসে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২০২০

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সুমন একজন মেধাবী ছাত্র। একসময় সে খারাপ বন্ধুদের সঙ্গ পেয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দেয় ও বিপথে চলে যায়। শিক্ষক তাকে তার ভুল বুঝিয়ে দিয়ে আদর করে কাছে টেনে নেন। সুমন তার শিক্ষকের ভালোবাসা গভীরভাবে বুঝতে পেরে সুপথে ফিরে আসে।

৩. যীশুর কোন গুণটি শিক্ষকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে-

ক. ন্যায্যতা   খ. দয়া

গ. ক্ষমা   ঘ. স্নেহশীলতা

৪. সুমনের প্রতি শিক্ষকের উক্ত আচরণের কারণ-

i. পাপ থেকে মুক্ত করা

ii. ঐশ মহিমা প্রকাশ

iii. ছাত্রের প্রতি ভালোবাসা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii   খ. i ও iii

গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মিতা ও রমা দুই বান্ধবী। তারা ভক্তি সহকারে বাইবেল পাঠ করে। কোথাও বেড়াতে গেলে মিতা গভীরভাবে তার আশেপাশের গাছ, পাখি, ফুল, নদী ইত্যাদি অপরূপ সৃষ্টি খেয়াল করে। অপরদিকে রমার সমস্ত জীবজন্তুর প্রতি অসম্ভব দয়া। কেউ গাছ কাটলে সে বাধা দেয়। আশে পাশের পাখিকে নিয়মিত খাবার দেয়। প্রতিবেশী অসুস্থ হলে বা বিপদে পড়লে সাহায্য করতে এগিয়ে যায়।

ক. ঈশ্বর ষষ্ঠ দিনে কী সৃষ্টি করেছেন?

খ. ঈশ্বর কেন নোয়ার মাধ্যমে এক নতুন মানবজাতি গড়ে তুললেন?

গ. মিতা তাঁর কাজের মাধ্যমে কাকে জানতে চায়, ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রমার মত তুমিও কীভাবে ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিতে পার, তা ব্যাখ্যা কর।

২. শ্যামল নিয়মিত তাঁর বাগানের যত্ন নিয়ে থাকে। তাঁর তত্ত্বাবধানে বাগানের গাছগুলো স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠছে এবং বাগানটি ফুল, ফলে পরিপূর্ণ হচ্ছে। সে তাঁর বাড়ির পশুপাখিদেরও যত্ন নেয়। শ্যামল মনে করে, এগুলোর যত্ন করার দায়িত্ব তাঁর। অন্যদিকে তাঁর ভাই অমল শ্যামলের সাথে খারাপ ব্যবহার করে এবং পাড়া প্রতিবেশী বিপদে পড়লে তাদের সেবায় এগিয়ে যায় না। সে একটি বাড়িতে একাই বসবাস করে এবং বলে সে ঈশ্বরকে ভালোবাসে।

ক. সৃষ্টির মধ্যে কে উপস্থিত আছেন?

খ. ঈশ্বর সৃষ্টির মাধ্যমে কী বোঝাতে চেয়েছেন?

গ. শ্যামল তাঁর কাজগুলোকে কেন নিজের দায়িত্ব মনে করে তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর অমল ঈশ্বরকে ভালোবাসে? তোমার মতের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ঈশ্বর মানুষকে কার প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন?

২. খ্রিষ্টমণ্ডলী কী?

৩. ঈশ্বর কেন মানুষ সৃষ্টি করেছেন?

৪. পবিত্র বাইবেলে নতুন নিয়মের মূলভাব কী?

৫. রাজা দাউদ গুরুতর পাপ করলেও ঈশ্বর কেন তাকে ক্ষমা করলেন?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ঈশ্বরকে জানার উপায়সমূহ বর্ণনা কর।

২. আব্রাহামের কাছে ঈশ্বর কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বর্ণনা কর।

৩. ঈশ্বর কেন তাঁর পুত্রকে মানুষের বেশে পৃথিবীতে পাঠালেন তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মের উদ্দেশ্য

ঈশ্বর জগৎ ও জীবনের সৃষ্টিকর্তা। তিনি সুন্দর ও পবিত্র। তিনি রয়েছেন বিশ্বময়। তিনি শূন্যতা থেকে সমস্ত কিছুই সৃষ্টি করেছেন এবং তা করেছেন তাঁর গৌরবের জন্য। ঈশ্বরের সব সৃষ্টিই উত্তম। তাঁর সকল সৃষ্টির মাঝে রয়েছে একটি পারস্পরিক যোগাযোগ ও নির্ভরশীলতা। সৃষ্টির প্রতি যত্ন নেওয়া মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য। সৃষ্টিকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে আমরা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারি।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা :

- শূন্যতা থেকে ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মের বর্ণনা করতে পারব
- ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারব
- সৃষ্টজীবের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ব্যাখ্যা করতে পারব
- সৃষ্টির যত্ন ও দেখাশোনা করার জন্য ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্বের কথা বর্ণনা করতে পারব
- সৃষ্টিকে ভালোবাসার মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারব
- রোগীদের সেবা করব
- গাছ লাগাব ও তার যত্ন নিব।

পাঠ ১ : ঈশ্বরের সৃষ্টি

সৃষ্টির পূর্বে জগত গভীর অন্ধকারময় ছিল। জগত ছিল শূন্য, খালি বা ফাঁকা। তখন জগতে কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। এই অস্তিত্বহীন শূণ্যতাকে ঈশ্বর পূর্ণতা দিয়েছেন বিশ্বভ্রমান্ড সৃষ্টির মাধ্যমে। তিনি বিশ্বভ্রমান্ডের অধিশ্বর একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। এই সৃষ্টিকর্মের কাহিনী পবিত্র বাইবেলের প্রথম গ্রন্থ আদিপুস্তকের প্রথম তিনটি অধ্যায়ে বিশদভাবে বর্ণনা আছে। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে ঈশ্বর ছয় দিনে সমস্ত সৃষ্টি সমাপ্ত করেছেন। সপ্তম দিনে তিনি বিশ্রাম করেছেন। কাজেই আমরা দৃঢ়বিশ্বাস সহকারে বলতে পারি, সমস্ত সৃষ্টির পূর্ব থেকেই ঈশ্বর আছেন। তিনিই সমস্ত সৃষ্টির উৎপত্তি। তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। সমস্তই সৃষ্ট হয়েছে তাঁর দ্বারা এবং তাঁর ইচ্ছায়। নিজের পূর্ণতার জন্য তিনি সৃষ্টি করেননি। বরং জগতের পূর্ণতার জন্য তিনি এসব করেছেন। সেই সৃষ্টির মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর সর্বময় ক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। সকল সৃষ্টির পিছনে তাঁর মূল কারণ ছিল ভালো এবং মঙ্গলময়তা। এই মঙ্গলময়তার মধ্যেই তাঁর গৌরব প্রকাশিত হয়। প্রতিদিনের সৃষ্টির পর ঈশ্বর বলেছেন, 'উত্তম' হয়েছে। ষষ্ঠ দিনে সব সৃষ্টি শেষ হওয়ার পর তিনি বলেছেন, 'সবই অতি উত্তম হয়েছে।' সপ্তম দিনে তিনি সৃষ্টিকর্ম থেকে বিরতি নিয়েছেন। তিনি বিশ্রাম করেছেন। তাঁর বিশ্রামের দিনটি পবিত্র। এই দিনটি প্রভুর উদ্দেশে নিবেদিত। এই বিশ্রামদিনে আমরা সৃষ্টিকে নিয়ে ধ্যান করার সুযোগ পাই।

সৃষ্টিকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে আমরা সৃষ্টিকর্তাকে ভালোবাসার সুযোগ পাই। তাই সৃষ্টিকে নিয়ে আমাদের ধ্যান করার প্রয়োজন আছে। আমাদের জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম গানের মধ্যে বলেছেন:

অনাদিকাল হ'তে অনন্ত লোক গাহে তোমারই জয়।
আকাশ বাতাস রবি গ্রহ তারা চাঁদ
হে প্রেমময় গাহে তোমারি জয়।।
সমুদ্র-কল্লোল, নির্ঝর-কলতান, হে বিরাট, তোমারি উদার জয়গান
ধ্যান-গম্ভীর কত শত হিমালয় তোমারি জয়, গাহে তোমারি জয়।।

তব নামের বীণা বাজায় বনের পল্লব
জনহীন প্রান্তর স্তব করে নীরব
সকল জাতির কোটি উপাসনালয় গাহে তোমারি জয়।।
আলোকের উল্লাসে আঁধারের তন্দ্রায় তব জয়গান বাজে অপরূপ মহিমায়
কোটি যুগ যুগান্ত সৃষ্টি প্রলয় তোমারি জয়, গাহে তোমারি জয়।।

কাজ : সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রশংসার জন্য তোমার খাতায় একটি প্রশংসামূলক প্রার্থনা লেখ।

পাঠ ২ : ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মের উদ্দেশ্য

পবিত্র বাইবেলের সর্বপ্রথম লাইনটিতে ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মের কথা বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, 'আদিতে পরমেশ্বর আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির কাজ শুরু করলেন' (আদি ১:১)। এ কথার দ্বারা বলা হয়েছে যে পরমেশ্বর স্বর্গ ও মর্তের স্রষ্টা এবং দৃশ্য ও অদৃশ্য সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা। প্রথম অধ্যায়ে ঈশ্বর সম্বন্ধে আমরা জেনেছি। তিনি ধীরে ধীরে মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, সে কথাও আমরা জেনেছি। এই অধ্যায়ে আমরা জানতে পারব তাঁর সৃষ্টিকর্মের উদ্দেশ্য ও রহস্য।

রহস্য কথার অর্থ হলো, এমন কোনো বিষয়, যা সহজে ও পুরোপুরিভাবে বোঝা বা ব্যাখ্যা করা যায় না। ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ম আমাদের কাছে একটি রহস্য। তাই আমরা বলি ঈশ্বর এগুলো সৃষ্টি করেছেন তাঁরই গৌরবের জন্য। আমাদের খ্রিষ্টীয় জীবনে সৃষ্টির রহস্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই রহস্যটি আমাদের পরিত্রাণের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কারণ সৃষ্টির শুরুতেই ঈশ্বর আমাদের মুক্তির জন্য একটি পরিকল্পনা করেছেন। ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মের সাথে আমাদের মুক্তির ইতিহাসের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আমরা আগেই জেনেছি, ঈশ্বরের সব সৃষ্টিই উত্তম। কিন্তু মানুষ তার পাপ দ্বারা সৃষ্টির সৌন্দর্য নষ্ট করে ফেলেছে। সৃষ্টি কলুষিত বা মলিন হয়েছে। আর এই বিনষ্টের হাত থেকে মানুষকে উদ্ধার করতেই ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্রকে প্রেরণ করেছেন। পুত্র ঈশ্বর এসে সৃষ্টির সৌন্দর্য আবার ফিরিয়ে এনেছেন। তাঁর আগমনে সৃষ্টির রহস্য পূর্ণ হয়েছে। সেই সৃষ্টির শুরু থেকেই ঈশ্বর স্থির করে রেখেছিলেন যে তিনি তাঁর পুত্রের মধ্য দিয়ে সমস্ত সৃষ্টি নতুন করে গড়ে তুলবেন। এভাবে তিনি সৃষ্টির রহস্য পূর্ণ করবেন। তাই দীক্ষাপ্রাপ্ত প্রত্যেক খ্রিষ্টভক্তের এই সৃষ্টির রহস্য জানা ও বোঝা দরকার।

ঈশ্বর সবকিছু নিপুণভাবে সাজিয়ে রেখেছেন। তাই এসব নিয়ে আমাদের কোনো কিছুই ভাবতে হয় না। আমাদের জানা দরকার, আমরা কোথা থেকে এসেছি আর কোথায় যাচ্ছি। আমাদের আরও জানা দরকার, এ জগতে দৃশ্য ও অদৃশ্য যা-কিছু আছে, সে-সবই বা কোথা থেকে আসে আর কোথায় যায়।

ঈশ্বরের সৃষ্টি

পবিত্র বাইবেলে এই সৃষ্টি সম্বন্ধে স্পষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে। সৃষ্টি থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে ঈশ্বর নিজেকে মানুষের কাছে প্রকাশ করেছেন। নিজেকে আরও পরিপূর্ণভাবে প্রকাশের জন্য তিনি একটি জাতি গঠন করেছেন। সেই ঈশ্বরই একমাত্র ঈশ্বর। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা।

২০২০

কাজ : সৃষ্টির উপর নির্মিত একটি চলচ্চিত্র ক্লাসের সময় শিক্ষার্থীদের দেখানো যেতে পারে। নতুবা সৃষ্টি সম্পর্কিত কিছু ছবি দেখানো যেতে পারে। আর তাও সম্ভব না হলে বাইরে গিয়ে সৃষ্টির উপর একটি চিত্র অঙ্কন করতে দেওয়া যেতে পারে।

পাঠ ৩ : সৃষ্টজীবের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

সৃষ্টি করেই ঈশ্বর তাঁর কাজ শেষ করেননি। এই সৃষ্টিকে তিনি প্রতিনিয়ত রক্ষা করেন। সৃষ্টির সবকিছুই পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত ও নির্ভরশীল। সূর্য, চাঁদ, তারা, নক্ষত্র, জীবজন্তু, পাহাড়পর্বত, সমুদ্র, নদীনালা, মাটি, বায়ু, প্রকৃতি ইত্যাদি সবই একে অপরের পরিপূরক। একটি ছাড়া অন্যটির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। প্রকৃতি ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব অকল্পনীয়। আবার প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষার ও যত্নের জন্য মানুষের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সৃষ্টিলগ্ন থেকেই ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে একটি নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। অন্যদিকে মানুষ ও অন্যান্য সমস্ত সৃষ্টির মাঝেও একটা পারস্পরিক সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতা রয়েছে। শুধু তাই নয়, সব সৃষ্টিই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এর কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করা যাক।

৩.১ সূর্যের আলোতে সব সৃষ্টিই প্রাণবন্ত ও সজীব হয়। গাছপালা, শাকসবজি, ফসলাদি বেড়ে উঠে। সূর্যের আলোতে সমুদ্র ও জলাশয়ের পানি বাষ্প হয়ে আকাশে ওঠে। এরপর তা মেঘ হয়ে বৃষ্টির আকারে পৃথিবীতে নেমে আসে। সেই বৃষ্টির পানি আবার ভূমির উর্বরতা বাড়ায়, সবকিছুর মধ্যে একটা সজীবতা আনে। মানুষের দেহের জন্য সূর্যের আলো শক্তি যোগায় ও স্বাস্থ্য ভালো রাখে। শীতের সময় সূর্যের আলো আমাদের উষ্ণতা দান করে। এমনকি রাতের বেলায় আমরা চাঁদের যে আলো পাই, তা-ও সূর্যের কাছ থেকে ধার করা।

সব সৃষ্টিই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল

৩.২ মানুষের সাথে আমরা কত কিছুর সম্পর্কই না দেখতে পাই! আমাদের চারিদিকে অনেক গাছপালা রয়েছে। সেগুলো থেকে বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন, দৈনিক খাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঔষধ, জ্বালানি কাঠ, আসবাবপত্র ইত্যাদি পাই। লতাপাতা, ঘাস, খড় ইত্যাদি খেয়ে প্রাণী বাঁচে এবং সেই প্রাণীরা আমাদের উপকার করে। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য গাছপালা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

৩.৩ কোনো কোনো পোকা আমাদের বিভিন্ন ফসলের ক্ষতি করে। কিন্তু পাখিরা সেই পোকাগুলো খেয়ে জীবন ধারণ করে। এভাবে আমাদের ফসলগুলো পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। আর আমরা আনন্দের সাথে ফসলগুলো ঘরে তুলে আনি। ধানক্ষেতে প্রায়ই দেখা যায় ইঁদুর গর্ত করে এবং ধান কেটে নিয়ে যায়। কিন্তু সাপ এসে যদি ইঁদুরের গর্তে ঢোকে তখন গর্ত ছেড়ে ইঁদুর পালিয়ে যায়। তাতে আমাদের ফসল রক্ষা পায়।

৩.৪ প্রকৃতির সবকিছুতেই ঈশ্বর বিরাজমান। সবকিছুতেই তাঁর জীবনীশক্তি আছে। প্রকৃতির দান খাবার ও পানীয় গ্রহণ করে আমরা জীবন ধারণ করি। সেই খাবার ও পানিতে ঈশ্বর জীবনীশক্তি দিয়েছেন। খাদ্য

ও পানীয়ের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরকে আমাদের জীবনে গ্রহণ করি। কাজেই আমাদের জীবনের সাথে সম্পর্কিত খাদ্য, পানীয় ও বাতাস সবকিছুর মধ্যে ঈশ্বর আছেন।

৩.৫ নানা রকম পাখি, প্রজাপতি, ফড়িং আমাদের প্রকৃতির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। পাখিদের দেখে ও তাদের মধুর গান শুনে আমরা আনন্দ পাই। কোকিল, দোয়েল, মাছরাঙা, কবুতর, ঘুঘু এবং এরকম হরেক রকমের পাখি, প্রজাপতি ইত্যাদির কথা আমরা নানা গল্প, কবিতা, উপন্যাস ও নাটকে দেখতে পাই। কাক ও শকুনেরা অনেক পচা জিনিস, ময়লা ইত্যাদি খেয়ে আমাদের পরিবেশ পরিষ্কার রাখে।

৩.৬ প্রকৃতির বিচিত্র ফুল সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং মনে বৈচিত্র্য ও আনন্দ আনে। উপাসনায় আমরা ফুল দিয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে হৃদয়ের ভক্তি নিবেদন করি। ফুল দিয়ে আমরা সাজসজ্জা করি, অতিথি বরণ করি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই, ফুলের সুরভিতে আমাদের মন পুলকিত হয়। ফুল থেকে মৌমাছিরা মধু সংগ্রহ করে এবং সেই মধু আমরা খাদ্য ও অনেক সময় ঔষধ হিসেবে গ্রহণ করি। ফুলের সৌন্দর্য ও পবিত্রতা আমাদের সকলের মন আকৃষ্ট করে।

এভাবে সৃষ্টিগুলোর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও যোগাযোগ দেখতে ও তা বুঝতে পেরে আমরা পরিতৃপ্তি ও আনন্দ পাই। এর জন্য আমাদের দরকার প্রজ্ঞা ও আস্থাশীলতা। প্রজ্ঞাপুস্তকে বলা হয়েছে: 'কেননা যা-কিছু আছে, তুমি সেই সব ভালোবাস; যা-কিছু গড়েছ, সেগুলোর তুমি কিছুই ঘৃণা কর না। যেহেতু কোনো কিছুর প্রতি যদি তোমার ঘৃণা থাকত, তা তুমি গড়তে না! তুমি ইচ্ছা না করলে কেমন করেই বা কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারবে? অস্তিত্বের উদ্দেশে তোমার আহ্বান না থাকলে তা কেমন করেই বা বেঁচে থাকবে? তুমি বরং সবকিছু বাঁচাও, কারণ, হে জীবনপ্রেমিক প্রভু, সবই তোমার' (প্রজ্ঞা ১১:২৪-২৬)।

কাজ : তুমি কোন কোন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে গ্রহণ করছ তা প্রথমে নিজের খাতায় লেখ এবং পরে দলের অন্যদের সাথে সহভাগিতা কর।

পাঠ ৪ : সৃষ্টির যত্ন

ঈশ্বর মানুষকে দায়িত্ব দিয়েছেন সৃষ্টির যত্ন নিতে ও তার উপর প্রভুত্ব করতে। প্রভুত্ব করার অর্থ পালন ও রক্ষা করা, ধ্বংস করা নয়। উদাহরণস্বরূপ, ঈশ্বর আমাদের প্রভু। তিনি আমাদের রক্ষা ও পালন করেন, ধ্বংস করেন না। সৃষ্টির উপর প্রভুত্ব করার অর্থ হলো আমরা যেন সৃষ্টিকে রক্ষা ও পালন করি–এই দায়িত্বই ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মানুষকে অবশ্যই সর্বপ্রথমে মনে রাখতে হবে যে ঈশ্বর সব সৃষ্টিকে উত্তম করে সৃষ্টি করেছেন। তাই মানুষ যেন তার নিজের উত্তমতা সুদৃঢ় রাখে। নতুবা সে অন্যান্য উত্তম সৃষ্টিকে উত্তমতার পথে পরিচালিত ও যত্ন করতে পারবে না। সৃষ্টিকে যত্ন করার দায়িত্ব একটি পবিত্র দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমরা ঈশ্বরের দাস হই না, বরং তাঁর সৃষ্টিকর্ম দেখাশোনার কাজে সহকর্মী হই। মানুষ সৃষ্টির যত্ন নিবে। আবার সৃষ্টিও মানুষের যত্ন নিবে। কারণ সৃষ্টিকে ঈশ্বর এই উদ্দেশ্যেই রচনা করেছেন। সৃষ্টির কাছ থেকে মানুষ সেবা নিবে, অন্তত এই কারণে হলেও মানুষ যেন সৃষ্টির যত্ন নেয়।

মানুষ যেন লোভ ও ভোগ-বিলাসিতার উদ্দেশ্যে ভূমি, জল, বায়ু ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদকে শোষণ ও অপব্যবহার না করে। পৃথিবীর জন্য এগুলোর প্রয়োজন ও গুরুত্ব আছে। একেকটা সৃষ্টির একেকটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, নিজস্ব জীবন আছে।

সৃষ্টিগুলোর এই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও জীবন রক্ষা করার দায়িত্ব মানুষের উপর। ভূমি, জল, বায়ু ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ নিজেদেরকে বিলিয়ে দিচ্ছে অপরের জন্য, নিজের জন্য নয়।

কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রকৃতিকে নানাভাবে অত্যাচার, নির্যাতন ও শোষণ করা হচ্ছে। ফলে প্রকৃতিতে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। বর্তমান যুগ হলো শিল্পায়নের যুগ। এই যুগে ভূমি, জল, বায়ু ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদের বিশ্রাম প্রয়োজন। যদি এই সম্পদগুলো বিশ্রাম নিতে পারে, তবে এগুলো আরও ধনশালী হবে। তখন এগুলো মানুষেরই উপকারে আসবে। তাই কবি যথার্থই বলেছেন:

নদী কভু পান নাহি করে নিজ জল,
তরুগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল।
গাভী কভু নাহি করে নিজ দুগ্ধ পান,
কাষ্ঠ দগ্ধ হয়ে করে পরে অন্ন দান।

প্রকৃতির সম্পদ ব্যবহার করে মানুষ ভোগ-বিলাসিতার সামগ্রী উৎপাদন করে। এই বিষয়টি সীমিত রাখা বা নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। এই কারণে মানুষের জীবনযাপন যেন আরও সহজ-সরল হয়। মানুষ যত পরিমাণে সহজ-সরল জীবনযাপন করবে, প্রাকৃতিক সম্পদও তত পরিমাণে রক্ষা পাবে। কিন্তু আজকাল ভূমি, জল, বায়ু অত্যধিক পরিমাণে দূষিত হয়ে যাচ্ছে। ফলে পরিবেশ তার ভারসাম্য হারাচ্ছে। এর দ্বারা মানুষের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন হারিয়ে যাচ্ছে।

জ্বলন্ত ঝোপের কাছে মোশী

মোশীর কাছে জ্বলন্ত ঝোপের মধ্য থেকে ঈশ্বর বলেছিলেন, 'তোমার পায়ের জুতা খোল, কেননা যেখানে তুমি দাঁড়িয়ে আছ তা পবিত্র ভূমি' (যাত্রা ৩:৫)। সমগ্র সৃষ্টির ব্যাপারেই ঈশ্বরের এই কথা প্রযোজ্য। অর্থাৎ সব সৃষ্টিই পবিত্র। সব ভূমিই পবিত্র। সেই মনোভাব নিয়েই ঈশ্বরের সৃষ্টির মাঝে আমাদের জীবন যাপন করা ও সৃষ্টির যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। সৃষ্টিকে যত্ন করা ও মানুষকে সেবা করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে সেবা করা ও তাঁর প্রতি আমাদের ভালো মনোভাব প্রকাশ পায়।

কাজ : ১. তোমার প্রতিবেশী কেউ অসুস্থ হলে কীভাবে তার সেবা করবে লেখ।
কাজ : ২. ক্লাসের অংশ হিসেবে গাছ লাগানোর কর্মসূচি নেওয়া যেতে পারে।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. ঈশ্বর জগৎ ও জীবনের ....।
২. প্রতিদিনের সৃষ্টির পর ঈশ্বর বলেছেন '.................' ....।
৩. পুত্র ঈশ্বর এসে .... সৌন্দর্য আবার ফিরিয়ে এনেছেন।
৪. বৃষ্টির পানি ভূমির .... বাড়ায়।
৫. সৃষ্টির কাছ থেকে মানুষ .... নিবে।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
১. ঈশ্বর মানুষকে দায়িত্ব দিয়েছেন	▪ আমরা যেন সৃষ্টিকে রক্ষা করি
২. সৃষ্টির উপর প্রভুত্ব করার অর্থ হলো	▪ পবিত্র
৩. সব ভূমিই	▪ সৃষ্টির যত্ন নিতে
৪. পরিবেশ ভারসাম্য হারাচ্ছে	▪ মানুষের নির্যাতনের ফলে
৫. ফুলের সৌন্দর্য ও পবিত্রতা	▪ আমাদের সকলের মন আকৃষ্ট করে
	▪ সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পবিত্র বাইবেলের প্রথম গ্রন্থের নাম কী?

ক. মথি খ. যাত্রাপুস্তক
গ. মার্ক ঘ. আদিপুস্তক

২. মানুষের পাপ দ্বারা –

i. সৃষ্টির সৌন্দর্য নষ্ট হয়েছে
ii. সৃষ্টি কলুষিত ও মলিন হয়েছে
iii. সৃষ্টির রহস্য পূর্ণ হয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সমাজসেবক জর্জ বিরাট একটি হাসপাতাল নির্মাণ করলেন, যেন ২০০০ লোকের কর্মসংস্থান হয় এবং গরিব রোগীদের সেবা দিতে পারেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহের কারণেই তার জীবনের সকল কাজের উন্নতি হয়েছে।

৩. জর্জের সেবার মাধ্যমে প্রকাশ পায় –

i. ঈশ্বরের সৃষ্টির যত্ন
ii. ঈশ্বরের সেবা
iii. নিজের গৌরব প্রকাশ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

৪. **জর্জের হাসপাতাল নির্মাণের উদ্দেশ্য হলো-**

ক. জগতের পূর্ণতা
খ. অন্যের ভালো ও মঙ্গল সাধন
গ. নিজের গৌরব প্রকাশ
ঘ. নিজের পূর্ণতা প্রাপ্তি

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জেমস তার বাড়ির আশেপাশের বড় বড় গাছ কেটে আসবাবপত্র তৈরি করে কিন্তু কোনো গাছ লাগায় না। সে অবাধে পশুপাখি শিকার করে। অন্যদিকে সুবাস প্রকৃতিকে ভালোবাসে। সে নিজ বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের ফুল ও ফলের গাছ লাগায়। সে বাগানের তাজা ফল ও সবজি খেয়ে আনন্দ পায়। সকালে পাখির ডাকে ঘুম ভাঙে তার। সে সর্বদাই সুখী।

ক. শীতের সময় সূর্যের আলো আমাদের কী দান করে?
খ. ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মের উদ্দেশ্য কী?
গ. জেমসের কর্মকাণ্ডের ফলে পরিবেশের কী ধরনের সমস্যা হবে – ব্যাখ্যা কর।
ঘ. সুবাস যেন ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রতিনিধি – উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

২. মিষ্টি হস্তশিল্পে দক্ষ। সে বিভিন্ন ছবি আঁকে, সেলাই করে, রঙ করে এবং মাটি দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে। নিজের বাড়ি সাজিয়ে মনোরম করে তোলে ও অন্যদেরকে অবাক করে দেয়। এ ছাড়া সে বাড়িতে ফুল, ফল ও অন্যান্য জাতের গাছ লাগিয়ে পরিপূর্ণ একটি বাগানবাড়ি তৈরি করেছে। এভাবে মিষ্টি ঈশ্বরের সৃষ্টির যত্ন নিচ্ছে।

ক. প্রকৃতি ছাড়া কার অস্তিত্ব অকল্পনীয়?
খ. আমরা কীভাবে খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে ঈশ্বরকে গ্রহণ করতে পারি?
গ. তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন শিক্ষার আলোকে মিষ্টি এ কাজ করেছে?
ঘ. 'মিষ্টির সৃষ্টিশীল কাজের অনুপ্রেরণাই হলেন ঈশ্বর' - উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আমরা কীভাবে ঈশ্বরের ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারি?
২. বাইবেলের কোন পুস্তকে সৃষ্টির বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে?
৩. ঈশ্বর কত দিনে সমস্ত সৃষ্টি সমাপ্ত করেছেন?
৪. ঈশ্বর কততম দিনে বিশ্রাম করেছেন?
৫. রহস্য কথার অর্থ কী?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য গাছপালা কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে?
২. ঈশ্বরের সৃষ্টির যত্ন কীভাবে নেওয়া যায় – আলোচনা কর।
৩. আমরা সৃষ্টিকে ভালোবাসার মাধ্যমে কীভাবে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারি? ২০২০

তৃতীয় অধ্যায়

মানুষ সৃষ্টি

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সব সৃষ্টির শেষে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। এই অধ্যায়ে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করব তিনটি বিষয় : (ক) মানুষকে কেন ঈশ্বর এত সুন্দর করে ও নিজের মতো করে সৃষ্টি করলেন; (খ) কেনই বা তিনি মানুষকে পুরুষ ও নারী করে সৃষ্টি করলেন, (গ) আবার কেনই বা তাকে স্বাধীন ইচ্ছা দিলেন। এগুলো আলোচনা করতে করতে আমরা নিজেদেরকে আরও ভালোভাবে চিনতে শুরু করব। অন্যদের আরও গভীরভাবে ভালোবাসব।

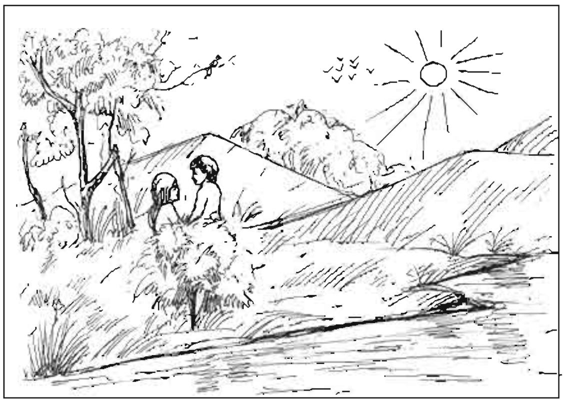

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা :

- ঈশ্বরের নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ও অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারব
- নারী ও পুরুষের মর্যাদা ব্যাখ্যা করতে পারব
- ঈশ্বর মানুষকে স্বাধীনতা ও দায়িত্ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তা ব্যাখ্যা করতে পারব
- বড়দের শ্রদ্ধা এবং ছোটদের স্নেহ করা ও ভালোবাসতে শিখব।

পাঠ ১ : ঈশ্বরের নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য

ঈশ্বরের সব কাজই মহান, সবই সুন্দর ও ভালো। তবে সব সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো মানুষ। মানুষ কেন শ্রেষ্ঠ? এর প্রধান কারণ হলো: ঈশ্বর মানুষকে নিজের প্রতিমূর্তিতে অর্থাৎ নিজের মতো করে সৃষ্টি করেছেন। অন্য কোনো সৃষ্টিকে তিনি এমন করে সৃষ্টি করেননি। তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট হওয়ার অর্থ তাঁর মতো আত্মা লাভ করা। আমাদের কাছে হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে, ঈশ্বর কেন মানুষকে এভাবে সৃষ্টি করলেন? এর উত্তরে বলতেই হয়, ঈশ্বর মানুষকে ভালোবাসেন। অন্যান্য বিষয়ে আলোচনার পূর্বে এটি আমাদের আরও পরিষ্কারভাবে জানা ও বোঝা দরকার।

আমরা এই পৃথিবীতে এসেছি ঈশ্বরের জন্য। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর আনন্দ ও গৌরবের জন্য। আমরা যেন তাঁকে জানতে পারি, ভালোবাসতে পারি ও চিরদিন তাঁর পথে চলতে পারি। আমাদের আত্মা অমর। তাই আমাদের দেহের মৃত্যুর পরেও আত্মা চিরদিন জীবিত থাকবে। কাজেই আমরা চিরদিন তাঁর প্রশংসা ও গৌরব করব। ঈশ্বরের একান্ত ইচ্ছা, আমরা যেন তাঁর সাথে একটা গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলি। এই গভীর সম্পর্কটি যেন এখন ও চিরকাল টিকে থাকে। এই কারণেই তিনি আমাদেরকে তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র বাইবেলে এ কথা বলা হয়েছে: 'আমাদের ঈশ্বর প্রভুই একমাত্র প্রভু! আর তোমার ঈশ্বর স্বয়ং প্রভু যিনি, তাঁকে তুমি ভালোবাসবে তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত মন দিয়ে, আর তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে' (মার্ক ১২:২৯-৩০)।

২০২০

ঈশ্বর আমাদের দেহ, মন ও আত্মা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আত্মাকে আমরা হৃদয় এবং অন্তরও বলে থাকি। তিনি আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাও দিয়েছেন। তিনি এগুলো দিয়েছেন মানুষ যেন ঈশ্বরকে জানতে, ভালোবাসতে ও তাঁর কথা মেনে চলতে পারে। আমাদের মন, আত্মা (হৃদয় ও অন্তর) এবং স্বাধীন ইচ্ছার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির প্রকাশ ঘটে। এবার আমরা এগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

১.১ ঈশ্বর মানুষকে একটি মন দিয়েছেন যেন মানুষ ঈশ্বরকে জানতে পারে। ঈশ্বর যেভাবে চিন্তা করেন তা যেন মানুষ বুঝতে পারে। মানুষের মনে ঈশ্বর গভীর চিন্তাশক্তি দিয়েছেন, মানুষের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করার জন্য। আমরা জানি, আব্রাহাম ঈশ্বরকে ব্যক্তিগতভাবে জানতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর সাথে তিনি বন্ধুত্ব করেছেন। এভাবে আমরাও আমাদের মন দিয়ে ঈশ্বরকে জানতে ও তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি।

১.২ মানুষকে সৃষ্টি করে ঈশ্বর তার মধ্যে দিয়েছেন আত্মা (হৃদয় বা অন্তর)। হৃদয় দিয়ে আমরা অনেক কিছু অনুভব করি। এই হৃদয়ে জন্ম হয় ভালো, ঘৃণা, আনন্দ, বেদনা, সহানুভূতি ও এরকম বিভিন্ন অনুভূতির। আমাদের জন্য ঈশ্বর হৃদয় দিয়েছেন, যেন আমরা ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারি। ঈশ্বরের ইচ্ছা এই, তিনি যা ভালোবাসেন ও ঘৃণা করেন, তাঁর সৃষ্ট মানুষও যেন তা ভালোবাসে ও ঘৃণা করে। তিনি চান, যেন আমরা সমস্ত অন্তর দিয়ে তাঁকে ভালোবাসি। তাই তিনি তাঁর নিজের মতো করে মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

১.৩ ঈশ্বর তাঁর নিজের মতো করে সৃষ্ট মানুষের মধ্যে দিয়েছেন ইচ্ছাশক্তি। এ কারণে প্রতিটি ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় যে পথ বেছে নেয়, সেই পথে তিনি তাকে চলতে দেন। এতে তিনি কোনো বাধা দেন না। তিনি চাইলে এমনভাবে মানুষকে সৃষ্টি করতে পারতেন, যেন মানুষ কেবল তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই চলবে, তাঁর দেখানো পথেই চলবে। তিনি হয়তো চাইতে পারতেন, মানুষ যেন অন্য কোনো পথে পা না বাড়ায়। কিন্তু তাতে মানুষ হয়ে যেত একেকটি পুতুল, রোবট বা কারখানায় তৈরি কোনো পণ্য। তাহলে তো তার স্বাধীনতা থাকতো না। মানুষ হলো তাঁর একটি বিশেষ সৃষ্টি। তিনি আমাদেরকে তাঁর নিজের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি খুশি হন যদি মানুষ স্বাধীনভাবে তাঁকে ভালোবাসা ও উপাসনা করার পথটি বেছে নেয়।

তিনি মানুষকে একটি মহান দায়িত্ব দিয়েছেন। দায়িত্বটি হলো মানুষ নিজের ইচ্ছায় বেছে নিবে সে কি ঈশ্বরের পথে চলবে, নাকি শয়তানের পথে চলবে। সে কি ঈশ্বরের বাণী মেনে চলবে, নাকি তা অবজ্ঞা করবে। ঈশ্বর কাউকে তাঁর বাণীতে বিশ্বাস করতে ও তা মেনে চলতে বাধ্য করেন না। কারণ তিনি মানুষকে ভালোবাসেন। তিনি চান, মানুষ স্বাধীন ইচ্ছায় হৃদয় থেকে তাঁকে ভালোবাসুক। কারণ জোর করে কারও সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক সৃষ্টি করা যায় না। তবে যুগের শেষ দিনে মানুষের বিচার হবে। মানুষ নিজের ইচ্ছায় যে পথটি বেছে নেবে, সেই অনুসারে বিচারে তার পুরস্কার বা শাস্তি হবে।

আমরা যেন এরকম মনে না করি যে আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট বলে আমরা ঈশ্বরের সমান। অথবা এ-ও যেন মনে না করি যে আমাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ঈশ্বরের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সমান। তা কিন্তু ঠিক নয়। ঈশ্বর হলেন অসীম অর্থাৎ তিনি একই সাথে বিশ্বের সর্বত্রই বিরাজমান। কোনো কিছুতেই তাঁর সীমাবদ্ধতা নেই। আর মানুষ হলো সসীম। অর্থাৎ মানুষের সবকিছুতেই সীমাবদ্ধতা আছে। উদাহরণস্বরূপ, মানুষ একসাথে শুধু একটা স্থানেই উপস্থিত থাকতে পারে।

ঈশ্বর হলেন চিরজীবন্ত। তাঁর কোনো আদি বা অন্ত নেই। তিনি ছিলেন, আছেন ও চিরদিন থাকবেন। তিনি আমাদের এমন মন, হৃদয় ও ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন, যেন আমরা তাঁর সাথে একটি জীবন্ত সম্পর্ক গড়ে তুলি এবং সেই সম্পর্কের মধ্যে বাস করি। তিনি আমাদেরকে অন্যান্য প্রাণীর মতো করে সৃষ্টি

করেননি। কারণ অন্য প্রাণীরা মানুষের মতো করে ঈশ্বরের সাথে জীবন্ত সম্পর্ক গড়তে পারে না। কিন্তু আমরা পারি। কারণ আমরা তাঁর প্রতিমূর্তিতে গড়া।

> **কাজ :** তিন থেকে পাঁচজন করে এক একটি দলে বস। এবার তোমার ডান পাশের ব্যক্তির মধ্যে ঈশ্বরের কোন গুণের প্রকাশ দেখতে পাও তা সবার সাথে সহভাগিতা কর।

পাঠ ২ : ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির অর্থ

আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি, ঈশ্বর অদৃশ্য। তাঁর দেহ নেই, আছে শুধু আত্মা। কিন্তু আমাদের আছে দেহ, মন ও আত্মা। ঈশ্বর মানুষের কোন অংশটুকু তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে বা নিজের মতো করে গড়েছেন? তিনি নিজের মতো করে আমাদের দেহ ও মনের মধ্যে আত্মা দিয়েছেন। এবার আমরা বলতে পারি, আমাদের আত্মা হলো ঈশ্বরের মতো । এর অর্থ, আমরা আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের কিছু কিছু গুণ পেয়েছি। সেই গুণগুলো কী?

২.১ ভালোবাসা : ঈশ্বর নিজেই ভালোবাসা। তিনি ভালোবাসেন বলেই মানুষ এবং বিশ্বের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের খুব ভালোবাসেন। তিনি আমাদের মধ্যেও সেই ভালোবাসার গুণটি দিয়েছেন। তাই আমরা মা-বাবা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব, সহপাঠী, গরিব-দুঃখী, অসুস্থ ও অসহায় মানুষদের ভালোবাসি। আমরাও ইচ্ছা করলে ঈশ্বরের মতো নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসতে পারি।

২.২ সৃজনশীলতা : আমরা বলতে পারি, মানুষের মধ্যে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের সৃজনশীল গুণ আছে। সেই কারণে মানুষ সৃজনশীল চিন্তা ও কাজ করতে পারে। নতুন ধারণা প্রকাশ করতে পারে। নতুন নতুন শিল্প সৃষ্টি করতে পারে। অনেক নতুন যন্ত্রপাতি, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ, আরও অনেক কিছু আবিষ্কার করতে পারে। ঈশ্বর মানুষকে নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন, যেন সে ঈশ্বরের সৃষ্টি দেখাশোনা করার কাজের সহকর্মী হয়। মানবজাতির জন্য ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা আছে তা-ও মানুষ জানবে এবং তা বাস্তবায়নেও অংশগ্রহণ করবে। এভাবে সে ঈশ্বরের সহকর্মী হয়ে উঠবে।

> **কাজ :** তুমি কী কী সৃজনশীল কাজ করতে পার তা জোড়ায় জোড়ায় বসে আলোচনা কর।

২.৩ শক্তি : ঈশ্বর তাঁর মুখের কথায় সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কথায় অসীম শক্তি আছে। কারণ তিনি সর্বশক্তিমান। মানুষের কথায়ও শক্তি আছে। তবে মানুষের শক্তি সসীম। মা-বাবা, শিক্ষক বা গুরু ব্যক্তিরা আমাদেরকে ভালো মানুষ হতে বলেন। আমরা তাঁদের কথা শুনি ও ভালো মানুষ হওয়ার চেষ্টা করতে থাকি। এমনিভাবে অনেক কিছু করার জন্য ঈশ্বর মানুষকে শক্তি দিয়েছেন। মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে সৃষ্টি করার গুণ পেয়েছে। তবে ঈশ্বরের সাথে আমাদের পার্থক্য হলো, ঈশ্বর শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষ ঈশ্বরের শক্তিতে ও ঈশ্বরের দানগুলো দিয়েই আরও নতুন কিছু সৃষ্টি করে চলছে। এর অর্থ হলো, মানুষ শুধু ঈশ্বরের সৃষ্টির রূপান্তর ঘটিয়ে থাকে।

২.৪ মুক্তি বা উদ্ধার : ঈশ্বর হলেন রক্ষা ও পালনকারী। তিনি সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে আমাদের রক্ষা করেন। মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে এই গুণটি পেয়েছে। একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের বিপদের সময় পাশে দাঁড়াতে পারে এবং বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। সমস্যা থেকে মুক্তির পথ দেখাতে পারে। ভয়ের সময় অভয় দিতে পারে। দুঃখের সময় আনন্দ দিতে পারে। ব্যস্ততার সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে

২০২০

দিতে পারে। এভাবে মানুষ মুক্তিদায়ী ও রক্ষাকারীর ভূমিকা পালন করে। প্রলোভনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার পথ দেখাতে পারে। চিকিৎসক রোগীকে রোগমুক্ত করতে পারে। ঈশ্বর তাঁর পুত্র যীশুকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন মানুষের মুক্তির জন্য। মুক্তিদাতা যীশুর সাথে আমাদের উদ্ধার বা মুক্তিকাজের পার্থক্য হলোঃ তিনি আমাদেরকে পাপের হাত থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন। আমরা কিন্তু সেই পরিত্রাণ বা মুক্তি দিতে পারি না। তবে যীশুর মুক্তির বার্তাটিই আমরা মানুষের কাছে পৌঁছে দিই। পবিত্র আত্মা যে দানগুলো আমাদের দিয়েছেন, সেগুলো দিয়ে আমরা অন্যদের সহায়তা করতে পারি। কিন্তু আমরা সেই গুণগুলো অন্য মানুষকে দিতে পারি না।

কাজ : জোড়ায় জোড়ায় বসে আলাপ কর তুমি কীভাবে অন্যদের উদ্ধার বা রক্ষা করতে পার।

২.৫ পবিত্রতা : ঈশ্বর পবিত্র। তিনি মানুষের মধ্যে পবিত্র হওয়ার আকাঙ্ক্ষা দিয়েছেন। ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে মানুষের সৃষ্ট হওয়ার অর্থ হলো ঈশ্বর মানুষকে ভালোবাসেন। তিনি পরিকল্পনা করেছেন, তাঁর সৃষ্ট মানুষ তাঁর ঐশ্বরিক জীবনের অর্থাৎ তাঁর পবিত্রতার অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। ঈশ্বর সবকিছু মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু প্রতিদানে মানুষ ঈশ্বরকে ভালোবাসবে, সেবা করবে ও সমস্ত সৃষ্টিকে তাঁর কাছে উৎসর্গ করবে।

২.৬ বিবেক : ঈশ্বর সকল ভালোর উৎস। তিনি মানুষের মধ্যে বিবেক অর্থাৎ ভালো-মন্দ বোঝার ক্ষমতা দিয়েছেন। এ কারণে মানুষ ভালো কাজ করলে অন্তরে পরিতৃপ্তি লাভ করে। অন্যদিকে মন্দ কাজ করলে তার অন্তরে পাপের চেতনা হয়। তখন সে ক্ষমা লাভ করে ঈশ্বরের পবিত্রতা লাভ করতে আকাঙ্ক্ষা করে।

২.৭ ক্ষমা : ঈশ্বর ক্ষমাশীল। ঈশ্বরপুত্র যীশু ক্ষমাশীল পিতার উদাহরণ দিয়ে ঈশ্বরের ক্ষমার বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলেছেন। আমরাও ঈশ্বরের কাছ থেকে ক্ষমা করার শক্তি লাভ করেছি। আমরা ক্ষমা করতে পারি বলেই এক পরিবার, সমাজ ও পৃথিবীতে শান্তিতে বাস করতে পারি।

কাজেই আমরা এখন বলতে পারি, মানুষকে ঈশ্বর অনেক গুণ বা ঐশ্বরিক শক্তি দিয়েছেন। যেমনঃ দয়া, সহানুভূতি, ধৈর্য, যত্ন, প্রশংসা ইত্যাদি গুণ আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছি। এগুলো আমরা সীমিত আকারে বাড়িয়ে তুলতে পারি। তখন আমাদের মধ্যে ঐশ্বরিক গুণগুলো দেখা যায়। এই কারণে বলা যায়, মানুষ হলো ঈশ্বরের ঐশ্বরিকতার আয়না।

কাজ : তোমার খাতায় দুটি কলাম তৈরি কর। বাম পাশের কলামে লেখ ঈশ্বরের কী কী গুণ তুমি দেখতে পাও। ডান পাশের কলামে লেখ ঈশ্বরের কোন কোন গুণ তুমি পেয়েছ।

সামসংগীতঃ ৮ : ৫-৬

মানুষকে তুমি তো করেছ প্রায় দেবতার সমান,
তাকে পরিয়েছ গৌরব আর মহিমার মুকুট!
তোমার সমস্ত সৃষ্টির প্রভুত্ব দিয়েছ তুমি তাকে,
রেখেছ নিখিল বিশ্ব তার পদতলে।

পাঠ ৩ : ঈশ্বর নারী ও পুরুষ করে মানুষ সৃষ্টি করেছেন

৩.১

ঈশ্বর তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষকে গড়েছেন। এ কথার অর্থ এই নয় যে আমরা ঈশ্বরের মতো দেহ পেয়েছি। বরং এর অর্থ হলো, আমরা তাঁর মতো আত্মা ও বিভিন্ন গুণ পেয়েছি। কারণ ঈশ্বর হলেন নিরাকার, শুধু আত্মা।প্রতিটি মানুষ, হোক সে পুরুষ বা নারী – সকলেই ঈশ্বরের এক একজন প্রতিমূর্তি। তারা প্রত্যেকেই এক একজন আলাদা ব্যক্তি। তাই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হিসেবে প্রত্যেক নারী ও পুরুষ সমান ব্যক্তি-মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য ও অধিকারী। ঈশ্বর কাউকে কম বা কাউকে বেশি মর্যাদা দেননি।

নারী ও পুরুষ

পুরুষ ও নারী উভয়ের সমান আত্মজ্ঞান ও অধিকার আছে, কারণ তারা দুইজনেই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি। নারী ও পুরুষ উভয়ই ঈশ্বরের সাথে এবং অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার অধিকারী। দুজনের মধ্যেই শ্রদ্ধাবোধ, ক্ষমা করা, নম্র হওয়া, পবিত্র হওয়া, জ্ঞান অর্জন করা ইত্যাদি গুণাবলি সমানভাবে রয়েছে। এ কারণে আমাদের মনে এই প্রশ্ন আসা উচিত নয়, সমাজে কে বেশি মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, পুরুষ ও নারী উভয়ের মধ্যেই ঈশ্বর আছেন। উভয়কেই ঈশ্বর দিয়েছেন তাঁর আত্মা।

মানুষ সামাজিক জীব। একা একা বাস করার জন্য সে সৃষ্ট হয়নি। তাই আমরা দেখি, ঈশ্বর প্রথম মানব আদমকে সৃষ্টি করে এদেন/এদন বাগানে অন্যান্য

কাজ : নারী ও পুরুষের সমান মর্যাদা দেখিয়ে দলীয়ভাবে একটি ছোট অভিনয় কর।

প্রাণীদের সাথে রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন তখন একমাত্র মানুষ। পুরো বাগানে তিনি ছিলেন একা। তাঁর সম্পর্ক তখন ছিল শুধু গাছপালা, লতাপাতা আর অন্যান্য প্রাণীদের সাথে। এতে তিনি সুখী হলেন না। কারণ সামাজিক প্রাণী হিসেবে তিনি ছিলেন অসম্পূর্ণ। সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে হলে তাঁর দরকার অন্তত একজন সঙ্গী। তাই ঈশ্বর প্রথম মানবের সঙ্গী হওয়ার জন্য একজন নারীকে সৃষ্টি করলেন। প্রথম নারী হবা হলেন তাঁর হাড়ের হাড় ও মাংসের মাংস। নারীর মধ্য দিয়ে প্রথম মানুষ পূর্ণ হলেন। পূর্ণতা পেয়ে তিনি সুখী মানুষ হলেন।

পুরুষ ও নারী শুধু ব্যক্তি হিসেবে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি নয়, তারা পরিবার হিসেবেও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি। অর্থাৎ পুরুষ ও নারী উভয়ে মিলে যখন একটি পরিবার গঠন করে, তখন সেখানে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি প্রকাশ পায়। ঈশ্বর হলেন পিতা, পুত্র ও আত্মা। মানুষ পুরুষ ও নারী মিলে পরিবার গঠন করে, সন্তানের জন্মদান করে। তাদের মধ্যে একটা একাত্মতা গড়ে ওঠে। পারিবারিক একাত্মতার মধ্য দিয়ে তারা ঈশ্বরের ত্রিব্যক্তির একতা প্রকাশ করে।

সমাজ, দেশ এবং জাতি গঠনেও নারী ও পুরুষ দুজনেরই ভূমিকা রয়েছে। নারী ও পুরুষ সাইকেলের দুই চাকার মতো। সাইকেলের একটি চাকা নষ্ট হলে অন্যটি একা একা চলতে পারে না। তখন পুরো সাইকেলটিই অচল হয়ে পড়ে। তেমনি সমাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের ভূমিকা না থাকলে সমাজ দুর্বল হয়ে যায়। তাই আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন:

বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি, চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

কাজ : তোমার বাবা ও মায়ের গুণগুলো আলাদাভাবে লেখ।

৩.২ স্বাধীনতা ও দায়িত্ব :

ঈশ্বর আদম হবাকে সৃষ্টি করে এদেন বাগানে সুখের রাজ্যে স্থান করে দিয়েছেন। বাগানের সবরকম সুযোগ সুবিধা ভোগ করার ও পারস্পরিক ভালোবাসার মধ্যে জীবনযাপন করার জন্য সুন্দর মন, ইচ্ছা ও দায়িত্ব দিয়েছেন। আদম ও হবা সেই স্বাধীন ইচ্ছার সঠিক ব্যবহার না করে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। তাদের এই ভুলের জন্য গোটা মানবজাতি আজ দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন রাজা ফারাওর হাত থেকে রক্ষা করে। তিনি গোটা মানব জাতিকে পাপের দাসত্ব থেকে রক্ষা করার জন্য তাঁর একমাত্র পুত্রকে পাঠিয়েছেন। যিনি ক্রুশে প্রাণত্যাগ করে আমাদেরকে মুক্ত ও স্বাধীন মানুষ করে তুলেছেন। আদম হবার মত ঈশ্বর আমাদেরকেও স্বাধীন ইচ্ছা দিয়ে এ পৃথিবীর সব কিছু ভোগ করার সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু দুর্বল মানুষ হিসেবে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার অপব্যবহার করে এবং পবিত্র দায়িত্বের কথা ভুলে গিয়ে প্রতিনিয়ত পাপে পতিত হই। ঈশ্বর কিন্তু তারপরও আমাদের ভুলে যাননি বা আমাদের স্বাধীনতা খর্ব করেননি। আমরা যেন প্রতিনিয়ত পাপ পংকিলতা থেকে উদ্ধার পেতে পারি তার ব্যবস্থা করেছেন তাঁর পুত্রের প্রতিনিধি হিসেবে যাজকদের মাধ্যমে। ঈশ্বর চান আমরা যেন যাজকদের মাধ্যমে পাপের দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে স্বাধীন ও পবিত্র ভাবে জীবনযাপন করি।

পাঠ ৪ : পবিত্র পরিবার : পারস্পরিক শ্রদ্ধা, মর্যাদা ও ভালোবাসার আদর্শ

যীশু, মারীয়া ও যোসেফের পরিবার হলো পবিত্র পরিবার। আমরা এই পরিবার থেকে বিভিন্ন শিক্ষা গ্রহণ করি। সকল নারী ও পুরুষের জন্য পবিত্র পরিবারের শিক্ষা ও আদর্শ অনুকরণীয়। মারীয়া ও যোসেফের মধ্যে গভীর পারস্পরিক শ্রদ্ধা, মর্যাদাবোধ ও ভালোবাসা ছিল। তাঁরা কীভাবে এই গুণগুলো অর্জন করেছিলেন, তা নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব।

৪.১ ঈশ্বরের প্রতি মারীয়ার ছিল গভীর বিশ্বাস। মহাদূত গাব্রিয়েল সংবাদ দিয়ে তাঁকে বলেছিলেন যে তিনি ঈশ্বর পুত্রের মা হবেন। তখন তিনি খুব ভয় পেয়েছিলেন। কারণ তখনও তাঁর বিয়ে হয়নি। কিন্তু দূত তাঁকে বলেছিলেন, তাঁর গর্ভধারণ হবে পবিত্র আত্মার প্রভাবে। এতে তিনি রাজি হয়েছিলেন। তিনি সমাজের কাছে অপমানিত হতে পারেন এবং যোসেফের সাথে তাঁর বিয়ে ভেঙে যেতে পারে, এই ভয় তাঁর ছিল। তবুও তিনি সবই গ্রহণ করেছিলেন। কারণ সেটি ছিল ঈশ্বরের আহ্বান। এতে আমরা বুঝতে পারি, মারীয়ার মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও আস্থা ছিল। ঈশ্বরের প্রতি এই বিশ্বাস, আস্থা ও শ্রদ্ধাবোধ থেকেই তিনি যোসেফ এবং অন্য সকল মানুষের শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ অর্জন করেছিলেন।

৪.২ মারীয়ার প্রতি যোসেফের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। বিয়ের অনেক আগে মারীয়ার সাথে যোসেফের বাগদান হয়েছিল। এরপর যোসেফ জানতে পারলেন যে মারীয়া গর্ভবতী। তাই তিনি মারীয়াকে গোপনে ত্যাগ

২০২৫

করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কারণ তিনি মারীয়াকে সমাজের কাছে লজ্জায় ফেলতে চাননি। এর মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, মারীয়ার প্রতি যোসেফের কত গভীর শ্রদ্ধা ছিল।

পবিত্র পরিবার

৪.৩ যোসেফের মধ্যেও ঈশ্বরের প্রতি গভীর বিশ্বাস, আস্থা ও শ্রদ্ধা ছিল। যোসেফ যখন মারীয়াকে ত্যাগ করার কথা ভাবছিলেন, তখন স্বর্গদূত স্বপ্নে যোসেফকে দেখা দিয়ে বললেন, মারীয়ার গর্ভে যা এসেছে তা পবিত্র আত্মারই প্রভাবে। তাই যোসেফ যেন মারীয়াকে ঘরে তুলতে ভয় না পান। যোসেফ সেই নির্দেশ গভীর বিশ্বাস নিয়ে গ্রহণ করলেন। তিনি মারীয়াকে জীবনের সঙ্গী হিসেবে বরণ করে নিলেন। এতে আমরা বুঝতে পারি যোসেফের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি কত গভীর বিশ্বাস, ভক্তি ও বাধ্যতার মনোভাব ছিল। এই মনোভাব তাঁকে মারীয়া ও অন্য সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছিল।

৪.৪ মারীয়া ও যোসেফের মনের মধ্যে গভীর ভালোবাসা ও মনের মিল ছিল। এ জন্য কষ্টের সময় তাঁরা পরস্পরের পাশে থাকতে পেরেছিলেন। যীশুর জন্মের সময় কাছে এসে গেল। অথচ স্বামী হয়ে যোসেফ তাঁর স্ত্রী মারীয়ার জন্য বেথেলহেমে কোথাও একটি ভালো স্থান খুঁজে পেলেন না। মারীয়া তাঁর স্বামী যোসেফের অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি তাঁর স্বামীকে কোনোরকম দোষারোপ বা তিরস্কার করেননি, বরং খুশি মনে সবকিছু গ্রহণ করেছেন। এতে আমরা বুঝতে পারি তাঁরা পরস্পরকে কত শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন।

৪.৫ যোসেফ ও মারীয়া উভয়ের মধ্যেই গভীর ধর্মীয় ভাব ছিল। প্রতিবছর যোসেফ ও মারীয়া যেরুসালেম (জেরুজালেম) মন্দিরে যেতেন। সেখানে যাওয়ার জন্য দীর্ঘ পথ তাঁদের হাঁটতে হতো। তাঁদের গ্রামের সকলে দল বেঁধে একত্রে হাঁটতে হাঁটতে সেখানে যেতেন। সব কাজ ফেলে রেখে যোসেফ ও মারীয়া একত্রে প্রতিবছর পর্ব পালন করতে যেতেন। এর মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি, তাঁদের অন্তরে ছিল গভীর ধর্মীয় ভাব ও ঐশ্বরিক বিশ্বাস। এ কারণেই তাঁরা পরস্পরকে ভালোবাসতে, শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে পেরেছিলেন।

৪.৬ তাঁদের মধ্যে একতা, ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ ছিল। সন্তানের প্রতিও তাঁদের ছিল অপরিসীম স্নেহ ও ভালোবাসা। যেরুসালেম মন্দিরে যীশু হারিয়ে যাওয়ার পর মারীয়া ও যোসেফ যীশুর খোঁজ করেছেন ও তাঁকে ফিরে পেয়েছেন। দুঃখ-বিপদের সময় তাঁরা পরস্পরের পাশে থেকেছেন। কেউ কাউকে দোষারোপ করে দায়িত্ব অন্যজনের উপর চাপিয়ে দেননি। ভালোবাসার কারণেই তাঁরা যেরুসালেমে ফিরে এসে যীশুকে খুঁজে পেয়েছিলেন।

কাজ : পবিত্র পরিবার ও তোমার পরিবারের মধ্যেকার মিলগুলো নিজের খাতায় দুটি কলামে লেখ।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো ....।

২. ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন ...., মন ও ....।

৩. আমরা এই পৃথিবীতে এসেছি .... জন্য।

২০২০

৪. আমরা চিরদিন তাঁর .... ও .... করব।

৫. মানুষ সামাজিক .... ।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
১. ঈশ্বর নিজের প্রতিমূর্তিতে	■ যেরুসালেম মন্দিরে
২. পুরুষ ও নারী মিলে	■ মানুষ সৃষ্টি করেছেন
৩. ঈশ্বরের প্রতি মারীয়ার ছিল	■ পরিবার গঠন করে
৪. যীশু হারিয়ে গিয়েছিলেন	■ গভীর বিশ্বাস
৫. ঈশ্বর হলেন	■ পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা
	■ সুখী মানুষ

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নারী ও পুরুষের মিলিত রূপ কী গঠন করে–

ক. সমাজ
খ. পরিবার
গ. ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি
ঘ. মানুষের প্রতিমূর্তি

২. ঈশ্বর কেন মানুষের জন্য সবকিছু সৃষ্টি করেছেন?

ক. ঈশ্বরকে সেবা করতে

খ. ঈশ্বরকে ভালোবাসতে ও সেবা করতে

গ. নিজে ভোগ করতে

ঘ. নিজে ভোগ করতে ও ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করতে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

‘অঙ্কন ও অদ্রি দুই ভাইবোন। অদ্রি তার ভাইয়ের একটা বই লুকিয়ে রেখে মজা করতে থাকে। অদ্রি তার মন্দ কাজের ভুল বুঝতে পেরে বইটি ফিরিয়ে দেয়। অঙ্কন ধৈর্য ধরে বোনকে ক্ষমা করে দেয়।

৩. অদ্রি তার কাজের দ্বারা লাভ করতে পারে-

ক. অন্তরে পরিতৃপ্তি

খ. ঈশ্বরের পবিত্রতা

গ. বিবেকের উন্নতি

ঘ. সকলের ভালোবাসা

৪. অঙ্কনের কাজের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় -

i. ঐশ্বরিক গুণাবলি

ii. মানবীয় গুণাবলি

iii. মাঙ্গলিক গুণাবলি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i — খ. ii

গ. i ও ii — ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ডীনা ও দীপের পরিবার একটি আদর্শ পরিবার। তারা একে অপরকে খুবই ভালোবাসে। দুজনের মধ্যেই রয়েছে শ্রদ্ধা ও দায়িত্ববোধ। দীপের স্ত্রী ডীনা একদিন অসুস্থ হয়ে পড়ল। কিন্তু আর্থিক সমস্যার কারণে ডাক্তার দেখাতে পারেনি। শুধু তার স্ত্রীর পাশে থেকে সারাক্ষণই তার সেবা ও প্রার্থনা করেছে। কেননা দুজনের জীবনই ছিল প্রার্থনাশীল। ঈশ্বরের প্রতি ছিল ডীনার গভীর বিশ্বাস। তাই ডীনা কখনো তার স্বামীকে দোষারোপ বা তিরস্কার করেনি। দুঃখ ও বিপদের সময় দুজনে এক হয়ে সমাধানের পথ খুঁজছে। একে অপরকে বিশ্বাস ও ভালোবাসার কারণে তারা সব কিছুর সমাধান করতে পেরেছে।

ক. ঈশ্বরের ঐশ্বরিকতার আয়না কে?

খ. আমরা কীভাবে ঈশ্বরের মতো নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসতে পারি?

গ. ডীনা ও দীপের পরিবার কী ধরনের পরিবার- ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'ডীনার ছিল ঈশ্বরের প্রতি গভীর বিশ্বাস' উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

২. বৃষ্টির জন্ম হলো শীতে। পরিবারের সকলেই খুব খুশি। তার সরল ও পবিত্র হাসি সবাইকে আনন্দ দেয়। বৃষ্টি সকলের আদর-যত্নে লেখাপড়া শিখে দেশের নামকরা একজন চিকিৎসক ও সমাজকর্মী হলো। মানুষের জন্য তার অসীম মায়া, মমতা ও ভালোবাসা। তার মুখের আন্তরিক কথায় অর্ধেক সুস্থ হয়ে যায় রোগীরা। অন্যদিকে তার স্বামী নামকরা একজন গবেষক। তিনি নিজের সাধনায় গবেষণা করে মানুষের চিকিৎসার জন্য ঔষধ তৈরি করেন এবং বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরি করেন, যা দিয়ে মানুষের রোগ নির্ণয় করা হয়।

ক. মানুষকে কার প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করা হয়েছে?

খ. আমরা কীভাবে ভালো-মন্দের পথ বেছে নিই?

গ. বৃষ্টির স্বামীর মধ্যে ঈশ্বরের কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে – তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

ঘ. 'বৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির প্রকাশ'- উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ঈশ্বর সব শেষে কী সৃষ্টি করলেন?

২. ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন কেন?

৩. ঈশ্বর মানুষকে কী কী দিয়ে সৃষ্টি করেছেন?

৪. আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের গুণগুলো কী কী?

৫. ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে মানুষের সৃষ্টি হওয়ার অর্থ কী?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ঈশ্বর নারী ও পুরুষের সমান অধিকার দিয়েছেন কীভাবে?

২. পবিত্র পরিবার সম্পর্কে লেখ।

৩. ঈশ্বর কেন মানুষকে স্বাধীনতা ও দায়িত্ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন?

চতুর্থ অধ্যায়

স্বর্গদূত ও মানুষের পতন : পরিত্রাণের প্রতিশ্রুতি

ঈশ্বর অসীম দয়ালু ও মঙ্গলময়। তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর সৃষ্টি বিশেষভাবে স্বর্গদূত ও মানুষ তাঁকে ভালোবাসবে, তাঁকে গভীরভাবে জানবে, তাঁর আরাধনা করবে এবং তাঁর বাধ্য থাকবে। তাই ঈশ্বর তাদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রথমে সেই স্বর্গদূতদের কয়েকজন অহংকার করে তারই সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করল। তারা শয়তানে পরিণত হলো। এরপর তারা মানুষকেও পাপে ফেলার চেষ্টায় উঠেপড়ে লাগল। মানুষ শয়তানের প্রলোভনে পড়ে ঈশ্বরের অবাধ্য হলো । তাঁরা স্বাধীনতার অপব্যবহার করল। মানুষের সেই পাপটিকে আমরা বলি আদিপাপ। এই পাপ মানুষের ইতিহাসে প্রবেশ করল। কিন্তু অসীম দয়ালু ঈশ্বর তাঁর নিজের হাতে সৃষ্ট মানুষকে ধ্বংস করে ফেললেন না। তিনি তাদের কথা দিলেন যে তিনি তাদের জন্য একজন ত্রাণকর্তাকে পাঠিয়ে দিবেন।

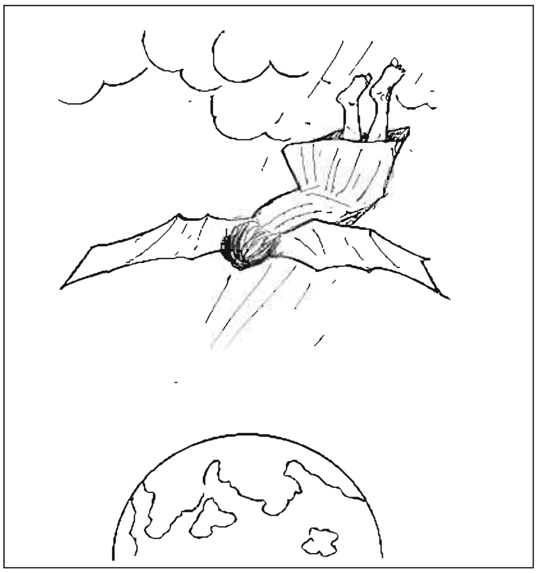

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা :

- পতিত স্বর্গদূতদের সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব
- শয়তানের প্রলোভনে কীভাবে মানুষের পতন ঘটেছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারব
- আদিপাপের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারব
- পাপের প্রলোভন জয় করার উপায় বর্ণনা করতে পারব
- পাপকর্ম থেকে বিরত থাকতে শিখব
- অসৎ সঙ্গ থেকে দূরে থেকে সৎ জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ হবো।

পাঠ ১: বিদ্রোহী স্বর্গদূতদের পতন

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর স্বর্গদূতদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর আরাধনা করার জন্য। ঈশ্বরের মতো তাঁদেরও শুধু আত্মা আছে, দেহ নেই। তাঁদেরকে ঈশ্বর স্বাধীন ইচ্ছা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাঁদেরকে তিনি সর্বোত্তমরূপে সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা সারাক্ষণ ঈশ্বরের প্রশংসায় মেতে থাকেন এবং থাকেন সবচেয়ে সুখের স্থানে। তাঁদের মধ্য থেকে একজনের নাম ছিল লুসিফের। সে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। তার দলে আরও কয়েকজন যোগ দিল। এভাবে তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করল এবং তাদের পতন হলো। যাদের পতন হলো তারা শয়তানে পরিণত হলো। শয়তান লুসিফেরকে এখন দিয়াবল নামে ডাকা হয়।

শয়তান বা দিয়াবলের পতনের মূল কারণ হলো, সে ঈশ্বরের রাজত্বকে মেনে নিতে চায়নি। তার দলে যারা যোগ দিয়েছিল, তারাও একইভাবে অহংকার করেছিল ও ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছিল। তাই ঈশ্বর তাঁদের জন্য একটি জ্বলন্ত আগুনের নরক প্রস্তুত করে সেখানে নিক্ষেপ করেছেন। সেখানে তারা অনন্তকাল জ্বলেপুড়ে কষ্ট পেতে থাকবে। তাদের পতনের মূল কারণ হলো, তাদেরকে ঈশ্বর যে স্বাধীন ইচ্ছা দিয়েছেন, তার অপব্যবহার করে তাঁরা ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা নিজেদের বড় মনে করেছিল। তারা ঈশ্বরের সমান হয়ে উঠতে চেয়েছিল এবং ঈশ্বরের বিরোধিতা করেছিল।

২০২০

দিয়াবল বা শয়তান আমাদের আদি পিতা-মাতাকে পাপের প্রলোভন দেখিয়েছিল। শয়তানের ধ্বংসাত্মক কাজের মধ্যে এই প্রলোভনটি ছিল সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী। আমাদের আদি পিতা-মাতা সেই প্রলোভন জয় করতে না পেরে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছিলেন। দিয়াবল বলেছিল–'তোমরা যদি এই গাছের ফল খাও, তবে তোমরা ঈশ্বরের মতোই হয়ে উঠবে, তোমরা ভালো-মন্দ জ্ঞান লাভ করবে।' তার এই কথার মধ্যে আমরা দেখতে পাই, সে একটা মস্ত বড় মিথ্যাবাদী। সমস্ত মিথ্যার জন্মদাতাও এই দিয়াবল।

বিদ্রোহী স্বর্গদূতেরা তাদের পতনের পূর্বে তাদের স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এই কারণে তাদের পাপ ক্ষমার অযোগ্য। তাদের পতনের পর সেখানে ঈশ্বর স্বর্গদূতদের জন্য অনুতাপের কোনো সুযোগ দেননি।

আদি থেকেই তার নাম দেওয়া হয়েছে নরঘাতক। সে এতই ধ্বংসাত্মক যে, সে যীশুকেও পাপে ফেলার চেষ্টা করেছিল। যীশুকে সে স্বর্গীয় পিতার অবাধ্য হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল। যীশু পিতার কাছ থেকে যে কাজের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন, শয়তান সেই কাজ থেকে তাঁকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

সাধু যোহন তাঁর প্রথম পত্রে বলেছেন- 'যে পাপকাজ করে, সে শয়তানেরই লোক। কারণ শয়তান সেই আদি থেকেই পাপ করে আসছে। শয়তান যা-কিছু করেছে, পরমেশ্বরের পুত্র তা নিষ্ফল করে দেবার জন্যই এজগতে এসেছিলেন' (১যোহন ৩:৮)।

তবে আমরা জানি, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। শয়তানের কাজ কোনোক্রমেই সীমাহীন নয়। সে তো একজন সৃষ্টজীব মাত্র। আর ঈশ্বর হলেন তার সৃষ্টিকর্তা। প্রভু যীশু যে ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে এ জগতে এসেছিলেন, তা শয়তান কোনোক্রমেই দমিয়ে রাখতে পারবে না। আমরা স্পষ্টই দেখতে পাই যে শয়তান এই জগতে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করে থাকে। খ্রিষ্ট যে ঐশরাজ্যের কাজ শুরু করেছেন তা বিনষ্ট করার জন্যও শয়তান সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে। কারণ সে ঈশ্বরের রাজ্যের বিস্তারকাজ সহ্য করতে পারে না। শয়তান মানুষকেও পাপে ফেলার জন্য সর্বদা চেষ্টা করছে। এভাবে সে মানুষের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত করছে। তবে যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে তারা শয়তানকে পরিত্যাগ করবে। এভাবে শয়তানের কাজকে তারা একদিন ব্যর্থ করে দিবে।

কাজ : বর্তমান জগতে আমরা শয়তানের কী কী কাজ দেখতে পাই? কাজগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত কর। শয়তানের কাজ পরিহার করার জন্য তোমার করণীয় কী কী?

পাঠ ২: মানুষের পতন

ঈশ্বর তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে গড়া মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছিলেন। তাকে শ্রেষ্ঠ করে সৃষ্টি করেছিলেন। তাকে দিয়েছিলেন শ্রেষ্ঠ দান স্বাধীনতা। রেখেছিলেন পরম পবিত্র ও আনন্দময় স্থান স্বর্গের এদেন বাগানে। কিন্তু মানুষ পাপ করে যে কত সুখের স্থান হারালো, তা সে তখন বুঝতে পারেনি।

ঈশ্বর আমাদের আদি পিতা-মাতাকে তাঁর সৃষ্ট নতুন পৃথিবীর সবকিছু দেখাশোনা করার দায়িত্ব দিলেন। তিনি তাদের গাছপালা, পশু-পাখি ও জলচর সবকিছুর যত্ন নিতে বললেন। তিনি তাঁদেরকে একটি সুন্দর বাগানে রেখেছিলেন। সেখানে তাঁদেরকে সবকিছু উপভোগ করতে বললেন। তবে একটি মাত্র বিষয়ে তাদের

২০২৪

বারণ করলেন। বাগানে ভালো-মন্দ জ্ঞানের একটি বিশেষ ফল গাছ ছিল। ঈশ্বর তাঁদের সেই গাছের ফল খেতে নিষেধ করলেন। তিনি তাদের বললেন যে, ঐ গাছের ফল খেলে তোমরা মারা যাবে। তাঁরা ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে দিন যাপন করছিলেন।

শয়তান ঈশ্বরকে ঘৃণা করত। সে ঈশ্বরের প্রস্তুত করা এই সুন্দর পরিবেশ নষ্ট করতে চাইল। সে ভাবলো, যদি সে মানুষকে পাপে ফেলতে পারে, তবে ঈশ্বর মনে মনে খুবই কষ্ট পাবেন। এভাবে শয়তান ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ খুঁজতে লাগল। সে প্রথমে হবাকে প্রলোভনে ফেলার চেষ্টা করল। হবাকে সে বলল, এই ভালো-মন্দ জ্ঞানের গাছের ফল খুব মিষ্টি। কিন্তু হবা বললেন, না, এটা খাওয়া আমাদের নিষেধ। শয়তান বলল, ঈশ্বর কেন তোমাদের এটা খেতে নিষেধ করেছেন, জানো? এই ফল খেলে তোমরা ঈশ্বরের মতো জ্ঞানী ও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

সাপের কথা হবা বিশ্বাস করলেন। তাঁর মন গলে গেল। তিনি ফলের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরের নিষেধের কথা ভুলে গেলেন। তিনি ভুলে গেলেন ঈশ্বর যে তাঁদের দুজনকে কত ভালোবাসেন। হবা ঈশ্বরের মতো জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান হতে চাইলেন। ঈশ্বরের কথানুসারে না চলে তিনি নিজের ইচ্ছামতোই কাজ করতে চাইলেন। হবা হাত বাড়িয়ে শয়তানের কাছ থেকে একটা ফল নিলেন। তা তিনি নিজে খেলেন ও আদমকেও একটু দিলেন। আদম হবার পরামর্শ শুনে তা খেলেন। তখন থেকেই সবকিছু অন্যরকম হয়ে গেল। তাঁরা বুঝতে পারলেন, তাঁরা উলঙ্গ। তখন তাঁরা গাছের লতাপাতা দিয়ে পোশাক তৈরি করলেন ও তা পরিধান করলেন। ঈশ্বরকেও তাঁরা ভয় পেতে শুরু করলেন।

আদম ও হবা ঈশ্বরের কথা অমান্য করেছেন। তাঁরা ঈশ্বরের অমূল্য দান স্বাধীনতার অপব্যবহার করলেন। শয়তানের কথা শুনে তাঁরা ঈশ্বরের অবাধ্য হলেন। এভাবে আদি পিতা-মাতার পতন হলো। পাপের কারণে মানুষের জীবনে মৃত্যু প্রবেশ করল। ঈশ্বর তাঁদের শাস্তি দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন। পৃথিবীতে এসে তারা কষ্টকর জীবনযাপন করতে লাগলেন।

কাজ : ছোট ছোট দলে আলোচনা কর : শিক্ষার্থীদের জীবনে কী কী প্রলোভন এসে থাকে? কীভাবে এসব প্রলোভন জয় করা যায়?

পাঠ ৩: আদি পাপ

আদম ও হবার আত্মা ছিল ঈশ্বরের মতো পবিত্র। সেই আত্মার শক্তিতে তাঁরা দেহকে দমন করতে পারতেন। আর তাঁদের স্বাধীনতা দ্বারা তাঁরা নিজের ভবিষ্যতের জন্য নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। সেই স্বাধীনতা রক্ষা করা তাঁদের জন্য একটা বড় পরীক্ষা ছিল। কিন্তু মানুষ সেই পরীক্ষায় হেরে গেলেন। শয়তানের প্রলোভনটি তাঁদের জন্য ছিল মারাত্মক। তাঁরা সেই প্রলোভনকে জয় করতে পারলেন না। তাঁরা শয়তানের কথাকে ঈশ্বরের কথার চাইতে বেশি আকর্ষণীয় মনে করলেন। তাঁদের লোভ হলো ঈশ্বরের মতো হওয়ার। তাই তাঁরা সব জেনেশুনে ঈশ্বরের অবাধ্য হলেন। এটাই হলো প্রথম মানুষের দ্বারা প্রথম পাপ। তাই এটাকে আমরা বলি আদি পাপ।

আদি পাপের অন্তর্নিহিত অর্থ

(১) আদি পাপের দ্বারা মানুষ ঈশ্বরের কাজ নিজেই করতে চাইলেন;
(২) ঈশ্বরকে মানুষ অবজ্ঞা করলেন;
(৩) মানুষ নিজের অমঙ্গল নিজে ডেকে আনলেন;
(৪) আদি পবিত্রতার কৃপা হারিয়ে ফেললেন;
(৫) তাঁরা ঈশ্বরকে ভয় পেতে শুরু করলেন;
(৬) ঈশ্বর সম্বন্ধে খারাপ (বিকৃত) ধারণা গ্রহণ করলেন;
(৭) ঈশ্বরের সাথে তাঁদের সুসম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেল;
(৮) তাঁরা দেহের উপর আত্মার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললেন;
(৯) তাঁদের দুজনের মধ্যে এলো কাম-লালসা;
(১০) সৃষ্টির সাথে তাঁদের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেল;
(১১) আদি পাপের মধ্য দিয়ে মানুষের ইতিহাসে মৃত্যু প্রবেশ করল;
(১২) এতে সকল মানুষের মধ্যে আদি পাপ প্রবেশ করল।

কাজ : আদম ও হবা কীভাবে শয়তানের প্রলোভনে পড়ে পাপ করেছিলেন তা অভিনয় করে দেখাও।

পাঠ ৪: পাপের প্রলোভন জয় করার উপায়

প্রতি মুহূর্তে আমাদের কাছে পাপের প্রলোভন আসে। প্রলোভনগুলো কখনও আমাদের কাছে ভালো কাজ করার বা ভালো পথে চলার পরামর্শ দেয় না। এগুলো আমাদেরকে ক্ষণিকের আনন্দ উপভোগের দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু সেই আনন্দ আমাদেরকে ঈশ্বরের পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। এর পরে আমাদের কষ্টের মধ্যে পড়তে হয়। কিন্তু অন্য দিকে ঈশ্বর আমাদের সামনে রেখেছেন তাঁর পথে চলার বাণী। তাঁর বাণী মেনে চললে আমরা তাঁর মতো পবিত্র পথে চলতে পারি। এভাবে মৃত্যুর পরে আমরা তাঁর সাথে থাকতে পারি। কাজেই ঈশ্বর আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা দিয়েছেন। এর দ্বারা আমরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজেদের পথ আমরা নিজেরাই বেছে নিতে পারি।

প্রলোভনগুলো জয় করতে পারা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার পূর্বে প্রলোভনগুলোর উৎস সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকা দরকার। প্রলোভনের সবচেয়ে প্রধান উৎসটি হলো আমাদের নিজেদের ভিতরেই। আমাদের সকলেরই 'প্রবৃত্তি' আছে। প্রবৃত্তিগুলো হলো আবেগ ও ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা। আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে। যথা: চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বক। এগুলোর মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক সময় ভালো কল্পনা আসে আবার কখনো কখনো মন্দ কল্পনা আসে। ভালো কল্পনার দ্বারা আমরা ভালো কাজের দিকে চলি। কিন্তু মন্দ কল্পনার দ্বারা মন্দ কাজের দিকে আকৃষ্ট হই। এখন প্রশ্ন হলো, প্রবৃত্তিগুলো কোথা থেকে আসে? এগুলো আসে আমাদের হৃদয় থেকে। প্রভু যীশু বলেছেন–'অন্তর থেকেই তো, মানুষের হৃদয় থেকেই তো বেরিয়ে আসে এমন-সব অসৎ অভিপ্রায়, যার ফলে শুরু হয় অবৈধ সংসর্গ, চুরি, নরহত্যা, ব্যভিচার, লোলুপতা, দুষ্টতা, প্রতারণা, যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা, ঈর্ষা, পরনিন্দা, অহংকার ও মতিভ্রম। এ সমস্ত দুষ্টতা মানুষের অন্তর থেকেই বেরিয়ে আসে। আর এই সবই মানুষকে অশুচি করে তোলে' (মার্ক ৭:২১-২৩)। ২০২০

আমাদের ভালো প্রবৃত্তিও আছে। সবচেয়ে ভালো প্রবৃত্তি হলো ভালোবাসা। এর উৎপত্তি হয় মানুষের মঙ্গল করার আকর্ষণ থেকে। সাধু আগস্টিন বলেন, 'ভালোবাসা হচ্ছে অন্যের মঙ্গল বাসনা বা কামনা করা।'

পাপের প্রলোভন জয় করার পথ আমাদের সকলেরই জানা থাকা দরকার। আমাদের এই বয়সে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, কিছু প্রয়োজনীয় অভ্যাস গড়ে তোলা। ভালো অভ্যাসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সহায়ক হলো আধ্যাত্মিক অভ্যাস। এর পাশাপাশি দেহের ইন্দ্রিয়গুলোকেও দমনে রাখা। ভালো অভ্যাসগুলো মানুষকে ভালো পথে চলতে সহায়তা করে। এগুলো সমস্ত প্রলোভন জয় করে আমাদেরকে রেল লাইনের মতো সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে। প্রলোভন জয় করার কয়েকটি পথ উল্লেখ করা হলো :

- পাপ পরিত্যাগ করার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করা;
- নিয়মিত প্রার্থনার অভ্যাস গড়ে তোলা। প্রলোভন জয় করার জন্য প্রার্থনায় ঈশ্বরের কাছে কৃপা, শক্তি ও সাহস চাওয়া;
- নিয়মিত পাপস্বীকার সাক্রামেন্ত গ্রহণ করা;
- নিয়মিত খ্রিষ্টযাগে যোগ দেওয়া ও পবিত্র খ্রিষ্টপ্রসাদ গ্রহণ করা;
- পবিত্র আত্মার শক্তিতে বিশ্বাস করা;
- শয়তানের শক্তিকে অস্বীকার করা;
- ভালো ও পবিত্র মানুষের সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করা;
- পবিত্র বাইবেল পাঠ ও ধ্যান করা;
- নিয়মিত খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করা ও নির্মল আনন্দে যোগদান করা;
- পরিবার, সমাজ ও মণ্ডলীর বিভিন্ন কাজেকর্মে অংশগ্রহণ করা;
- দরিদ্র ও অভাবী ভাইবোনদের সেবা করা;
- সব সময় ভালো বন্ধুদের সাথে মেলামেশা করা ও অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করে চলা।

পাপের প্রলোভন ত্যাগ করার জন্য আমাদের সর্বদা সচেতন থাকতে হবে।ভালো বা মন্দ সঠিকভাবে বিবেচনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এরপর সঠিক পথে চলার জন্য সর্বান্তকরণে চেষ্টা করতে হবে।

কাজ : ১। তুমি তোমার জীবনে কখনো প্রলোভন জয় করে থাকলে তা দলে সকলের সাথে সহভাগিতা কর।
কাজ : ২। তোমার অসৎ বন্ধুদের প্রলোভনে সাড়া না দিয়ে তুমি কীভাবে তাদের সৎ আদর্শ দেখাবে তা একটি দলে অভিনয় করে দেখাও।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. ঈশ্বর অসীম ....।

২. মানুষ ও স্বর্গদূত .... অপব্যবহার করলেন।

৩. যে পাপকাজ করে, সে .... লোক।

৪. .... পাপের দ্বারা মানুষ ঈশ্বরের কাজ নিজেই করতে চাইলেন।

৫. সবচেয়ে ভালো প্রবৃত্তি হলো ....।

২০২০

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
১. নিয়মিত প্রার্থনার অভ্যাস	▪ অস্বীকার করা
২. শয়তানের শক্তিকে	▪ আবেগ ও ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা
৩. প্রবৃত্তিগুলো হলো	▪ সুসম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেল
৪. সৃষ্টির সাথে তাদের	▪ গড়ে তোলা
৫. ঈশ্বরকে মানুষ	▪ আদি পাপ প্রবেশ করেছে
	▪ অবজ্ঞা করলেন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মানুষের প্রথম পাপকে কী বলা হয়?

ক. প্রথম পাপ খ. আদি পাপ

গ. মহাপাপ ঘ. গুরুপাপ

২. স্বর্গদূতদের সৃষ্টি করার কারণ কী?

ক. ঈশ্বরের আরাধনার জন্য খ. মানুষের সেবার জন্য

গ. নিজেদের গৌরবের জন্য ঘ. কর্তৃত্ব করার জন্য

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মধুপুর মণ্ডলী ঈশ্বরের আশীর্বাদে ও ফাদারের সঠিক পরিচালনায় বড় হতে লাগল। সজল কয়েকজনকে একত্র করে ফাদারের বিরোধিতা করে। ফলে তাকে মণ্ডলী থেকে বের করে দেওয়া হয়।

৩. সজলের এ স্বভাব পরিবর্তনের জন্য যা করা উচিত-

ক. ফাদারের প্রশংসা করবে খ. স্বর্গদূতের আরাধনা করবে

গ. ঈশ্বরের রাজত্বকে মেনে নিবে ঘ. সকলের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে

৪. সজলের পতনের মূল কারণ হলো -

i. স্বাধীন ইচ্ছার অপব্যবহার

ii. ঈশ্বরের বিরোধিতা করা

iii. অন্যের প্ররোচনা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

২০২০

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. তপু : তনয় তোমার মোবাইলটা দেখতে তো খুব সুন্দর। কোথায় পেলে?

তনয় : আমি যে দোকানে কাজ করি, সেখান থেকে না বলে এটা নিয়ে এসেছি। তুমি যদি চাও তোমাকেও গোপনে একটা এনে দিতে পারি। কেউ দেখবে না।

তপু : চলো যাই তনয়, এক্ষুণি নিয়ে আসি।

তনয় : চলো।

ক. লুসিফেরকে কী নামে ডাকা হয়?

খ. মানুষ কেন ঈশ্বরের অবাধ্য হলো?

গ. কোন শিক্ষার আলোকে তনয় তার এ অবস্থা থেকে ফিরে আসতে পারবে?

ঘ. তনয়ের প্রলোভনের পরিণতি ও মানুষের পতন তুলনামূলক আলোচনা কর।

২. সুজন ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। সে খেলাধুলা, পড়াশোনা, অভিনয় সবকিছুতেই খুবই পারদর্শী। সে জন্য সে নিজেকে খুব বড় ভাবতে লাগল। স্কুলের দুর্বল শিক্ষার্থীদের সে নানাভাবে তিরস্কার করত। মাঝে মাঝে সে শিক্ষকদের কথাও শুনতে চায় না। এতে করে সে সবার ঘৃণার পাত্র হয়ে উঠল। একদিন শিক্ষককে বলল যে তাদের চেয়েও সে বেশি জানে। এ কথা যখন প্রধান শিক্ষকের কানে গেল, তখন তাকে স্কুল থেকে ছাড়পত্র (টিসি) দেওয়া হলো।

ক. কোন স্বর্গীয় দূত ঈশ্বরের বিদ্রোহ করেছিল?

খ. কীভাবে শয়তানের পতন হয়েছিল?

গ. সুজনের আচরণ দ্বারা কী প্রকাশ পায়- তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. স্বর্গদূতের পতন ও সুজনের পতনের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মানুষের প্রবৃত্তি গুলো কী?

২. আদি পিতা-মাতাকে প্রলোভন দেখিয়েছিল কে?

৩. মানুষের ইন্দ্রিয় কয়টি ও কী কী?

৪. আধ্যাত্মিক অভ্যাসের পাশাপাশি আর কিসের দমন রাখা প্রয়োজন?

৫. কোন স্বর্গদূত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. আদি পাপের অন্তর্নিহিত অর্থগুলো লেখ।

২. প্রলোভন থেকে রক্ষা পাবার উপায়গুলো লেখ।

৩. শিক্ষার্থীদের কী কী প্রলোভন হতে পারে, তার একটি তালিকা তৈরি কর।

২০২০

পঞ্চম অধ্যায়

ঈশ্বরের আহ্বানে ইসাইয়ার সাড়াদান

ঈশ্বর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তিকে তাঁর বাণী মানুষের কাছে প্রচার করার জন্য আহ্বান করেছেন। আর যাঁদেরকে তিনি ডাক দিয়েছেন, তাঁরা সবকিছু ছেড়ে ঈশ্বরের কাজে জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁরা এই আহ্বানকে কর্তব্যমূলক বলে মনে করেছেন। তাঁর নিজের সৃষ্টিকর্তা তাঁকে ডেকেছেন বলে তাঁরা সেই আহ্বানে আনন্দের সাথে সাড়া দিয়েছেন। এই অধ্যায়ে আমরা দেখব ঈশ্বর কীভাবে প্রবক্তা ইসাইয়াকে আহ্বান করেছেন এবং ঈশ্বরের ডাকে তিনি কীভাবে সাড়া দিয়েছেন।

ইসাইয়া

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- মানুষের প্রতি ঈশ্বরের আহ্বানের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারব
- ইসাইয়া স্বর্গের যে দৃশ্যটি দেখেছিলেন তা বর্ণনা করতে পারব
- ঈশ্বর কর্তৃক ইসাইয়ার শুচীকরণের ঘটনা বর্ণনা করতে পারব
- ঈশ্বর কর্তৃক ইসাইয়াকে আহ্বান ও ইসাইয়ার সাড়া দানের বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারব
- ঈশ্বরের কাজে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে মানুষের শুচিতার প্রয়োজনীয়তার কথা বর্ণনা করতে পারব
- ঈশ্বরের উপর ইসাইয়ার গভীর বিশ্বাস উপলব্ধি করে নিজে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাসী হবো।

পাঠ ১: মানুষের প্রতি ঈশ্বরের আহ্বান

আহ্বান কথার অর্থ হলো ডাক। ঈশ্বর অদৃশ্য হলেও মানুষের সাথে তাঁর একটা অন্তরের যোগাযোগ আছে। তিনি মানুষকে দেহ, মন ও আত্মা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের দেহটা দেখা যায়, কিন্তু তার মন ও আত্মা দেখা যায় না। সেই অদৃশ্য মন ও আত্মা দিয়ে মানুষ ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। প্রার্থনা ও নীরব ধ্যানের মাধ্যমে সে ঈশ্বরের কথা শুনতে পায়। মানুষের অদৃশ্য মন ও আত্মার মধ্যে বিবেক বলে একটা শক্তি বা ক্ষমতা ঈশ্বর দিয়েছেন। সেই বিবেক দ্বারা বিবেচনা করে সে ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিবে কি না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। ঈশ্বর মানুষকে ডাকেন মানুষের মতো মানুষ হতে, প্রকৃত খ্রিষ্টান হতে এবং বিশেষ জীবনে প্রবেশ করতে। এই পাঠে আমরা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করি।

১.১ মানুষ হওয়ার আহ্বান : ঈশ্বর আমাদেরকে মানব পরিবারে জন্ম দিয়েছেন। আমাদের সকলেরই দেহ, মন ও আত্মা আছে। দেহের মধ্যে যেসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকার কথা তার সবই আছে। তবুও আমাদেরকে ঈশ্বর মানুষ হওয়ার জন্য ডাকেন। এর অর্থই কী? আমাদের মা-বাবাও অনেক সময় আমাদেরকে বলেন, 'মানুষ হও'। তারা এর দ্বারা কী বুঝাতে চান তা আমরা জানি। তাঁরা আমাদেরকে মানবিক গুণ ও মূল্যবোধগুলো অর্জন করতে বলেন। ঈশ্বর আমাদের সামনে উদাহরণ হিসেবে তাঁর পুত্র যীশুকে রেখেছেন। যীশু একই সঙ্গে পূর্ণ ঈশ্বর এবং পূর্ণ মানব। যীশুর মধ্যে মনুষ্যত্বের সবগুলো গুণ ছিল। আমরা তাঁকে অনুসরণ করলে খাঁটি মানুষ হতে পারি। অর্জিত গুণ ও মূল্যবোধগুলো আমরা যতই অপরের কল্যাণে ব্যবহার করি, ততই আমরা দিন দিন 'মানুষের মতো মানুষ' হতে থাকি।

১.২ খ্রিষ্টান হওয়ার আহ্বান : আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে দ্বিতীয় একটি আহ্বান পেয়েছি। সেটি হলো খ্রিষ্টান বা খ্রিষ্টের অনুসারী হওয়ার আহ্বান। খ্রিষ্টান পরিবারে জন্ম নিলেই এবং দীক্ষাস্নানসহ অন্যান্য সাক্রামেন্তগুলো গ্রহণ করলেই একজনকে খ্রিষ্টান বলা যায় না। যেমন করে আমাদের মা-বাবা আমাদেরকে মানুষ হতে বলেন, তেমনি আমাদেরকে দিনে দিনে খ্রিষ্টান হতে হবে। খ্রিষ্টান বা খ্রিষ্টের অনুসারী হতে হলে আগে খাঁটি মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হবে। খাঁটি মনুষ্যত্বের গুণগুলো আয়ত্ত করতে না পারলে আমরা খাঁটি খ্রিষ্টানও হতে পারি না। যতই আমরা ধীরে ধীরে মানুষের মতো মানুষ হবো ততই আমরা খাঁটি খ্রিষ্টান হবো। খ্রিষ্টকে অনুসরণ করার মাধ্যমে আমরা প্রকৃত খ্রিষ্টান হওয়ার আহ্বানে সাড়া দিতে পারি।

১.৩ বিশেষ আহ্বান : যারা খাঁটি মানুষ ও খাঁটি খ্রিষ্টান হতে পারে, তাদের মধ্য থেকে ঈশ্বর কাউকে কাউকে বিশেষ আহ্বান দিয়ে থাকেন। যেমন : কেউ কেউ ঈশ্বরের আহ্বান পায় যাজক, পালক, ব্রাদার, সিস্টার, কাটেখিস্ট হওয়ার জন্য। এগুলোকে বিশেষ আহ্বান বলা হয় এই কারণে যে এই ধরনের জীবনের জন্য ঈশ্বর মানুষকে তাঁর বাণী প্রচার করার জন্য আহ্বান করেন। পবিত্র বাইবেলে আমরা এ রকম অনেক মানুষকে বিশেষ আহ্বান পেতে দেখেছি। তাঁদের কয়েকজনের নাম আমরা উল্লেখ করতে পারি। যেমন : আব্রাহাম, মোশী, এলিয়, ইসাইয়া, দানিয়েল, রুথ, এসথের, দেবোরা, দীক্ষাগুরু যোহন, মারীয়া, আন্না, মারীয়া মাগদালেনা, পিতর, পল এবং আরও অনেকে। যাঁরা ঈশ্বরের বিশেষ আহ্বান পেয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই খাঁটি মানুষ ও ঈশ্বরভক্ত ছিলেন।

বিশেষ আহ্বানের ব্যাপারে আমাদের মনে রাখা দরকার:

ক) ঈশ্বরের আহ্বান মানুষের জন্য একটি অত্যন্ত গৌরবজনক বিষয়। এই আহ্বানটি এতই গৌরবজনক যে এটি আসে ঈশ্বরের কাছ থেকে।

খ) কোনো একটি বিশেষ কাজ করার উদ্দেশ্যে ঈশ্বর এই আহ্বান করেন। তিনি একটি কাজ দিয়ে আহূত ব্যক্তিকে পাঠান।

গ) আহূত ব্যক্তিদের মনে রাখতে হবে যে ঈশ্বর তাদের ডেকেছেন ঈশ্বরের ও মানুষের সেবা করার জন্য, সেবা পাবার জন্য নয়।

ঘ) বিশেষ আহ্বান যারা পায়, তাদের অনেক বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়। অনেক সমালোচনা ও অপবাদ সহ্য করতে হয়। তাদের অনেক ত্যাগস্বীকার করতে হয়। কখনো কখনো তাদের শারীরিক নির্যাতনও সহ্য করতে হয়।

ঙ) ঈশ্বর যাকে ডাকেন ও বিশেষ কাজের জন্য পাঠান তাকে ঐ কাজটি করার জন্য প্রয়োজনীয় গুণও দেন। কাউকে তা নিজের ব্যবহারের জন্য দেন না। যে যে-গুণ পেয়েছে, তা দিয়ে সে মণ্ডলী, সমাজ ও দেশের জন্য কাজ করবে, এটাই ঈশ্বর চান।

২০২০

বিশেষ আহ্বানে আহূত ব্যক্তিদেরকে অবশ্যই খাঁটি মানুষ ও খাঁটি খ্রিষ্টান হতে হবে। এরপর ঈশ্বর যদি চান তবে তিনি তাঁর বিশেষ কাজের জন্য আমাদেরকে বিশেষ আহ্বান করতেও পারেন। এই আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য আমাদেরকে প্রতিদিনই ঈশ্বরের ডাক শুনতে হবে। প্রার্থনা, ধ্যান, বিভিন্ন ঘটনা, ঈশ্বরের বাণী ও বিভিন্ন আধ্যাত্মিক বই পড়া, বিভিন্ন আদর্শ ব্যক্তিদের জীবন ও পরামর্শ আমাদের এ বিষয়ে সহায়তা করতে পারে।

পাঠ ২ : প্রবক্তা ইসাইয়ার আহ্বান

প্রবক্তা ইসাইয়া একজন খাঁটি মানুষ ছিলেন। তিনি একজন খাঁটি ঈশ্বরভক্তও ছিলেন। এই পাঠে আমরা দেখব ইসাইয়া স্বর্গের একটি দৃশ্য দেখতে পেয়েছিলেন। সেখানে তিনি ঈশ্বরকে দেখেছেন। ঈশ্বরের কাছ থেকে কথা শুনেছেন। ঈশ্বরের দূত তাঁকে শুচি করেছেন। বিশেষ কাজের জন্য ঈশ্বর তাঁকে ডেকেছেন এবং তিনিও তাতে সাড়া দিয়েছেন।

ইসাইয়ার স্বর্গের দৃশ্য দর্শন

রাজা উজ্জিয়া যে বছর মারা গেলেন, সেই বছরে আমি একদিন দেখতে পেলাম, উঁচুতে বসানো এক মহাসিংহাসনে প্রভু বসে আছেন। তাঁর বসনের সুদীর্ঘ প্রান্তভাগ গোটা পুণ্যস্থান জুড়েই ছড়িয়ে রয়েছে। উর্ধ্বে রয়েছেন একদল সেরাফদূত। তাঁরা চিৎকার করে পরস্পরকে বলছেন: 'পুণ্য, পুণ্য, পুণ্য বিশ্বপ্রভু পরমেশ্বর! সারা পৃথিবী জুড়েই তাঁর মহিমা প্রকাশ!' তাঁরা একের পর এক এই যে চিৎকার করছিলেন, তাঁদের স্বর-ধ্বনিতে তখন মন্দিরের প্রবেশদ্বারের ভিত কেঁপে কেঁপে উঠছিল। আর সেই সঙ্গে মন্দিরটি ধোঁয়ায় ভরে উঠছিল। আমি তখন বলে উঠলাম: 'এবার আমার সর্বনাশ হলো! আর আমার রক্ষা নেই। অশুচি-মুখ মানুষ আমি, আবার বাস করি অশুচি-মুখ এক জাতিরই মাঝখানে! আর সেই আমি কি না নিজের চোখ দিয়ে স্বয়ং রাজা, সেই বিশ্বপ্রভু পরমেশ্বরকেই দেখে ফেললাম!'

তখন সেরাফদের একজন আমার কাছে উড়ে এলেন। তাঁর হাতে ছিল এক টুকরো জ্বলন্ত অঙ্গার। তা তিনি চিমটে দিয়ে যজ্ঞবেদির ওপর থেকেই তুলে এনেছিলেন। আমার মুখে সেই অঙ্গার একবার স্পর্শ করিয়ে তিনি বললেন: 'এই দেখ, এটা তোমার ঠোঁট স্পর্শ করছে। তোমার অপরাধও দূর করা হয়েছে। তোমার পাপও মুছে ফেলা হয়েছে।' তখন আমি শুনতে পেলাম, প্রভু বলছেন: 'কাকে পাঠাব আমি? আমাদের দূত হয়ে কে যাবে?' আমি উত্তর দিলাম: 'আমি তো রয়েছি! আমাকেই পাঠাও!'

ইসাইয়া স্বর্গের দৃশ্যে দেখেছিলেন

ক) স্বর্গের সিংহাসনে ঈশ্বর উপবিষ্ট আছেন।

খ) ঈশ্বরের গৌরবগান করছেন সেরাফদূতগণ। তাঁরা ধূপারতি দিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করছিলেন। তাঁদের প্রশংসায় মন্দিরের প্রবেশদ্বার কেঁপে উঠছিল।

ইসাইয়ার প্রতিক্রিয়া : ঈশ্বরকে দেখে ইসাইয়া ভয় পেলেন। কারণ তখনকার মানুষ মনে করত ঈশ্বরকে দেখা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ মানুষ অপবিত্র কিন্তু ঈশ্বর পবিত্র। তাই ইসাইয়া মনে করলেন, এবার বোধ হয় তিনি মারাই যাবেন।

ইসাইয়ার শুচীকরণ : ইসাইয়া বললেন, তাঁর মুখ ও চোখ অশুচি বা অপবিত্র। তিনি ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ অযোগ্য। কিন্তু ঈশ্বরের একজন দূত আগুন দিয়ে তাঁর মুখ পবিত্র করে তুললেন। এরপর দূত তাঁকে নিশ্চিন্ত হতে বললেন, কারণ এখন থেকে তিনি পবিত্র এক মানুষ বলে গণ্য হবেন।

ইসাইয়াকে ঈশ্বর আহ্বান করেন : ইসাইয়া শুচি হওয়ার পর ঈশ্বর একটি প্রশ্ন রাখলেন। ঈশ্বর বললেন:'কাকে পাঠাব আমি? আমাদের দূত হয়ে কে যাবে?' এই প্রশ্নের মাধ্যমে ঈশ্বর ইসাইয়াকে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দিলেন। তিনি তাঁর কাজে যাওয়ার জন্য ইসাইয়াকে জোর করলেন না।

ইসাইয়ার উত্তর : প্রবক্তা ইসাইয়া ঈশ্বরের প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করলেন। এরপর তাঁর মনে ও হৃদয়ে ঈশ্বরের সেবাকাজ করার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি তো রয়েছি! আমাকেই পাঠাও!'

এভাবে ইসাইয়া প্রবক্তা হওয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে আহ্বান পেলেন। তিনি স্বাধীনভাবে ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিলেন। ঈশ্বর প্রবক্তা ইসাইয়াকে শুচি বা পবিত্র করলেন ইসাইয়ার নিজের জন্য নয়। বরং তিনি যেন ঈশ্বরের কাজ করতে পারেন, সে জন্যে ঈশ্বর তাঁকে পবিত্রতার এই সুন্দর গুণটি দিয়েছেন।

কাজ : ১। ঈশ্বর তোমাকে কোনো বিশেষ কাজের জন্য আহ্বান করছেন কিনা সে বিষয়ে তোমার অনুভূতি সম্পর্কে লেখ।
কাজ : ২। ইসাইয়ার স্বর্গের দৃশ্য দর্শন একটি দলে অভিনয় করে দেখাও।

পাঠ ৩ : ঈশ্বরের কাজের জন্য মানুষের শুচিতার প্রয়োজনীয়তা

ঈশ্বর নিজের ইচ্ছায় ইসাইয়ার কাছে নিজেকে প্রকাশ করলেন। কিন্তু ইসাইয়া ঈশ্বরের সাথে দেখা করতে ভীত ও দ্বিধাগ্রস্ত হলেন। তাঁর নিজের ব্যক্তিগত অপবিত্রতা ও অযোগ্যতা এবং সমগ্র ইস্রায়েল জাতির পাপময়তা ছিল তাঁর এই ভয় ও দ্বিধার প্রধান কারণ। তাই তিনি বললেন, তিনি অশুচি। আর অন্যদিকে ঈশ্বর তাঁকে শুচি বা পবিত্র করে নিলেন। এরপর ঈশ্বর তাঁকে বিশেষ কাজের দায়িত্ব দিলেন। এখানে আমরা কয়েকটি ধাপ দেখতে পাই:

ক) ঈশ্বর তাঁর কাজের জন্য ইসাইয়াকে ডাকেন। তাই তিনি ইসাইয়ার কাছে দেখা দেন।

খ) ইসাইয়া ঈশ্বরের কাজ করতে দ্বিধাবোধ করেন। কারণ তিনি নিজেকে দুর্বল, পাপী ও অশুচি বলে মনে করেন। এতে তাঁর অনুতাপ প্রকাশ পায়।

গ) ঈশ্বর ইসাইয়ার অনুতপ্ত হৃদয়ের পাপ ক্ষমা করেন, তাঁকে পবিত্র করেন।

ঘ) এরপর ইসাইয়া ঈশ্বরের সাথে আলাপ করতে নিজেকে প্রস্তুত মনে করেন।

ঙ) ঈশ্বর ইসাইয়ার সামনে একটা বিশেষ দায়িত্বের কথা বলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'কাকে পাঠাব? কে যাবে?'

চ) ইসাইয়া জানতেন, এই বিশেষ কাজটি বেশ কঠিন। তবুও তিনি ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিলেন। তিনি ঈশ্বরের বাণীপ্রচার কাজে আত্মনিবেদন করলেন।

মানুষের শুচিতার বিষয়ে প্রভু যীশুর শিক্ষা

ঈশ্বরের কাজ করার জন্য মানুষের শুচিতার ব্যাপারে প্রভু যীশুর কয়েকটি উক্তি নিম্নরূপঃ

- যীশু অষ্টকল্যাণ বাণীতে বলেন, 'অন্তরে যারা পবিত্র, ধন্য তারা- তারাই পরমেশ্বরকে দেখতে পাবে।'
- 'আমি তোমাদের বলে রাখছি, শাস্ত্রী ও ফরিসিদের চেয়ে তোমাদের ধর্মনিষ্ঠা যদি গভীরতর না হয়, তাহলে তোমরা কখনো স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।'
- 'তোমাদের স্বর্গনিবাসী পিতা যেমন সম্পূর্ণ পবিত্র, তেমনি তোমাদেরও হতে হবে সম্পূর্ণ পবিত্র।'

বাস্তব জীবনে আমরা দেখতে পাই

১। ইসাইয়ার মতো আমাদের সকলের অন্তরেও পবিত্র হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আছে। আমরা যখন পাপ করি, তখন নিজেকে অপবিত্র বা অশুচি মনে করি।

২। আমরা প্রতিবছর বড়দিনে মুক্তিদাতা যীশুকে বরণ করার পূর্বে আগমনকাল পালন করি। তখন নিজেদের পরিবর্তিত করে দেহ-মন-আত্মায় পবিত্রতা এনে প্রস্তুত হই। এভাবে আমাদের বড়দিন আনন্দের হয়। যীশুর পুনরুত্থান পর্ব পালন করার আগেও আমরা তপস্যাকাল পালন করি। কপালে ছাই মেখে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি শুরু করি। এর মাধ্যমে নিজেদের পবিত্রতা বা শুচিতা ফিরিয়ে আনি।

৩। দীক্ষাস্নান গ্রহণের মাধ্যমে আমরা আদিপাপের ক্ষমা পাই। পবিত্রভাবে খ্রিষ্টপ্রসাদ গ্রহণের পূর্বে আমরা পাপস্বীকার সাক্রামেন্ত গ্রহণ করি। তাছাড়া খ্রিষ্টযাগে যোগ দিয়ে প্রথমে আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করে নিই। হস্তার্পণ, বিবাহ ও যাজকবরণ প্রভৃতি সাক্রামেন্ত মানুষ পবিত্রভাবে গ্রহণ করে।

৪। গ্রামের প্রার্থনা পরিচালকগণ, কুমারী মারীয়ার সন্তানগণ, সাধু আন্তনীর গানের দলের সদস্যগণ পবিত্র জীবন যাপন করার চেষ্টা করেন।

৫। ব্রতধারীগণ ও ঈশ্বরের বাণীপ্রচার কাজে আত্মনিবেদিত ব্যক্তিগণ পবিত্র জীবন যাপন করার সাধনা করেন।

৬। যজ্ঞ উৎসর্গকারী যাজকগণ পবিত্র জীবন যাপন করার ও পবিত্রভাবে যজ্ঞ উৎসর্গ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

প্রবক্তা ইসাইয়া ঈশ্বরের কাজ করার জন্য নিজেকে পবিত্র হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। ঈশ্বর তাঁকে পবিত্র করে বিশেষ কাজের আহ্বান দিয়েছিলেন। আমরাও যদি ঈশ্বরের বিশেষ কাজের আহ্বানে সাড়া দিতে চাই, আমাদেরও তেমনি পবিত্র জীবন যাপন করতে হবে।

কাজঃ পবিত্র জীবন যাপন করার জন্য তোমার কী কী করণীয় তা নিজের খাতায় লেখ ও ছোট দলে আলোচনা কর।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. পুণ্য, পুণ্য, পুণ্য .... পরমেশ্বর।

২. সেরাফদের হাতে ছিল এক টুকরো .... অঙ্গাঁর।

৩. এই দেখ, এটা তোমার .... স্পর্শ করছে।

৪. তোমার .... মুছে ফেলা হয়েছে।

৫. আমি তো রয়েছি .... পাঠাও।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
১. ইসাইয়া একজন খাঁটি	■ খাঁটি মনুষ্যত্ব অর্জন করা যায়
২. খ্রিষ্টের অনুসারী হলে	■ ঈশ্বরভক্ত লোক ছিলেন
৩. স্বর্গের সিংহাসনে	■ ঈশ্বর উপবিষ্ট আছেন
৪. দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে আমরা	■ আদি পাপের ক্ষমা পাই
৫. যারা খাঁটি মানুষ ঈশ্বর তাদের	■ সেবার জন্য নয়
	■ আহ্বান করেন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কীভাবে আমরা প্রকৃত খ্রিষ্টান হওয়ার আহবানে সাড়া দিতে পারি?

ক. ঈশ্বরের বাণী শুনে   খ. নিয়মিত প্রার্থনা করে

গ. খ্রিষ্টের আজ্ঞা মেনে   ঘ. খ্রিষ্টকে অনুসরণ করে

২. একজন আহূত ব্যক্তিকে মনে রাখতে হবে যে, ঈশ্বর তাকে ডেকেছেন –

ক. উপাসনা করতে   খ. সেবা করতে

গ. ঈশ্বর ও মানুষের সেবা করতে   ঘ. সকলকে ভালোবাসতে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

অসীম একজন সৎ ও ধার্মিক শিক্ষক। প্রধান শিক্ষক একদিন অসীমকে অফিসে ডাকলেন। অসীম ভাবলেন কোনো কাজে অবহেলার জন্য হয়ত তিরস্কার করবেন। তাই তিনি ভীত কিন্তু প্রধান শিক্ষক তাকে যোগ্য শিক্ষক হিসেবে আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজ দিলেন।

৩. প্রধান শিক্ষক অসীমের মধ্যে ইসাইয়ার যে গুণটি খুঁজে পেয়েছেন?

i. পবিত্রতা

ii. বিশ্বস্ততা

iii. ভালোবাসা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i   খ. ii

গ. i ও ii   ঘ. ii ও iii

৪. ইসাইয়ার ন্যায় প্রধান শিক্ষক অসীমকে বেছে নিলেন কেন?

ক. উৎসাহ দিতে   খ. সাহস দিতে

গ. দায়িত্ব দিতে   ঘ. তিরস্কার করতে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. বিনয় খুব সুন্দর করে কথা বলে। তাই সকলেই তাকে পছন্দ করে। সে সত্যবাদী ও দুঃখীদের প্রতি সমব্যথী। সর্বদা প্রার্থনা করে ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য। তার এ ব্যবহার ও অভিজ্ঞতার কারণে সে আহ্বান পেল পুরোহিত হবার। বিনয় প্রথমে রাজি হলো না, কারণ সে নিজেকে পাপী মনে করে। এ বিরাট দায়িত্ব পালন করার জন্য সে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিল। সে প্রার্থনা করতে থাকল। পরে ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝতে পেরে সে এ পদ (পুরোহিত পদ) গ্রহণ করল।

ক. আহ্বান কথার অর্থ কী?

খ. স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের জন্য আমাদের কী করতে হবে?

গ. তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে বিনয় পুরোহিত পদ গ্রহণ করল?

ঘ. 'ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করাই বিনয়ের কর্তব্য'- উক্তিটির মূল্যায়ন কর।

২. অসীম পরিবারের একজন বাধ্য ও মেধাবী ছেলে। সে দীক্ষাস্নান গ্রহণ করেছে। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে থাকে। মানুষের সেবা করে। মিশনের ফাদারদের সাথে কাজ করতে করতে খাঁটি মানুষ হয়ে ঈশ্বরের বিশেষ আহ্বান পায়। সে জানে, ঈশ্বরের কাজের জন্য শুচিতার প্রয়োজন রয়েছে। তাই মণ্ডলী তাকে বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন।

ক. কে স্বর্গদূতের দর্শন পেয়েছেন?

খ. ইসাইয়া (যিশাইয়) কেমন লোক ছিলেন?

গ. অসীম কী ধরনের জীবনযাপন করে– ব্যাখ্যা দাও।

ঘ. অসীম ও ইসাইয়ার (যিশাইয়ের) শুচিকরণের মিল ও অমিল দেখাও। ২০২০

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ঈশ্বর মানুষকে কেন ডাকেন?

২. প্রকৃত খ্রিষ্টান হওয়া বলতে কী বোঝায়?

৩. প্রবক্তা ইসাইয়া কেমন লোক ছিলেন?

৪. ইসাইয়াকে ঈশ্বর কীভাবে শুচি করলেন?

৫. মানুষের শুচিতার বিষয়ে প্রভু যীশুর শিক্ষা কী?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. 'মানুষের মতো মানুষ' কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

২. বিশেষ আহ্বানের ব্যাপারে মনে রাখার বিষয়সমূহ কী কী।

৩. ইসাইয়ার স্বর্গের দর্শনের ঘটনাটি বর্ণনা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুক্তিদাতা যীশুর জন্ম ও শৈশব

ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসেন। তাই আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত-বলি হওয়ার জন্য তিনি নিজ পুত্রকে প্রেরণ করলেন। তাঁর পুত্র জন্ম নিলেন জগতের ত্রাণকর্তারূপে, পাপ হরণকারীরূপে। তিনি আসলেন পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষের জন্য। যারা মুক্তিদাতার মুক্তির পথ গ্রহণ করে, তারা পরিত্রাণ লাভ করে। এই অধ্যায়ে আমরা আমাদের প্রিয় মুক্তিদাতার জন্ম ও শৈশব সম্পর্কে আলোচনা করব। একই সাথে আমরা তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক গভীরতর করে তোলার চেষ্টা করব।

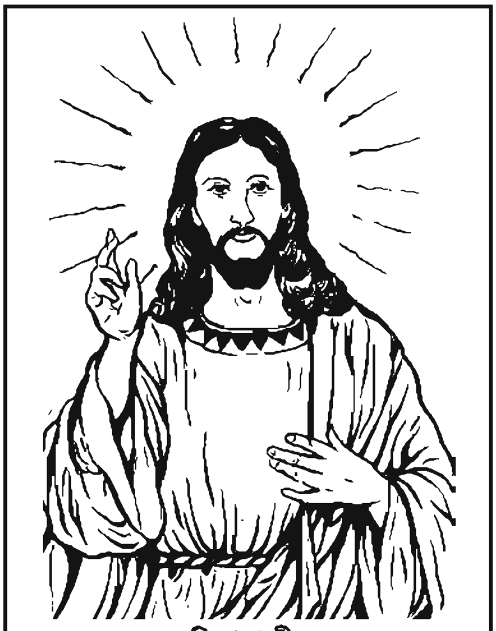

মুক্তিদাতা যীশু

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- ঈশ্বর কর্তৃক তাঁর পুত্র যীশুকে পৃথিবীতে প্রেরণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারব
- ঈশ্বরপুত্রের মানব হয়ে জন্মগ্রহণ করার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারব
- যীশুর শৈশবকাল বর্ণনা করতে পারব
- যীশুর শৈশব জীবন কীভাবে মানুষকে সুন্দর জীবন গঠনের বিষয়ে শিক্ষা দেয় তা ব্যাখ্যা করতে পারব
- নম্র ও বিনীত জীবন যাপন করব।

পাঠ ১ : পৃথিবীতে মুক্তিদাতা যীশুর আগমনের উদ্দেশ্য

ঈশ্বর সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা। তিনি সর্বশক্তিমান ও একই সময়ে তিনি সব জায়গায় বিদ্যমান। তিনি সকল ভালো, মঙ্গলময়তা, পবিত্রতা ও জ্ঞানের উৎস। তিনি তাঁর সৃষ্ট জগতের সকল জীবের মধ্যে, বিশেষভাবে মানুষের মধ্যে জ্ঞান ও শক্তি দিয়েছেন যেন তারা তাঁর পরিচয় পেতে পারে। ঈশ্বর মানুষকে সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ মানুষকে তিনি বিবেক ও আত্মা দিয়েছেন। তাকে দিয়েছেন স্বাধীন ইচ্ছা ও ভালোবাসা।

১.১ ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা : আমরা জানি, আমাদের আদি পিতা-মাতা আদম ও হবা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে পাপ করেছিলেন। তাই ঈশ্বর তাঁদেরকে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করেছিলেন ও পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এভাবে স্বর্গ থেকে আমাদের আদি পিতা-মাতার পতন হলো। অর্থাৎ পাপের ফলে স্বর্গীয় সুখ ও শান্তি থেকে তাঁরা বঞ্চিত হলেন। ঈশ্বর মানুষকে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তাদের দিয়েছিলেন ভালো ও মন্দ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা। মানুষ ভালোটাকে বেছে না নিয়ে মন্দটাকেই বেছে নিল। ঈশ্বর মানুষের কাছ থেকে এমন আচরণ আশা করেননি। তাই তিনি খুবই দুঃখ পেলেন। স্বর্গীয় উদ্যানে অর্থাৎ ঈশ্বরের সান্নিধ্যে মানুষের থাকা আর সম্ভব হলো না।

স্বাধীন ইচ্ছার বলে এমন সিদ্ধান্তের কারণেই মানুষের উপর নেমে এলো শাস্তি। তবুও অসীম দয়ালু ও প্রেমময় ঈশ্বর রাগ করে তাদেরকে চরম শাস্তি দিলেন না। অর্থাৎ তাদেরকে একেবারে ধ্বংস করে ফেললেন না। বরং তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে তিনি পতিত মানুষকে মুক্ত করার জন্য জগতে একজন মুক্তিদাতাকে পাঠিয়ে দিবেন। ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলেন। তিনি নিজের পুত্রকে আমাদের জন্য পাঠালেন। এভাবে মুক্তিদাতা যীশু খ্রিষ্ট পৃথিবীতে এলেন।

দুই হাজার বছরেরও আগে মুক্তিদাতা যীশু খ্রিষ্ট এ পৃথিবীতে এসেছেন। অদৃশ্য ঈশ্বর দৃশ্যমান হয়েছেন। তিনি মানুষেরই মতো দেহধারণ করেছেন, আমাদের খুব কাছে এসেছেন। আমাদের মতোই জীবন যাপন করেছেন। মানবজাতির মুক্তির উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের পরিকল্পনার কথা তিনি জানিয়েছেন।

১.২ শয়তানের কবল থেকে মুক্ত করা : আদি পিতা-মাতার পাপের ফলে পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতি পাপের ছায়ায় বাস করছিল। মানুষ অসত্যের অর্থাৎ শয়তানের কবলে পড়েছিল। সেই অসত্যের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যীশু পৃথিবীতে এলেন। তিনি মানবজাতিকে এতই ভালোবাসলেন যে তাদেরকে পাপ থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি জীবন দিলেন। যীশু বলেন, 'আমি আলো হয়েই এই জগতে এসেছি, যারা আমার প্রতি বিশ্বাসী, তারা যেন অন্ধকারে না থাকে' (যোহন ১২:৪৬)।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কীভাবে শয়তানের কবলে পড়ে, তা ছোট ছোট দলে বসে সহভাগিতা কর।
শয়তানের হাত থেকে যীশু তোমাকে কীভাবে রক্ষা করেন, তাও সহভাগিতা কর।

১.৩ বিচ্ছিন্ন সম্পর্ক পুনরায় গড়া : যীশু নিজেই এ জগতে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন। যোহনের লিখিত মঙ্গলসমাচারে (৬:৩৮) তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আমার নিজের ইচ্ছা পালন করতে নয়, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর ইচ্ছা পালন করতে আমি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছি।' পিতার ইচ্ছা হলো: পিতা তাঁর হাতে যাদের তুলে দিয়েছেন তাঁদের সকলকে পাপ থেকে মুক্ত করা। ঈশ্বরের সাথে মানুষের বিচ্ছিন্ন সম্পর্ক পুনরায় গড়ার জন্য তিনি জীবন দিলেন।

১.৪ হারানো মানুষকে ফিরে পেতে : যীশু নিজে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আরও বলেন, 'প্রকৃতপক্ষে যা হারিয়ে গেছে, তা খুঁজতে ও পরিত্রাণ করতেই মানবপুত্র এসেছেন' (লুক ১৯:১০)। পাপের ফলে আমরা সকলেই ঈশ্বরের ভালোর আশ্রয় থেকে হারিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি আমাদেরকে সেই ভালোর বন্ধনে ফিরিয়ে আনার জন্যই পৃথিবীতে এসেছেন।

১.৫ ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে মধ্যস্থতাকারী : যীশু বলেন, 'আমি পথ, সত্য ও জীবন।' তাঁর মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে কৃপা ও আশীর্বাদ লাভ করি। তিনি এখন পিতা ঈশ্বর ও জগতের মানুষের মাঝখানে মধ্যস্থতাকারী হয়েছেন। আমাদের সকল প্রয়োজনের কথা তিনি পিতার কাছে তুলে ধরেন। আবার পিতার কৃপা-আশীর্বাদ তিনি আমাদের কাছে দান করেন।

কাজ : তুমি কীভাবে ঈশ্বরের কাছ থেকে হারিয়ে যাও এবং কীভাবে ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলিত হও তা জোড়ায় জোড়ায় আলোচনা কর।

২০২০

পাঠ ২: মুক্তিদাতা যীশুর জন্মের তাৎপর্য

যীশু খ্রিষ্ট আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য এই পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছেন। এ বিষয়ে আমরা আগেই জেনেছি। তাঁর জন্মের ঘটনাটিও আমরা জানি। এবার আমরা তাঁর জন্মের তাৎপর্য বা গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করব। আমরা দেখতে পাব, যীশুর জন্ম আমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

২.১ ইম্মানুয়েল : প্রভু যীশুর জন্ম আমাদের জন্য একটি গভীর অর্থপূর্ণ বিষয়। কারণ প্রবক্তা ইসাইয়ার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আগেই তাঁর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। প্রবক্তা বলেছিলেন যে, একটি কুমারী কন্যা গর্ভবতী হবে ও একটি পুত্র সন্তান প্রসব করবে। তাঁর নাম রাখা হবে ইম্মানুয়েল। ইম্মানুয়েল কথার অর্থ হলো 'ঈশ্বর আমাদের সঙ্গেই আছেন' (ইসা ৭:১৪)।

প্রবক্তা ইসাইয়ার মুখ দিয়ে এ কথাও বলা হয়েছিল যে একটি বালক আমাদের জন্য জন্মেছেন। একটি পুত্রকে আমাদের জন্য দেওয়া হয়েছে। তাঁরই কাঁধের উপর কর্তৃত্বভার থাকবে। তাঁর নাম হবে 'আশ্চর্য মন্ত্রণাদাতা, বিক্রমশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ' (ইসা ৯:৬-৭)।

প্রবক্তা মিখার মুখ দিয়ে ঈশ্বর বলেছিলেন, ইস্রায়েলের কর্তা হওয়ার জন্য বেথেলহেমে একজন জন্ম নিবেন। তাঁর রাজত্ব আদি থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত। তিনি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মহান হবেন (মিখা ৫:২-৫)।

২.২ ঈশ্বরের মেষশাবক : প্রবক্তার মুখ দিয়ে ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পূর্ণ হতে চলল। যোসেফের কাছে প্রভুর এক দূত স্বপ্নে দেখা দিলেন। দূত বললেন, মারীয়ার গর্ভে যিনি জন্মেছেন, তিনি পবিত্র আত্মারই প্রভাবে। তিনি পুত্র সন্তানের জন্ম দিবেন। তুমি তাঁর নাম যীশু রাখবে। 'যীশু' নামের অর্থ 'ত্রাণকর্তা' (মথি ১:১৮-২১)।

দীক্ষাগুরু যোহনের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের কথা শুনতে পাই। তিনি বলেন, যীশু হলেন ঈশ্বরের মেষশাবক, জগতের পাপ যিনি হরণ করেন। লোকেরা মেষশাবককে মন্দিরে এনে ঈশ্বরের নামে বলি দিত। তারা বিশ্বাস করত যে, ঐ মেষ বলিদানের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাদের পাপ ক্ষমা করে দেন। যোহন বললেন, ঠিক মেষশাবকের মতো করে যীশু একদিন বলিকৃত হবেন। তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর জগতের সকল মানুষের পাপ ক্ষমা করে দিবেন (যোহন ১:২৯)।

মারীয়ার কাছে দূতের সংবাদ দান

মারীয়ার কাছে মহাদূত গাব্রিয়েল দেখা দিয়ে বললেন, মারীয়া যেন তাঁর গর্ভের শিশুটির নাম রাখেন 'যীশু'। তিনি মহান হবেন। তিনি হবেন পরমেশ্বরের পুত্র। তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন প্রভু ঈশ্বর তাঁকে দান করবেন। তিনি যাকোব বংশের উপর চিরকাল রাজত্ব করবেন। তাঁর রাজ্য হবে অন্তহীন।

২.৩ ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠা : যীশু এই পৃথিবীতে এলেন ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে। রাখালদের কাছে দূত দেখা দিয়ে যীশুর আগমন সংবাদ জানালেন। এই সংবাদটিকে দূত আনন্দ-সংবাদ বললেন। কারণ মানুষেরা মুক্তিদাতার আগমনের অপেক্ষায় ছিল যুগ যুগ ধরে। তাই দূত বললেন, দাউদ-নগরীতে আজ তোমাদের ত্রাণকর্তা জন্মেছেন।

তিনি খ্রিষ্ট প্রভু। তাঁর মধ্য দিয়ে মানুষের অন্তরে নেমে আসবে শান্তি।' মানুষের অন্তরে শান্তি আসে পাপ ক্ষমার মধ্য দিয়ে। খ্রিষ্ট মানুষের পাপ ক্ষমা করে অন্তরে শান্তি দিবেন।

কাজ : এমন একটি ঘটনা দলের সকলের সাথে সহভাগিতা কর, যার মধ্য দিয়ে তুমি বুঝতে পেরেছ যে ঈশ্বর তোমার সঙ্গেই আছেন।

পাঠ ৩: যীশুর শৈশব

প্রভু যীশুর জন্মের পরে ও দীক্ষাস্নান গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত পবিত্র বাইবেল থেকে আমরা তাঁর সম্বন্ধে মাত্র কয়েকটি ঘটনা জানতে পারি। ঘটনাগুলো হলো : (ক) মন্দিরে প্রভু যীশুকে নিবেদন করা; (খ) মিশর দেশে পলায়ন; (গ) মিশর দেশ থেকে ইস্রায়েল দেশে ফিরে আসা; (ঘ) নাজারেথে যীশুর শৈশবকাল যাপন; (ঙ) মন্দিরে বালক যীশুর হারিয়ে যাওয়া; এবং (চ) মা-বাবার সাথে নাজারেথে যীশুর ফিরে যাওয়া। এই ঘটনাগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা প্রভু যীশুর শৈশব সম্পর্কে কিছু কথা জানতে চেষ্টা করব।

৩.১ মন্দিরে উৎসর্গ : যীশুর জন্মের চল্লিশ দিন পর যোসেফ ও মারীয়া শিশু যীশুকে যেরুসালেম মন্দিরে উৎসর্গ করতে নিয়ে গেলেন। ইহুদিদের এই বিশ্বাস ছিল যে সন্তান জন্ম দেওয়ার মধ্য দিয়ে একজন মহিলা অশুচি হয়ে যায়।

যীশুকে মন্দিরে উৎসর্গ

তাই তাকে শুচি হওয়ার জন্য মন্দিরে যেতে হতো। পুত্রসন্তানের জন্ম হলে মাকে চল্লিশ দিন পরে মন্দিরে যেতে হতো। আর কন্যা সন্তানের জন্ম হলে যেতে হতো আশি দিন পরে। সেখানে গিয়ে শিশুটিকে উৎসর্গ করতে হতো। শিশুটির পরিবর্তে একটি মেষশাবক উৎসর্গ করে বাবা-মা শিশুটিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারত। কিন্তু তারা দরিদ্র বলে মেষশাবকের পরিবর্তে এক জোড়া ঘুঘু বা পায়রার ছানা উৎসর্গ করতে পারত। কাজেই যীশুর জন্মের চল্লিশ দিন পর যোসেফ ও মারীয়া তাঁদের শিশুপুত্র যীশুকে নিয়ে যেরুসালেম মন্দিরে গেলেন। দরিদ্র ছিলেন বলে তাঁরা মন্দিরে উৎসর্গ করলেন এক জোড়া ঘুঘু। মন্দিরে সিমিয়োন নামে একজন ধর্মগুরু ছিলেন। তিনি ছিলেন খুবই ধার্মিক ও ভক্তিপ্রাণ মানুষ।

তিনি মুক্তিদাতার আগমন নিজের চোখে দেখে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। যোসেফ ও মারীয়া শিশু যীশুকে মন্দিরে নিয়ে আসা মাত্রই সিমিয়োন চিনে ফেললেন যে ইনিই হলেন সেই মুক্তিদাতা, যাঁর অপেক্ষায় ইস্রায়েল জাতি এত দিন ধরে দিন গুনছিল। কাজেই সিমিয়োন শিশু যীশুকে কোলে নিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করলেন। তিনি মুক্তিদাতাকে দেখতে পেয়েছেন বলে হৃদয়ে প্রশান্তি অনুভব করলেন।

৩.২ মিশর দেশে পলায়ন : পূর্ব দেশ থেকে তিনজন পণ্ডিত এসে নবজাত রাজার অর্থাৎ যীশুর খোঁজ করছিলেন। তাঁরা হেরোদের কাছে গিয়ে এ সম্পর্কে জানতে চাইলেন। রাজা হেরোদ বললেন, তিনি এখনো সেই রাজার সম্পর্কে জানেন না। তাই তিনি তিনজন পণ্ডিতকে বললেন, তাঁরা গিয়ে যেন নতুন রাজার খোঁজ করেন। পেলে পর খবরটা তাঁরা যেন রাজা হেরোদকেও জানান। যাতে তিনি (হেরোদ) গিয়ে শিশু রাজাকে প্রণাম জানাতে পারেন। আসলে রাজা হেরোদ নতুন রাজার আগমনের সংবাদ পেয়ে ভয় পেয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন হয়তো তাঁর রাজত্ব শেষ হয়ে গেছে। তাই তিনি তাঁর অঞ্চলের দুই বছরের কম বয়সী সব শিশুকে হত্যা করার হুকুম দিলেন। আর সৈন্যরা সব শিশুকে হত্যা করতে শুরু করে দিল। এদিকে পণ্ডিতগণ নবজাত শিশু যীশুকে প্রণাম জানিয়ে অন্য পথে নিজেদের দেশে চলে গেলেন। রাতে ঈশ্বরের এক দূত স্বপ্নে যোসেফকে দেখা দিলেন। দূত তাঁকে বললেন, শিশুটিকে ও তাঁর মাকে নিয়ে মিশর দেশে পালিয়ে যাও। আমি না বলা পর্যন্ত সেখানেই থাক। কারণ রাজা হেরোদ শিশু যীশুকে হত্যা করার জন্য খোঁজ করছে। তাই যোসেফ ঐ রাতেই শিশু যীশু ও মারীয়াকে নিয়ে মিশর দেশে পালিয়ে গেলেন।

৩.৩ মিশর থেকে ফিরে আসা : যীশুর বয়স যখন প্রায় চার বছর তখন রাজা হেরোদের মৃত্যু হয়। এরপর ঈশ্বরের দূত আবার স্বপ্নে যোসেফকে দেখা দিলেন। দূত তাঁকে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন শিশু যীশু ও মারীয়াকে সঙ্গে নিয়ে ইস্রায়েল দেশে ফিরে যান। দূতের নির্দেশ অনুসারে যোসেফ তা-ই করলেন। তিনি যীশু ও মারীয়াকে নিয়ে আবার ফিরে এলেন ইস্রায়েল দেশে। এখানে এসে তিনি শুনতে পেলেন যে হেরোদের জায়গায় তাঁর ছেলে আর্খেলিউস রাজত্ব করছেন। এতে তিনি আবার ভয় পেলেন। কারণ এই রাজাও হয়ত তাঁর পিতা হেরোদের মতো করে শিশু যীশুকে খুঁজতে পারেন। তাই তাঁরা গালিলেয়ায় চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা নাজারেথ নামে একটি শহরে বাস করতে লাগলেন।

৩.৪ নাজারেথে যীশুর শৈশবকাল : যীশুর জন্মের পর ইহুদি নিয়ম অনুসারে যা যা করণীয় ছিল, যোসেফ ও মারীয়া তার সবই করলেন। এরপর তাঁরা শিশু যীশুকে নিয়ে নাজারেথে ফিরে গেলেন। কারণ নাজারেথ ছিল তাঁদের আপন শহর। এই শহরেই যীশুর শৈশবকাল কেটেছিল। আর এই কারণে সকলেই যীশুকে 'নাজারেথের যীশু' নামে চিনত। এই শহরের সকলের সাথে যীশুও খুব পরিচিত ছিলেন। এই শহরের মানুষের সঙ্গে যীশুর বন্ধুত্ব হতে লাগল। এখানকার আলো-বাতাসে তিনি ধীরে ধীরে বেড়ে উঠতে থাকলেন। এই সমাজের নিয়মকানুনও তিনি আয়ত্ত করলেন। দৈহিক দিক দিয়ে তিনি যেমন বড় হতে লাগলেন, তেমনি করে অন্তরে ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা, সহানুভূতি ইত্যাদি গুণের জন্ম হতে লাগল।

৩.৫ মন্দিরে বালক যীশুর হারিয়ে যাওয়া: ইহুদিরা প্রতিবছর উদ্ধারপর্ব বা নিস্তারপর্ব নামে একটি মহাপর্ব পালন করত। এই পর্বটি বহুকাল আগের একটি ঘটনার স্মরণে পালন করা হতো। ইহুদিরা মিশরীয়দের হাতে বন্দী ছিল। তাদের হাত থেকে ঈশ্বর মোশী ও আরোনের নেতৃত্বে ইহুদিদের উদ্ধার করেছিলেন।

সেখান থেকে মুক্ত হয়ে তারা প্রতিশ্রুত দেশে গিয়ে বাস করতে শুরু করেছিল। সেই উদ্ধার বা নিস্তার লাভের ঘটনাটি তাদের জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই প্রতিবছর তারা এটিকে মহাপর্ব হিসেবে পালন করত। পর্বটি পালন করার জন্য তারা যেরুসালেম মন্দিরে সমবেত হতো। পর্বে এসে তারা তাদের সেই উদ্ধার বা নিস্তার লাভের ঘটনার স্মরণে মেষ বলি দিত ও আনন্দের সাথে ভোজ উৎসব করত। যেরুসালেম মন্দিরের চারদিকে ১৫ মাইলের মধ্যে যেসব ইহুদি বাস করত তাদের মধ্যে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্করা নিস্তারপর্বে প্রতিবছর যোগ দিতে বাধ্য ছিল। তাছাড়া, সারা পৃথিবীতে যত ইহুদি আছে, তারা জীবনে অন্তত একবার এই পর্বে যোগ দিত। যীশু, মারীয়া ও যোসেফের বাড়ি নাজারেথ শহরে ছিল। এই শহর যেরুসালেমের ১৫ মাইলের মধ্যেই ছিল।

এই হিসেবে যীশুর মা-বাবাও প্রতিবছর যোগ দিতেন। আরও একটি প্রথা ছিল, যেসব পুরুষ সন্তানের বয়স ১২ বছর হয়েছে, তারাও এই পর্বে যোগ দিবে। কাজেই যীশুর ১২ বছর পূর্ণ হওয়ার পর প্রথমবারের মতো তিনি যোসেফ ও মারীয়ার সাথে পর্বে যোগ দিতে গেলেন। এই পর্বে বহু লোকের সমাগম হতো।

পর্ব শেষ হওয়ার পর লোকেরা দলে দলে হেঁটে বাড়ি ফিরত। কারণ এলাকাটি ছিল পাহাড়ি। রাতের বেলায় শুধু মহিলারা একা ভ্রমণ করত না। কারণ চোর-ডাকাতের ভয় ছিল। তবে মহিলারা রওনা দিত একটু আগে। কারণ তারা হাঁটতো ধীরে ধীরে। পুরুষরা একটু পরে রওনা দিত, কারণ তারা দ্রুত হাঁটতো। পাহাড়ি অঞ্চলের কাছে এসে পুরুষরা মহিলাদের দলে যোগ দিত। এই কারণে মারীয়া রওনা দেওয়ার আগে ভেবেছিলেন, যীশু হয়তো যোসেফের সাথে আছেন। আবার যোসেফ ভেবেছিলেন, যীশু হয়ত মারীয়ার সাথে চলে গেছেন। এই ভেবে তারা যীশুকে মন্দিরেই ফেলে রেখে চলে এসেছিলেন। সন্ধ্যাবেলায় যখন মারীয়া ও যোসেফের একত্রে দেখা হলো, তখন তাঁরা বুঝতে পারলেন, যীশু তাঁদের কারও সাথে বা কোনো আত্মীয়স্বজনদের সাথেও নেই। এতে তাঁরা ভীষণ চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তাই তাঁরা যীশুকে খোঁজার জন্য দ্রুত রওনা দিলেন যেরুসালেমের দিকে।

পর্ব শেষ হয়ে গেলেও শাস্ত্রবিষয়ক পণ্ডিতগণ একত্রিত হয়ে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আরও কিছু আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যেতেন। মন্দিরে বসে পণ্ডিতগণ আলোচনা করছিলেন। যীশু সেই পণ্ডিতদের মাঝখানে বসে তাঁদের বিভিন্ন প্রশ্ন করছিলেন ও শুনছিলেন। যীশুর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও জ্ঞান দেখে তাঁদের সকলেই খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন।

ঠিক এই সময়ে মারীয়া ও যোসেফ ওখানে গিয়ে হাজির হলেন। তাঁরা দেখতে পেলেন যীশু পণ্ডিতদের মাঝখানে বসে আলোচনায় অংশগ্রহণ করছেন। মারীয়া যীশুকে ফিরে পেয়ে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি বললেন, 'খোকা, এটা তোমার কেমন ব্যবহার? ভেবে দেখ তো, তোমার বাবা ও আমি কত উদ্বিগ্ন হয়েই না তোমাকে খুঁজছিলাম!' এতে যীশু যে উত্তর দিলেন তাতে তারা সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। যীশু বললেন, 'তোমরা কেন আমাকে খুঁজছিলে? তোমরা কি জানতে না যে আমাকে আমার পিতার গৃহেই থাকতে হবে?' এই কথার অর্থ তারা কেউ তখন কিছুই বুঝলেন না।

যীশু বলেছেন, তাঁকে পিতার গৃহে থাকতে হবে। এই কথার দ্বারা আমরা বুঝতে পারি, পিতা ঈশ্বর হলেন তাঁর প্রকৃত পিতা, আর যোসেফ হলেন তাঁর পালক পিতা। কুমারী মারীয়ার গর্ভে যীশুর জন্ম হয়েছিল পবিত্র আত্মার প্রভাবে। তিনি ঈশ্বরের সন্তান। যীশু পূর্ণ মানুষ হয়ে জন্ম নিয়েছেন কিন্তু তিনি নিজে পূর্ণ ঈশ্বর। তাঁকে

২০২০

পিতার গৃহে থাকতে হবে – এই কথার দ্বারা তিনি যোসেফ ও মারীয়াকে বোঝালেন যে তিনি পিতার কাজে জীবন উৎসর্গ করতেই জন্ম নিয়েছেন।

৩.৬ যীশু নাজারেথে ফিরে এলেন : মারীয়া ও যোসেফের ঘরে তিনি জন্ম নিয়েছেন। তাঁদের আদর-যত্নে তিনি বড় হয়েছেন। বাবা-মায়ের প্রতি বাধ্যতার মতো প্রয়োজনীয় গুণটি তাঁর মধ্যে ছিল। তাই তিনি মন্দিরের আলোচনা ফেলে রেখে বাবা-মায়ের সাথে নাজারেথে ফিরে গেলেন। পরিবারের সমস্ত কাজকর্মে তিনি অংশগ্রহণ করতেন। তিনি দৈহিকভাবে বড় হতে লাগলেন। এর পাশাপাশি তিনি বিদ্যাশিক্ষা, ধর্মীয় জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাও লাভ করতে লাগলেন। ঈশ্বরের ও মানুষের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগল। ঈশ্বরের কাছ থেকে পেতে লাগলেন প্রজ্ঞা আর মানুষের কাছ থেকে পেতে লাগলেন স্নেহ-ভালোবাসা। এভাবে তিনি একজন পরিপক্ব মানুষ হতে লাগলেন।

কাজ : যীশুর শৈশবের সাথে তোমার শৈশবের কোন কোন দিকে মিল খুঁজে পাও তা নিজের খাতায় লেখ।

পাঠ ৪ : আমাদের সুন্দর জীবন গঠনে যীশুর শৈশবের উদাহরণ

শৈশবকালে সকলের জীবনেই মহান ব্যক্তিদের আদর্শ অনেক সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। আমাদের সামনে সবচেয়ে সুন্দর আদর্শ হলেন বালক যীশু। তাঁর শৈশবের ঘটনাগুলো থেকে আমরা আমাদের জীবনের জন্য সুন্দর আদর্শ গ্রহণ করতে পারি।

৪.১ পিতার গৃহে থাকার আগ্রহ : যীশু বারো বছর বয়সে মন্দিরে গিয়েছিলেন যোসেফ ও মারীয়ার সাথে। মারীয়া ও যোসেফ নিজ নিজ দলের সাথে বাড়ির পথে অনেক দূর চলে এসেছিলেন। যীশু মন্দিরে রয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা আবার মন্দিরে গিয়ে যীশুকে ফিরে পেলেন। মারীয়া যীশুকে বলেছিলেন, 'খোকা, এটা তোমার কেমন ব্যবহার? ভেবে দেখ তো, তোমার বাবা ও আমি কত উদ্বিগ্ন হয়েই না তোমাকে খুঁজছিলাম!' কিন্তু যীশু উত্তর দিয়েছিলেন, 'তোমরা কেন খুঁজছিলে আমাকে? তোমরা কি জানতে না যে আমাকে আমার পিতার গৃহেই থাকতে হবে?' এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি, স্বর্গীয় পিতার কাছ থেকে তিনি এসেছেন। সেই পিতার সঙ্গে সময় কাটানোতে বালক যীশুর অনেক আগ্রহ ছিল। পিতার প্রতি তাঁর একটা আকর্ষণ ছিল।

আমাদেরও একই রকম আগ্রহ থাকা প্রয়োজন। আমরাও পিতার কাছ থেকে এসেছি। একদিন আমরা আবার পিতার কাছে ফিরে যাব। এই পৃথিবীতে আমরা যত দিন থাকি, আমরা যেন পিতার সাথে প্রতিদিন সময় কাটাই। অর্থাৎ আমরা যেন প্রতিদিনই বাড়িতে প্রার্থনা করি। যদি বাড়িতে এই রীতি না থেকে থাকে, তবে আমরা যেন মা-বাবাকে নিয়ে প্রতিদিনই প্রার্থনা করার অভ্যাস গড়ে তুলি।

৪.২ ধর্মীয় জ্ঞান লাভের জন্য যীশুর আগ্রহ: মন্দিরে বালক যীশু পণ্ডিতদের সঙ্গে বসে ধর্মীয় বিষয়ে বক্তব্য শুনছিলেন। তাঁদের তিনি বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করছিলেন ও তাঁদের উত্তর শুনছিলেন। এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি, ধর্মীয় বিষয়ে জানার জন্য যীশুর কত আগ্রহ ছিল। ধর্ম বিষয়ে তাঁর এত জ্ঞান দেখে সকলেই আশ্চর্য হয়েছিলেন।

আমরাও ধর্ম বিষয়ে জ্ঞান লাভের অনেক সুযোগ পেয়ে থাকি। আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতে পবিত্র বাইবেল আছে। যদি না থাকে তবে আমরা একটা সংগ্রহ করতে পারি। প্রতিদিন বাইবেল পাঠ করতে পারি। এছাড়া সাধুসাধ্বীদের জীবনী বা অন্যান্য আধ্যাত্মিক বইও সংগ্রহ করে পাঠ করতে পারি। নিজের ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। আমরা বালক যীশুর কাছ থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

৪.৩ পিতা-মাতার প্রতি যীশুর বাধ্যতা: মন্দিরে যোসেফ ও মারীয়ার কাছে যীশু বলেছিলেন, তাঁকে পিতার গৃহে থাকতে হবে। তবুও তিনি তাঁদের সাথে নাজারেথে তাঁদের বাড়িতে ফিরে গেলেন। সেখানে তিনি তাঁদের বাধ্য হয়ে থাকতে লাগলেন। সারা জীবন পিতার ইচ্ছা পালন করাই যীশুর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

মা-বাবা, শিক্ষক ও গুরুজনদের প্রতি বাধ্যতা আমাদেরও অবশ্যই থাকতে হবে। বাধ্যতা আমাদের জীবনে মঙ্গল বয়ে আনে। বাধ্য থাকলে আমরা জীবনে অনেক উন্নতি করতে পারি। অনেক বিপদ-আপদ থেকেও আমরা রক্ষা পেতে পারি বাধ্যতার মাধ্যমে। বালক যীশু আমাদের সামনে এ বিষয়ে অনেক সুন্দর আদর্শ দেখাতে পারেন।

৪.৪ পরিবারে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সম্পর্ক : যোসেফ ও মারীয়ার প্রতি বালক যীশুর গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল। মায়ের গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁর স্নেহ-ভালোবাসা তিনি পেয়েছেন। এই মাকে তিনি গভীরভাবে ভালোবেসেছেন। যে পালক পিতা তাঁকে ভরণপোষণ করেছেন, বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেছেন, আদর-যত্ন করেছেন, তাঁকে তিনি অবশ্যই শ্রদ্ধা করেছেন ও ভালোবেসেছেন।

বালক যীশুর মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা আমাদের জন্য একটি আদর্শ। আমাদেরও অবশ্যই নিজ নিজ মা-বাবাকে শ্রদ্ধা করতে হবে ও ভালোবাসতে হবে। ঈশ্বর আমাদেরকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাঁদের মধ্য দিয়ে। তাঁদের আদর-যত্ন, স্নেহ-ভালোবাসা না পেলে আমরা বাঁচতে পারতাম না। তাই তাঁদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা যেন সর্বদা অটুট থাকে।

৪.৫ কাজে অংশগ্রহণ : যীশু তাঁর মা-বাবার প্রতি বাধ্যতা ও ভালোবাসা শুধু কথার মধ্য দিয়ে দেখাননি। তিনি কাজের মধ্য দিয়ে এগুলো প্রকাশ করেছেন। তিনি ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত বাড়িতে কাটিয়েছেন। এ সময়ে নিশ্চয়ই তিনি মা-বাবার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। বাড়িতে তিনি কোনোক্রমেই শুয়ে-বসে কাটাননি। মা-বাবাকে তিনি তাঁদের কাজে সহায়তা করেছেন। দৈনন্দিন কাজকে তিনি কখনো ঘৃণা বা অবহেলা করেননি।

আমাদের জীবনেও এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে আমরা যেন মা-বাবাকে তাঁদের কাজে যথাসাধ্য সাহায্য করি। এতে আমাদের সম্মান কমে যাবে না বরং দৈহিক পরিশ্রম আমাদের দেহ ও মনের স্বাস্থ্য অটুট রাখবে। তাতে পড়াশোনায়ও আমাদের মন বসবে। কাজে সহায়তা করে আমরা মা-বাবার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও বাধ্যতার প্রমাণ দিতে পারি।

কাজ : বালক যীশুর কোন কোন গুণ তোমার কাছে অনুকরণীয় মনে হয় তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

২০২০

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. আমি আলো হয়েই এই .... এসেছি।

২. ঈশ্বর মানুষকে সকল সৃষ্টির .... জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।

৩. মানুষকে তিনি বিবেক ও .... দিয়েছেন।

৪. ঈশ্বর তাঁর .... রক্ষা করলেন।

৫. মুক্তিদাতা যীশু খ্রিষ্ট .... আসলেন।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
১. যারা আমার প্রতি বিশ্বাসী	■ অন্তরে শান্তি দিবে
২. একটি কুমারী কন্যা গর্ভবতী হবে	■ তোমাদের ত্রাণকর্তা জন্মেছেন
৩. ঈশ্বর জগতের সকল মানুষের	■ পরমেশ্বরের পুত্র
৪. যীশু হবেন	■ তারা যেন অন্ধকারে না থাকে
৫. দাউদ নগরীতে আজ	■ একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে
	■ পাপ ক্ষমা করে দিবেন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. **ইম্মানুয়েল কথার অর্থ কী?**

ক. ঈশ্বর আমাদের সঙ্গেই আছেন খ. ঈশ্বর পরিত্রাণ করেন

গ. অভিষিক্ত ব্যক্তি ঘ. যাকে পাঠানো হলো

২. **যীশুর আগমনের উদ্দেশ্য -**

i. পিতার ইচ্ছা পালন করা

ii. যা হারিয়ে গেছে তা খোঁজা

iii. ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশ করা

২০২০

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

পলাশ একজন প্রাপ্তবয়স্ক যুবক। পরিবারের প্রয়োজনে সে সব ধরনের কাজে সাহায্য করে। তাছাড়াও ধর্মীয় শিক্ষা ও সাধুসাধ্বীর জীবনী পাঠ করে সে একজন আধ্যাত্মিক মানুষ হয়ে উঠেছে।

৩. **পলাশের মধ্যে যীশুর কোন গুণটি ফুটে উঠেছে?**

i. বাধ্যতা

ii. শ্রদ্ধা

iii. আনুগত্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. **উক্ত গুণগুলো পলাশকে অনুপ্রাণিত করে-**

ক. নিয়মিত পড়াশোনা করতে খ. আধ্যাত্মিক মানুষ হতে

গ. ধর্মীয় জ্ঞান লাভ করতে ঘ. সামাজিক কাজ করতে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সমীরের বাবা-মা অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। সমীর বাবা-মার কথা অনুযায়ী সময়মতো ঘুম থেকে উঠে প্রার্থনা, পড়াশোনা এবং প্রতিদিনের অন্য কাজগুলো করত। কিন্তু সমীর কিছুটা অলস ছিল বলে তার বাবা-মার কাজে সাহায্য করতে চাইত না এবং বাইবেল পাঠে আগ্রহী ছিল না।

ক. যীশু কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলেন?

খ. ইহুদিরা কেন নিস্তারপর্ব পালন করত?

গ. সমীরের কাজে যীশুর কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে ব্যাখ্যা কর।

২০২০ ঘ. যীশুর কাজের সাথে সমীরের কাজের মিল অমিল খুঁজে বের করে তুলনামূলক আলোচনা কর।

২. অজয় ও প্রমিলা সুখী দম্পতি। বাবা খুব শখ করে সুন্দর একটি কারখানা তৈরি করে অজয়কে কারখানার পরিচালক পদে দায়িত্ব দিল। ধীরে ধীরে কারখানাটি অনেক বড় হলো। অজয় অন্যের কথা শুনে কারখানার অনেক ক্ষতি করে ফেলে। বাবা যখন দেখতে পেল ছেলে তার অবাধ্য হয়েছে সে খুবই দুঃখ পেল। পরিশেষে অজয়কে সহকারী করে ঐ কারখানাতেই রাখা হলো।

ক. যীশুর পালক পিতার নাম কী?

খ. দৈনন্দিন জীবনে যীশু কীভাবে মা-বাবাকে সাহায্য করেছেন?

গ. কার প্ররোচনায় অজয় এ কাজটি করেছে - তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

ঘ. 'অজয়ের বাবা যেন ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. যীশু কত বছর বাড়িতে কাটিয়েছেন?

২. ইম্মানুয়েল শব্দের অর্থ কী?

৩. যীশু কাদের সাথে নাজারেথে ফিরে আসেন?

৪. 'আমি পথ, সত্য ও জীবন' উক্তিটি কার?

৫. যীশুকে যেরুসালেম মন্দিরে উৎসর্গ করতে নিয়ে যায় কেন?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. মুক্তিদাতা যীশুর জন্মের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর?

২. যীশুকে নিয়ে মিশর দেশে পলায়নের কারণ বিশ্লেষণ কর।

৩. শৈশবকালে যীশু পরিবারের কাজে অংশগ্রহণ করেন কেন?

সপ্তম অধ্যায়

প্রভু যীশুর আশ্চর্য কাজ

মানবজাতির মুক্তিদাতা যীশু খ্রিষ্ট ঐশরাজ্য প্রচারের জন্য তিন বছর প্রকাশ্যে কাজ করেছেন। তাঁর আশ্চর্য কাজগুলো ছিল মুক্তিকর্ম সাধনের জন্য মানুষের পূর্বপ্রস্তুতির একটা অংশ। এগুলো হলো তাঁর প্রচারিত ও আরম্ভ করা ঐশরাজ্যের চিহ্নস্বরূপ। যারা যীশুর উপর অগাধ বিশ্বাস রেখেছে, তাদের বেলায় আশ্চর্য কাজগুলো ঘটেছে। যাদের অন্তরে বিশ্বাস ছিল না, তাদের বেলায় এগুলো ঘটতে দেখা যায়নি। যীশুর আশ্চর্য কাজগুলো আমাদের বিশ্বাসের সাথেও খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আমাদের অন্তরে বিশ্বাস থাকলে বর্তমানকালে আমাদের জীবনেও যীশুর আশ্চর্য কাজ ঘটতে পারে। এই অধ্যায়ে আমরা যীশুর আশ্চর্য কাজ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব।

প্রভু যীশুর আশ্চর্য কাজ

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরাঃ

- প্রভু যীশুর আশ্চর্য কাজ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব
- প্রভু যীশুর আশ্চর্য কাজের বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব
- নায়িন নগরে মৃত যুবককে জীবন দানের ঘটনাটি ব্যাখ্যা করতে পারব
- প্রভু যীশুর ঐশ্বরিক শক্তির উপর বিশ্বাসী হবো।

পাঠ ১ : প্রভু যীশুর আশ্চর্য কাজ

আশ্চর্য কাজ বলতে আমরা বুঝি অসাধারণ ও বিস্ময়কর ঘটনা। এগুলো কীভাবে ঘটে তা মানুষ তার সাধারণ জ্ঞান দ্বারা বুঝতে পারে না বা তার কারণও ব্যাখ্যা করতে পারে না। আশ্চর্য কাজকে অলৌকিক কাজও বলা হয়ে থাকে। 'অলৌকিক' কথার অর্থ হলো 'লোকের দ্বারা করা অসম্ভব'। আশ্চর্য বা অলৌকিক ঘটনা মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়। এই ঘটনা ঘটে ঐশ্বরিক শক্তিতে এবং ঈশ্বর নিজে সেখানে উপস্থিত থাকেন।

পবিত্র বাইবেলে শুধু যীশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়েই আশ্চর্য কাজ ঘটেনি। পুরাতন নিয়মেও আমরা অনেক আশ্চর্য ঘটনা দেখতে পাই। উদাহরণস্বরূপ, মিশর দেশ থেকে ইস্রায়েল জাতির মুক্তির আগে ঈশ্বর দশটি আঘাত হেনেছিলেন। মোশীর মধ্য দিয়ে লোহিত সাগর দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছিল এবং সেখান দিয়ে ইস্রায়েল জাতির লোকেরা সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিল। মরুভূমিতে তিনি ইস্রায়েল জাতির লোকদেরকে স্বর্গ থেকে মান্না দিয়েছিলেন। পাথরের মধ্য থেকে পানি বের হয়ে এসেছিল। এ রকম আরও অনেক ঘটনা আমরা দেখতে পাই।

প্রভু যীশুর আশ্চর্য কাজগুলো ছিল ভিন্ন রকমের। কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কারণে যীশুর আশ্চর্য কাজগুলো অন্য রকমের হয়েছে। পরবর্তী পাঠে আমরা সে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব। নিচে প্রভু যীশুর ৩৬টি আশ্চর্য কাজের একটি তালিকা তুলে ধরা হলো।

১। কানা নগরে বিয়ের উৎসব (যোহন ২:১-১১)।

২। কাফার্নাউম নগরে মন্দ আত্মা বিতাড়ন (মার্ক ১:২১-২৮; লুক ৪:৩১-৩৭)।

৩। আশ্চর্যভাবে জালভর্তি মাছ ধরা পড়ে (লুক ৫:১-১১)

৪। নাইন নগরে মৃত যুবকের জীবন দান (লুক ৭:১১-১৭)।

৫। একজন কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করেন (মথি ৮:১-৪; মার্ক ১:৪০-৪৫; লুক ৫:১২-১৬)।

৬। শতানীকের চাকরকে সুস্থ করেন (মথি ৮:৫-১৩; লুক ৭:১-১০; যোহন ৪:৪৬-৫৪)।

৭। পিতরের শাশুড়িকে জীবন দান (মথি ৮:১৪-১৭; মার্ক ১:২৯-৩৪; লুক ৪:৩৮-৪১)।

৮। দিনের শেষে মন্দ আত্মা বিতাড়ন (মথি ৮:১৬-১৭; মার্ক ১:৩২-৩৪; লুক ৪:৪০-৪১)।

৯। ঝড় থামানো (মথি ৮:২৩-২৭; মার্ক ৪:৩৫-৪১; লুক ৮:২২-২৫)।

১০। গেরাসিনীয়দের মাঝে অপদূত বিতাড়ন (মথি ৮:২৮-৩৪; মার্ক ৫:১-২০; লুক ৮:২৬-৩৯)।

১১। কাফার্নাউম নগরে পক্ষাঘাতগ্রস্তকে নিরাময়করণ (মথি ৯:১-৮; মার্ক ২:১-১২; লুক ৫:১৭-২৬)।

১২। মৃত বালিকাকে জীবন দান (মথি ৯:১৮-২৬; মার্ক ৫:২১-৪৩; লুক ৮:৪০-৫৬)।

১৩। একজন স্ত্রীলোকের আশ্চর্য রোগমুক্তি (মথি ৯:২০-২২; মার্ক ৫:২৪-৩৪; লুক ৮:৪৩-৪৮)।

১৪। গালিলেয়ায় দুজন অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান (মথি ৯:২৭-৩১)।

১৫। একজন অপদূতগ্রস্ত বোবার বাকশক্তি লাভ (মথি ৯:৩২-৩৪)।

১৬। বেথসাথা জলকুণ্ডের ধারে এক লোকের অলৌকিক আরোগ্য লাভ (যোহন ৫:১-১৮)।

১৭। একজন হাত-নুলা ব্যক্তির নিরাময় লাভ (মথি ১২:৯-১৩); মার্ক ৩:১-৬; লুক ৬:৬-১১)।

১৮। একজন অন্ধ ও বোবার মধ্য থেকে মন্দ আত্মা বিতাড়ন (মথি ১২:২২-২৮; মার্ক ৩:২০-৩০; লুক ১১:১৪-২৩)।

১৯। একজন স্ত্রীলোকের মধ্য থেকে বিদেহী আত্মা বিতাড়ন (লুক ১৩:১০-১৭)।

২০। পাঁচ হাজার মানুষকে আহার দান (মথি ১৪:১৩-২১; মার্ক ৬:৩১-৩৪; লুক ৯:১০-১৭; যোহন ৬:৫-১৫)।

২১। জলের উপর দিয়ে হাঁটা (মথি ১৪:২২-৩৩; মার্ক ৬:৪৫-৫২; যোহন ৬:১৬-২১)।

২২। গেন্নেসারেৎ নগরের তীরে বহু মানুষের আরোগ্যলাভ (মথি ১৪:৩৪-৩৬; মার্ক ৬:৫৩-৫৬)।

২৩। অনিহুদি স্ত্রীলোকের কন্যার নিরাময়লাভ (মথি ১৫:১-২৮; মার্ক ৭:২৪-৩০)।

২৪। দেকাপলিসে একজন কালা ও তোতলার নিরাময়লাভ (মার্ক ৭:৩১-৩৭)।

২৫। চার হাজার ক্ষুধার্ত মানুষকে আহার দান (মথি ১৫:৩২-৩৯; মার্ক ৮:১-৯)।

২৬। বেথসাথায় একজন অন্ধের দৃষ্টিশক্তি লাভ (মার্ক ৮:২২-২৬)।

২৭। প্রভু যীশুর দিব্য রূপান্তর (মথি ১৭:১-১৩; মার্ক ৯:২-১৩; লুক ৯:২৮-৩৬)।

২৮। অপদূতগ্রস্ত বালকের নিরাময়লাভ (মথি ১৭:১৪-২১; মার্ক ৯:১৪-২৯; লুক ৯:৩৭-৪৯)।

২৯। মাছের মুখে রৌপ্যমুদ্রা (মথি ১৭:২৪-২৭)।

৩০। উদরীরোগে আক্রান্ত ব্যক্তির নিরাময়লাভ (লুক ১৪:১-৬)।

৩১। দশজন কুষ্ঠরোগীর নিরাময়লাভ (লুক ১৭:১১-১৯)।

৩২। জন্মান্ধের দৃষ্টিশক্তি লাভ (যোহন ৯:১-১২)।

৩৩। জেরিখো নগরের কাছে অন্ধের দৃষ্টিশক্তি লাভ (মথি ২০:২৯-৩৪; মার্ক ১০:৪৬-৫২; লুক ১৮:৩৫-৪৩)।

৩৪। মৃত লাজারকে জীবনদান (যোহন ১১:১-৪৪)।

৩৫। একটি ডুমুর গাছ শুকিয়ে যায় (মথি ২১:১৮-২২; মার্ক ১১:১২-১৪)।

৩৬। মহাযাজকের চাকরের কান সুস্থ করে দেওয়া (লুক ২২:৪৯-৫১)।

শিষ্যচরিত গ্রন্থে বলা হয়েছে: 'আপনারা তো জানেন, নাজারেথের সেই যে যীশু, পরমেশ্বর তাঁকে অভিষিক্ত করেছিলেন পবিত্র আত্মার অধিষ্ঠানে, ঐশ শক্তির অভ্যঞ্জনে। পরমেশ্বর তাঁর সঙ্গে ছিলেন বলেই তিনি নানা জায়গায় ঘুরে মানুষের মঙ্গল সাধন করে গেছেন। আর, শয়তানের কবলে নিপীড়িত হচ্ছিল যারা, সেই সব মানুষকে তিনি সুস্থও করে গেছেন' (শিষ্য ১০:৩৮)।

প্রভু যীশুর আশ্চর্য কাজ বর্তমান জগতেও বিভিন্নভাবে ঘটছে। বিশ্বাসের চোখে তাকালে আমরা অবশ্যই সেগুলো দেখতে পাব। উদাহরণস্বরূপ, বিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনার মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনে আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। বিভিন্ন সাধুসাধ্বীদের মধ্য দিয়ে আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। চিকিৎসকের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের শক্তিতেই আশ্চর্য কাজ ঘটছে। প্রকৃতির মধ্যেই তিনি সুস্থতাকারী বা নিরাময়কারী শক্তি দিয়ে রেখেছেন।

কাজ : ১। তোমার জীবনে ঘটেছে বা অন্যের জীবনে ঘটতে দেখেছ এমন একটি আশ্চর্য ঘটনার কথা দলের সকলের সাথে সহভাগিতা কর।

কাজ : ২। উল্লেখিত আশ্চর্য কাজের যে কোন একটির ছবি অংকন কর।

২০২০

পাঠ ২ : যীশুর আশ্চর্য কাজের বৈশিষ্ট্য

প্রভু যীশু যে আশ্চর্য কাজগুলো করেছেন, সেগুলোর মধ্য দিয়ে দুটি প্রধান বিষয় প্রকাশিত হয়েছে:

ক) প্রথমটি হলো : যীশু খ্রিষ্ট হলেন ঈশ্বর এবং

খ) দ্বিতীয়টি হলো: পিতা ঈশ্বর তাঁকে একটি বিশেষ কাজ করার জন্য প্রেরণ করেছেন।

ঈশ্বরের বিভিন্ন আশ্চর্য কাজ সম্পর্কে পূর্ব থেকেই ইহুদিদের ধারণা ছিল। কিন্তু প্রভু যীশুর কাজগুলো দেখে তারা বিস্মিত হয়ে যেত। তারা বলত যে তারা আগে কখনো এ রকম ঘটনা দেখেনি। এতেই আমরা বুঝি, প্রভু যীশুর আশ্চর্য কাজগুলোর বিশেষ কিছু ভিন্ন রকম বৈশিষ্ট্য ছিল। সেগুলো আমাদেরও জানা দরকার। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

২.১ প্রার্থনা প্রশংসা ও ধন্যবাদ : আমরা লক্ষ করি, প্রভু যীশু খ্রিষ্ট আশ্চর্য কাজগুলো করার পূর্বে পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন। তিনি তাঁকে প্রশংসা ও ধন্যবাদ দিয়ে কাজটি শুরু করতেন। উদাহরণস্বরূপ, আশ্চর্যভাবে পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ানোর পূর্বে তিনি উপরের দিকে তাকিয়ে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এরপর লোকদের হাতে খাবারগুলো তুলে দিয়েছেন। একবার একটি অপদূতগ্রস্ত বালককে যীশুর শিষ্যদের কাছে আনা হয়েছিল। শিষ্যগণ তাকে নিরাময় করতে পারেননি। কিন্তু যখন তাকে যীশুর কাছে আনা হলো, তখন তিনি তাকে নিরাময় করলেন। শিষ্যদের তিনি বললেন, এ ধরনের অপদূতগ্রস্তদের নিরাময় করার জন্য প্রয়োজন হয় প্রার্থনা ও উপবাস।

২.২ নিরাময় লাভকারীদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ : যারা যীশুর কাছে এসে নিরাময় লাভ করত, তাদের অনেককেই তিনি ফিরে গিয়ে যাজককে দেখাতে বলতেন; তাদেরকে বলতেন নৈবেদ্য উৎসর্গ করে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে। উদাহরণস্বরূপ, একজন কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করে তিনি বললেন, যাজকের কাছে গিয়ে নিজেকে দেখাও, আর তুমি যে সেরে উঠেছ, তার জন্য তুমি এবার মোশী যেমন নির্দেশ দিয়ে গেছেন, সেইমতো নৈবেদ্যও উৎসর্গ কর। সবাই জানুক, তুমি এখন রোগমুক্ত।

২.৩ যীশুর মানবীয় দিকের প্রকাশ : প্রভু যীশু খ্রিষ্ট আশ্চর্য কাজ করতে গিয়ে তাঁর মানবীয় দিকটি প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ মানুষের প্রতি তাঁর অগাধ প্রেম, দরদবোধ, মমতা, সহানুভূতি, ক্ষমা প্রভৃতি মনোভাব জেগে উঠতো। তিনি অন্ধ, খঞ্জ, কুষ্ঠরোগী, অপদূতগ্রস্ত, অবশরোগী এবং এধরনের রোগী দেখলে তাদের জন্য অবশ্যই কিছু করতেন। রোগী-বাড়ি থেকে কেউ এসে তাদের বাড়ি যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলে তিনি অবশ্যই তাদের সাথে যেতেন। কেউ অন্য কোনো সমস্যা নিয়ে এলেও তিনি তাদের সাথে আলাপ করতেন। পাপীদের বাড়ি গিয়ে তিনি তাদের সাথে খাওয়া-দাওয়া করে তাদের সুপথে ফিরিয়ে আনতেন। লাজারের মৃত্যুতে তিনি কেঁদেছেন। নাইন নগরের বিধবা মায়ের কান্না দেখে তিনি তার মৃত ছেলের জীবন ফিরিয়ে দিয়েছেন।

২.৪ বিশ্বাস ছিল তাঁর আশ্চর্য কাজের প্রধান ভিত্তি : কথায় বলে বিশ্বাসে পরিত্রাণ। প্রভু যীশুর আশ্চর্য কাজগুলোর ব্যাপারেও তা-ই ঘটেছে। কাজগুলো করার পূর্বে তিনি আগে যাচাই করে দেখেছেন অসুস্থ ব্যক্তি বা তার আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে গভীর বিশ্বাস আছে কি না। অর্থাৎ তারা তাঁর উপর পূর্ণ আস্থা রাখছে কি না। বিশ্বাস ও আস্থার পরিচয় পেলে তিনি তাদের সুস্থ করেছেন। যেখানে বিশ্বাসের অভাব বোধ হয়েছে, সেখানে তিনি আশ্চর্য কাজ করেননি। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর নিজের গ্রাম নাজারেথে তিনি মানুষের মধ্যে বিশ্বাস দেখেননি। তাই সেখানে তিনি আশ্চর্য কাজ করেননি। সুস্থ করার পর তিনি বলতেন, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করে তুলেছে।

২.৫ কখনো কখনো অন্যদের বিশ্বাসই যথেষ্ট : যীশুর আশ্চর্য কাজের জন্য সব সময় রোগী বা সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিদের বিশ্বাস দরকার হয়নি। উদাহরণস্বরূপ শতানিকের চাকর তার বাড়িতে অসুস্থ ছিল। কিন্তু যীশুর কাছে এসেছেন শুধু শতানিক। যীশু তাকে বললেন, আপনার চাকর সুস্থ হয়ে যাবে। আর সেই মুহূর্তেই তার বাড়িতে তার চাকরটি সুস্থ হয়ে গিয়েছিল। কারণ শতানিকের বিশ্বাস খুবই গভীর ছিল।

২.৬ সব আশ্চর্য কাজ সংঘটিত হয়েছে জনসমক্ষে : প্রভু যীশু তার আশ্চর্য কাজ কখনো কোনো গোপন স্থানে একাকী করেননি। তিনি সেগুলো করেছেন সবার সামনে, সমাজগৃহে বা জনসমাবেশে। এ কারণে তাঁকে অনেকবার সমাজ নেতা ও ফরিসিদের বাধার মুখেও পড়তে হয়েছে। তবে মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গী হিসেবে শুধু কিছু বাছাই করা ব্যক্তিকে সঙ্গে করে নিয়েছেন। যেমন- কয়েকটি আশ্চর্য কাজের সময় তিনি পিতর, যাকোব ও যোহনকে এবং এর সাথে অসুস্থ ব্যক্তির মা-বাবাকে সাথে রেখেছেন।

২.৭ বিভিন্ন ধরনের আশ্চর্য কাজ : প্রভু যীশু খ্রিষ্টের আশ্চর্য কাজগুলোর মধ্যে বিভিন্নতা ছিল। তিনি বিভিন্ন রকমের অসুস্থ ব্যক্তিদের সুস্থ করেছেন। প্রকৃতির উপর যে তাঁর আধিপত্য ছিল তা-ও তাঁর আশ্চর্য কাজের মধ্যে দেখা গেছে। তিনি ধমক দিয়ে আশ্চর্যজনকভাবে ঝড় থামিয়েছেন ও জলের উপর দিয়ে হেঁটেছেন। অপদূতে ধরা লোকদের তিনি নিরাময় করেছেন। পাগলদেরও তিনি সুস্থ করেছেন। বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতা আশ্চর্যভাবে নিরাময় করেছেন। আবার বিভিন্ন ধরনের অপদূতে পাওয়া ব্যক্তিকে আশ্চর্যভাবে স্বাভাবিক করে তুলেছেন। এই রকম নানা ধরনের আশ্চর্য কাজ তিনি করেছেন।

২.৮ মুখের কথা ও স্পর্শ করার মাধ্যমে আশ্চর্য কাজ : প্রভু যীশু তাঁর আশ্চর্য কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় মুখের কথা ব্যবহার করেছেন। আবার অসুস্থ ব্যক্তিকে স্পর্শ করেছেন বা মুখের থুতু ব্যবহার করে আশ্চর্যভাবে নিরাময় করেছেন। যখন যে রকম করা দরকার ছিল তিনি পরিস্থিতি অনুসারে তাই করেছেন।

২.৯ অনিহুদিদের জন্যও আশ্চর্য কাজ : যীশুর আশ্চর্য কাজগুলো শুধু ইহুদিদের জন্যই ছিল না। এর বাইরে থেকেও যারা আসত তাদের জন্য তিনি দয়া দেখিয়েছেন। শতানিক ইহুদি ছিলেন না। তবে যীশুর উপর তার বিশ্বাস ও আস্থা ইহুদিদের চাইতেও গভীর ছিল। আর একবার এক অনিহুদি মা তার মেয়ের জন্য যীশুর কাছে এসে মেয়ের সুস্থতার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। যীশু প্রথমে তার বিশ্বাস পরীক্ষা করার জন্য বললেন যে তাঁকে শুধু ঈশ্বরের মনোনীতদের জন্যই পাঠানো হয়েছে। কিন্তু ঐ নারীর বিশ্বাস দেখে তিনি আশ্চর্য হলেন ও তার মেয়েকে নিরাময় করলেন।

যীশুর আশ্চর্য কাজগুলো নিয়ে বিশ্বাসপূর্ণ আলোচনা করা দরকার। এর মাধ্যমে আমাদের প্রত্যেকের মনে যীশুর প্রতি বিশ্বাস আরও বেড়ে উঠবে। বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আমরাও আমাদের জীবনে যীশুর আশ্চর্য কাজ দেখতে পাব।

কাজ : পাঁচজন করে দলে বিভক্ত হও। তোমার প্রিয় যীশুর যেকোনো একটি আশ্চর্য কাজ শ্রেণিকক্ষে দলভিত্তিক অভিনয় করে দেখাও।

পাঠ ৩ : নাইন নগরে বিধবার মৃত ছেলেকে পুনর্জীবন দান

যীশু একদিন নাইন নগরে গেলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর শিষ্যরাও ছিলেন এবং সেই সঙ্গে ছিল আরও অনেক লোক। তিনি যখন নগরদ্বারের খুব কাছাকাছি এসেছেন, তখন তিনি দেখতে পেলেন, এক মৃত লোককে কবর দেবার জন্য বহু লোক নগরের বাইরে আসছে। যে মারা গেছে, সে তার মায়ের একমাত্র ছেলে, আর তার মা হলেন বিধবা। বিধবা মা মৃত ছেলের জন্য আকুলভাবে কান্নাকাটি করছিল। এই বিধবাটিকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য নগরের আরও অনেক লোক আসছে। এই করুণ দৃশ্য দেখে যীশুর অন্তর করুণায় ভরে উঠল। যীশু তখন তাকে বলেন, 'মা, তুমি কেঁদো না'। এর পর এগিয়ে গিয়ে তিনি খাটুলিটার উপর হাত রাখলেন। আর যারা তাকে বহন করছিল, তারা তখন থেমে গেল। যীশু এবার বললেন, 'যুবক, আমি তোমাকে বলছি, ওঠ।' আর সঙ্গে সঙ্গে মৃত যুবকটি উঠে বসল আর কথা বলতে লাগল। এরপর যীশু যুবকটিকে তার মায়ের হাতে তুলে দিলেন। সবাই কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল। তারা তখন ঈশ্বরের বন্দনা করে বলতে লাগল, 'আমাদের মধ্যে একজন মহান প্রবক্তা আবির্ভূত হয়েছেন।' এ ছাড়া তারা আরো বলতে লাগল যে, ঈশ্বর তাঁর আপন জাতিকে আজ দেখা দিয়ে গেলেন। ফলে যীশুর কথা সেই অঞ্চলের সবার মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

ঘটনার ব্যাখ্যা : এই ঘটনাটির মধ্য দিয়ে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো দেখতে পাই:

৩.১ মানুষের দুঃখ-বেদনা : মানুষের দুঃখ-বেদনার সবচেয়ে করুণ চিত্রটি এখানে ফুটে উঠেছে। বিধবা মা তার একমাত্র যুবক ছেলেকে হারিয়েছে। পৃথিবীতে এখন তার দেখাশোনা করার আর কেউ নেই। এই বিধবা মা এখন সম্পূর্ণ নিঃস্ব, অসহায় ও একাকী। তিনি যে কী পরিমাণ দুঃখ পেয়েছিলেন তা আমরাও বুঝতে পারি। বিধবা মায়ের সাথে গ্রামের আরও লোকজন কান্নাকাটি করছিল। কিন্তু বিধবার ছেলেকে ফিরিয়ে দেওয়ার মতো ক্ষমতা তাদের কারও ছিল না।

৩.২ দুঃখ-বেদনার প্রতি যীশুর সমবেদনা : পৃথিবীর অসহায় ও নিঃস্ব মানুষের দুঃখ-বেদনার প্রতি যীশুর যে কত গভীর সমবেদনা ছিল তা আমরা বুঝতে পারি। ছেলেহারা মায়ের কান্না দেখে যীশুর অনেক মমতা হলো। তিনি তাদের কাছে গেলেন। মৃতদেহ বহনকারীরা থামল। তিনি খাটিয়াটি স্পর্শ করে বললেন, যুবক, আমি তোমাকে বলছি, ওঠ। আর সঙ্গে সঙ্গে মৃত যুবকটি জীবিত হয়ে গেল। কান্নারত মাকে যীশু এভাবে সান্ত্বনা দিলেন।

৩.৩ যীশুর অলৌকিক ক্ষমতার প্রকাশ : এই ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই, যীশুর ঐশ্বরিক শক্তির প্রকাশ। তিনি ঈশ্বর। তিনি মানুষকে জীবন দেন। আবার তাঁর শক্তি মৃত্যুর উপরও আছে। মৃত্যু সব মানুষের জীবনে একদিন আসে। তাকে এড়াবার শক্তি কোনো মানুষের নেই। সেই মৃত্যুর উপরও যীশুর ক্ষমতা আছে। তিনি সর্বশক্তিমান।

কাজ : তোমার আত্মীয়স্বজন বা পাড়ার কেউ মারা গেলে তুমি কীভাবে তাদের প্রতি সমবেদনা দেখাতে ও সান্ত্বনা দিতে পার তা দলে সকলের সাথে সহভাগিতা কর।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. আশ্চর্য কাজকে .... কাজও বলা হয়।

২. মরুভূমিতে তিনি ইস্রায়েল জাতির লোকদের স্বর্গ থেকে .... দিয়েছিলেন।

৩. বিশ্বাসপূর্ণ .... মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনে আশ্চর্য ঘটনা ঘটে।

৪. প্রভু যীশু খ্রিষ্ট আশ্চর্য কাজটি করতে গিয়ে তাঁর .... দিকটি প্রকাশ করেছেন।

৫. বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে .... আমাদের জীবনে যীশুর আশ্চর্য কাজ দেখতে পাব।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
১. যীশু খ্রিষ্টের কাজগুলোর মধ্যে	▪ ভিন্ন রকম বৈশিষ্ট্য ছিল
২. প্রভু যীশুর আশ্চর্য কাজগুলোর বিশেষ	▪ ভিন্নতা ছিল
৩. পাথরের মধ্য থেকে পানি	▪ ঈশ্বর
৪. যীশু খ্রিষ্ট হলেন	▪ বের হয়ে এসেছিল
৫. বিশ্বাসে	▪ অসুস্থ ছিল
	▪ পরিত্রাণ

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. **'অলৌকিক কাজ কী-**

ক. ঈশ্বরের শক্তিতে সম্পাদিত কাজ

খ. মানুষের চোখে ধাঁধা লাগানো কাজ

গ. মানুষের শক্তিতে সম্পাদিত কাজ

ঘ. যাদুকরের সম্পাদিত কাজ

২. যীশু আশ্চর্য কাজ করতেন কেন?

ক. তাঁর নিজের গৌরবের জন্য

খ. ঈশ্বরের গৌরবের জন্য

গ. মানুষের প্রতি তার ভালোবাসা ও সহানুভূতি প্রকাশের জন্য

ঘ. ঈশ্বরের গৌরব ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের জন্য

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

অপূর্ব পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষার পূর্বে তার পিতা-মাতা তাঁর জন্য বাড়িতে প্রার্থনাসভার আয়োজন করল এবং রবিবারে খ্রিষ্টযাগে প্রার্থনার জন্য ফাদারকে বিশেষ অনুরোধ জানাল। সবাই অপূর্বের জন্য বিশেষ প্রার্থনা ও আশীর্বাদ করল। সমাপনী পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে অপূর্ব ও তার পিতা-মাতা গ্রামের দরিদ্র ও বিধবাদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করেন।

৩. পরীক্ষা উপলক্ষ্যে অপূর্বের পিতা-মাতা প্রার্থনার আয়োজন করল কেন?

ক. প্রার্থনা দ্বারা ভালো ফলাফল পাওয়া যায়

খ. প্রার্থনায় সুন্দর সমাজ গঠিত হয়

গ. প্রার্থনায় সহযোগিতার মনোভাব গড়ে উঠে

ঘ. প্রার্থনায় মনের দুর্বলতা কমে যায়

৪. কৃতকার্যতার পর অপূর্ব ও তার পিতা-মাতা দরিদ্র ও বিধবাদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করেন-

i. গ্রামের লোকদের মন জয় করতে

ii. ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতে

iii. ঈশ্বরের গৌরব প্রশংসা করতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মেধাবী ছাত্র রক্তিম হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ল। রক্তিমের বাবা তার সুচিকিৎসার জন্য অনেক ডাক্তার দেখালেন কিন্তু সে ভালো হচ্ছিল না। নিরুপায় হয়ে তিনি ধর্মপল্লীর পালপুরোহিতের কাছে রক্তিমকে নিয়ে গেলেন। তিনি পালপুরোহিতকে অনুরোধ করেন যেন তিনি রক্তিমের সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করেন। পালপুরোহিত রক্তিমের সুস্থতার জন্য ধর্মপল্লীর সকলকে একদিনের উপবাস ও প্রার্থনা করতে অনুরোধ করেন। ধর্মপল্লীর সকলের উপবাস, প্রার্থনা এবং ডাক্তারদের সুচিকিৎসায় রক্তিম সুস্থ হয়ে উঠল।

ক. যেকোনো আশ্চর্য কাজ করার পূর্বে যীশু কী করতেন?

খ. যীশুর আশ্চর্য কাজের মাধ্যমে কী কী প্রধান বিষয় প্রকাশিত হয়েছে?

গ. যীশুর মানবীয় কোন কাজের সাথে পালপুরোহিতের কাজের মিল খুঁজে পাওয়া যায় তা বর্ণনা কর।

ঘ. 'সবার প্রার্থনা, উপবাস ও সুচিকিৎসাই রক্তিমের সুস্থতার কারণ' বিষয়টি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন কর।

২. পরশী স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল। স্কুলে যাওয়া আসা করতে তাকে একটি হাইওয়ে রাস্তা পার হতে হয়। রাস্তা পার হওয়ার সময় বিপরীত দিক থেকে একটি পিকআপ ভ্যান তাকে চাপা দিয়ে ফেলে রাখে। স্থানীয় লোকজন তাকে একটি হাসপাতালে চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা করলেও পরশী ভালো হচ্ছে না। এ অবস্থা দেখে তার পিতা-মাতা তাকে নিয়ে ব্রাদার নিউটনের কাছে গেলেন। ব্রাদার নিউটন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে পরশীকে সুস্থ করে তুললেন।

ক. যীশু নাইন নগরে কার ছেলেকে পুনর্জীবন দান করেন?

খ. মৃত ছেলেটিকে যীশু সুস্থ করতে পারলেন কেন?

গ. ব্রাদার নিউটনের মধ্যে যীশুর কোন গুণের প্রকাশ পেয়েছে তা পর্যালোচনা কর।

ঘ. 'ব্রাদার নিউটন হলেন যীশু খ্রিষ্টের মূর্তপ্রতীক' বিষয়টির সাথে তুমি কী মতামত পোষণ কর তা মূল্যায়ন কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. যীশু খ্রিষ্ট ঐশরাজ্য প্রচারের জন্য কত বছর কাজ করেছেন?

২. আশ্চর্য কাজ বলতে কী বোঝায়?

৩. অলৌকিক কথার অর্থ কী?

৪. যীশু আশ্চর্য কাজ করতেন কেন?

৫. আশ্চর্য কাজের প্রধান দুটি বিষয় কী কী?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. যীশুর আশ্চর্য কাজের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর।

২. যীশু কীভাবে নাইন নগরে বিধবার মৃত ছেলেকে পুনর্জীবন দান করেছিলেন?

৩. যীশুর আশ্চর্য কাজগুলোর একটি তালিকা তৈরি কর।

অষ্টম অধ্যায়

খ্রিষ্টমণ্ডলীর জন্ম ও প্রেরণকর্ম

জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে থাকি। খ্রিষ্টমণ্ডলী সম্পর্কে আমরা পূর্বে আংশিক জ্ঞান লাভ করেছি। আমরা এখন খ্রিষ্টমণ্ডলী, এর জন্মের ইতিহাস ও প্রেরণকর্ম সম্পর্কে জানব, আরও বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করব। এসব বিষয়ে আলোচনা করার মাধ্যমে আমরা মণ্ডলীর প্রেরণকর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার বিষয়টি নিয়েও ভাবতে চেষ্টা করব।

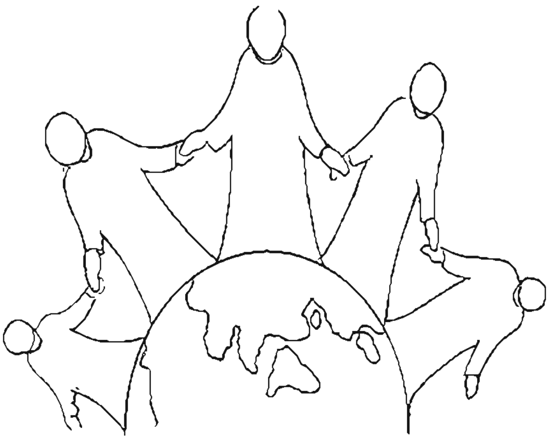

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- খ্রিষ্টমণ্ডলীর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- খ্রিষ্টমণ্ডলীর জন্মের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারব
- খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রেরণকর্মগুলো ও তার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব
- খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রেরণকাজ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সত্য ও ন্যায়ের পথে চলব
- সমাজে উন্নয়নমূলক কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে উদ্বুদ্ধ হবো।

পাঠ ১ : খ্রিষ্টমণ্ডলী কী

সাধারণত 'মণ্ডলী' শব্দ দ্বারা বোঝায় জনসমাবেশ বা জমায়েত। আর 'খ্রিষ্টমণ্ডলী' বলতে বোঝায় যীশু খ্রিষ্টের নামে দীক্ষিত মিলিত খ্রিষ্টবিশ্বাসী জনগণের সমাজ। প্রেরিত শিষ্যদের ঐশবাণী প্রচার ও প্রেরণকাজের দ্বারা এই জনগণ মণ্ডলীভুক্ত হয়েছে। খ্রিষ্টমণ্ডলী শব্দটিকে হিব্রু ভাষায় বলে 'কাহাল'। এর অর্থ 'ঐশ জনগণ', যারা ঈশ্বরের উপাসনার জন্য একত্রে সম্মিলিত হয়। সুতরাং বলা যায়, খ্রিষ্টমণ্ডলী হলো খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের একটি জনসমাজ। এই খ্রিষ্টমণ্ডলীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো মানুষের সেবা করা। তাদের সেবাকাজের অনুপ্রেরণার মূল উৎস হলো যীশুর জীবন ও কাজ অর্থাৎ মঙ্গলসমাচার। মঙ্গলসমাচারের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে খ্রিষ্টভক্তগণ বিভিন্ন সাক্রামেন্ত গ্রহণ করেন। এগুলোও তাদেরকে সেবাকাজে অংশগ্রহণ করার শক্তি যোগায়। এই সেবাকাজগুলো হলো মণ্ডলীর জীবন। অর্থাৎ এগুলো মণ্ডলীকে সচল ও জীবন্ত রাখে। খ্রিষ্টের সাথে সংযুক্ত থাকার মাধ্যমে মণ্ডলী ফলপ্রসূ হয়। নিচে উল্লিখিত বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে মণ্ডলীর অর্থ আমাদের কাছে আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

২০২০

১.১ খ্রিষ্টমণ্ডলী একটি দ্রাক্ষালতা

মণ্ডলীকে যীশু খ্রিষ্ট নিজেই দ্রাক্ষালতার সাথে তুলনা করেছেন। তিনি হলেন সত্যিকারের দ্রাক্ষালতা। আর তাঁর অনুসারীরা হলো শাখাপ্রশাখা। দ্রাক্ষালতাটি পরিচর্যা করেন তাঁর পিতা। যীশুর যে শাখায় ফল ধরে না, পিতা তা কেটে ফেলেন। আর যে শাখায় ফল ধরে, পিতা তা ছেঁটে দেন। দ্রাক্ষালতার সঙ্গে যুক্ত না থাকলে শাখা যেমন নিজে থেকে ফল দিতে পারে না, তেমনি যীশু খ্রিষ্টের সঙ্গে সংযুক্ত না থাকলে মণ্ডলীর জনগণও ফলশালী হতে পারে না।

১.২ খ্রিষ্টমণ্ডলী একটি মানবদেহের মতো

সাধু পল খ্রিষ্টমণ্ডলীকে তুলনা করেন একটি মানবদেহের সাথে। তিনি বলেন, আমাদের দেহ এক, অথচ তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনেক এবং দেহের অঙ্গগুলো অনেক হয়েও সবক'টি মিলে এক দেহ-ই হয়। সাধু পলের কথা অনুসারে আমরা সবাই মিলে খ্রিষ্টেরই দেহ; আমরা একেকজন সেই দেহেরই এক একটি অঙ্গ। একেকটি অঙ্গের যেমন একেকটি কাজ থাকে তেমনি আমাদেরও বিভিন্ন জনের বিভিন্ন গুণ আছে। সকলের গুণ এক রকম না হলেও আমরা সবার গুণ দিয়ে একটি মাত্র দেহ অর্থাৎ মণ্ডলীকে গড়ে তুলি।

১.৩ খ্রিষ্টমণ্ডলী সেবক

যীশুর নম্রতার আদর্শ

শেষ ভোজের সময় যীশু একজন একজন করে তাঁর সব শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়েছিলেন। এর পর যীশু প্রেরিত শিষ্যদের বললেন, 'প্রভু ও গুরু হয়ে আমি যখন তোমাদের পা ধুয়ে দিলাম, তখন তোমাদেরও পরস্পরের পা ধুয়ে দেওয়া উচিত। আমি তো এখন তোমাদের সামনে একটি আদর্শই তুলে ধরলাম; আমি তোমাদের জন্যে যেমনটি করলাম, আমি চাই, তোমরাও ঠিক তেমনটি কর'। পরস্পরের পা ধুয়ে দেওয়ার অর্থ হলো পরস্পরের সেবা করা।

১.৪ খ্রিষ্টমণ্ডলী মঙ্গলবাণী প্রচারক

প্রেরিত শিষ্যদের বাণী প্রচার

স্বর্গারোহণের পূর্বে প্রভু যীশু খ্রিষ্ট তাঁর প্রেরিতশিষ্যদের নির্দেশ দিলেন, 'তোমরা জগতের সর্বত্রই যাও; বিশ্বসৃষ্টির কাছে তোমরা ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার। যে বিশ্বাস করবে আর দীক্ষাস্নাত হবে, সে পরিত্রাণ পাবে। যে বিশ্বাস করবে না, সে কিন্তু শাস্তিই পাবে। যারা বিশ্বাস করবে, তাদের সমর্থনে তখন ঘটতে থাকবে এই সব অলৌকিক ঘটনা: তারা আমার নামে অপদূত তাড়াবে, তারা নতুন নতুন ভাষায় কথা বলবে, তারা হাতে করে সাপ তুলবে আর মারাত্মক বিষ খেলেও তাদের কোনো ক্ষতি হবে না। তারা

রোগীদের ওপর হাত রাখলেই রোগীরা ভালো হয়ে উঠবে।'এর মাধ্যমে যীশু খ্রিষ্ট তাঁর মণ্ডলীকে নির্দেশ দেন যেন সকল খ্রিষ্টবিশ্বাসী মঙ্গলবাণী প্রচার কাজে অংশগ্রহণ করে।

কাজ : খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রতীক হিসেবে যেকোনো ছবি অঙ্কন কর এবং শ্রেণির সবাইকে তা দেখাও।

পাঠ - ২: মণ্ডলীর সেবাকর্মীদের প্রতি যীশু খ্রিষ্টের বাণী

যীশুর শিষ্যদের মধ্যে পিতরের বিশ্বাস খুব দৃঢ় ছিল। একবার যীশু শিষ্যদের কাছে নিজের নির্যাতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করার কথা বলছিলেন। তখন পিতর বলেছিলেন, তিনি তাঁর জীবন থাকতে যীশুকে নির্যাতিত হতে দিবেন না। তিনিই যীশুকে সবার আগে খ্রিষ্ট বলে চিনতে পেরেছিলেন। তাঁর গভীর বিশ্বাস দেখে যীশু বলেছিলেন, 'তুমি পিতর অর্থাৎ পাথর, আর এই পাথরের উপরেই আমি আমার মণ্ডলী স্থাপন করব। পৃথিবীর কোনো শক্তিই তার উপর বিজয়ী হতে পারবে না।' আর একবার যীশু পিতরকে জিজ্ঞেস করলেন 'তুমি কি আমাকে ভালোবাস?' পিতর উত্তর দিয়েছিলেন, 'হ্যাঁ, আপনি তো জানেন, আমি আপনাকে ভালোবাসি।' যীশু পিতরকে তখন বলেছিলেন, আমার মেষদের দেখাশোনা কর। যীশু পর পর তিনবার পিতরকে এই কথা বলেছিলেন।

পুনরুত্থানের পর যীশু তাঁর শিষ্যদের কাছে বারবার দেখা দিয়েছিলেন। তিনি তাঁদের উপর ফুঁ দিয়ে বলেছিলেন, 'তোমরা পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর। যাদের পাপ তোমরা ক্ষমা করবে, তাদের পাপ ক্ষমা করা হবে। যাদের পাপ ধরে রাখবে, তাদের পাপ ধরেই রাখা হবে।' স্বর্গে চলে যাবার আগে যীশু তাঁর এগারো জন প্রেরিতশিষ্যকে নিয়ে গালিলেয়ায় সমবেত হলেন। সেখানে তিনি তাঁর শিষ্যদের প্রেরণকর্ম সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন। তিনি তাঁদের বললেন, স্বর্গে ও পৃথিবীতে পূর্ণ অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা জগতের সর্বত্রই যাও। বিশ্বসৃষ্টির কাছে তোমরা ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার। তোমাদের আমি যা কিছু আদেশ দিয়েছি, তাদের তা পালন করতে শেখাও। সকল জাতির মানুষকে আমার শিষ্য কর। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের দীক্ষাস্নাত কর। যে বিশ্বাস করবে আর দীক্ষাস্নাত হবে, সে পরিত্রাণ পাবে। বিশ্বাসীরা আমার নামে অপদূত তাড়াবে, তারা নতুন নতুন ভাষায় কথা বলবে, তারা রোগীদের উপর হাত রাখলেই রোগীরা ভালো হয়ে যাবে। আর জেনে রাখ, জগতের অন্তিমকাল পর্যন্ত আমি সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে আছি।

তিনি তাঁদের কাছে আরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি স্বর্গ থেকে পিতার প্রতিশ্রুত দান অর্থাৎ পবিত্র আত্মাকে পাঠাবেন। স্বর্গ থেকে নেমে আসা পবিত্র আত্মার শক্তিতে তখন তাঁরা আচ্ছাদিত হবেন। পবিত্র আত্মা তাদের উপর নেমে না আসা পর্যন্ত তাঁদেরকে তিনি গালিলেয়া শহরেই অপেক্ষা করতে বললেন।

প্রভু যীশু তাঁর শিষ্যদের প্রতি যে বিশেষ বাণীগুলো রেখেছেন তার অর্থ এ রকম :

২.১ খ্রিষ্টের মণ্ডলী দেখাশোনা ও বাণী প্রচার করার জন্য প্রেরিতশিষ্যদের অন্তরের বিশ্বাস খুব গুরুত্বপূর্ণ। পিতর হলেন সেই বিশ্বাসী প্রেরিতদের মধ্যে প্রধান। তাঁকে যীশু মণ্ডলী দেখাশোনা করার প্রধান দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

২০২৫

২.২ যীশু তাঁর শিষ্যদের পাপ ক্ষমা করার অধিকার দিলেন। এই পাপ তাঁরা ক্ষমা করবেন পবিত্র আত্মার শক্তিতে। শিষ্যদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর মানুষের পাপ ক্ষমা করবেন।

২.৩ যীশুর উপর আস্থা রাখা : তিনি শিষ্যদের নিশ্চিত করতে চান যে তাঁরা যীশুর বিশেষ ক্ষমতা লাভ করবেন। জগতের সমস্ত কিছুই তাঁর অধীনস্থ। মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো মৃত্যু। কিন্তু সেই মৃত্যু তিনি নিজে বরণ করেছেন এবং সেই শক্তিশালী মৃত্যুকে তিনি জয় করেছেন। কাজেই সমস্ত শক্তিই তাঁর পদতলে। তিনি সকল শক্তির প্রভু। খ্রিষ্টের প্রভুত্ব নিয়ে এখন আর কোনো প্রশ্ন বা সন্দেহ নেই।

২.৪ মঙ্গলবাণী প্রচার ও মানুষকে সুস্থ করার দায়িত্ব ও ক্ষমতা : যীশু তাঁর কাজগুলো করার জন্য শিষ্যদেরকে সারা জগতে পাঠালেন। তিনি তাঁদের যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন তা সকল জাতির মানুষের কাছে শিক্ষা দিতে বললেন। সকল জাতির মানুষকে তাঁর শিষ্য করতে বললেন। তিনি যেসব শিক্ষা দিয়েছেন অর্থাৎ মঙ্গলসমাচারে যে শিক্ষা বা মূল্যবোধগুলো আমরা পাই, তা সকল মানুষ যেন শিখে ও সেই অনুসারে জীবন যাপন করে।

২.৫ যীশু সর্বদা তাঁদের সাথে উপস্থিত থাকবেন : যীশুর মৃত্যুর পর শিষ্যগণ ভেবেছিলেন, ঐ শত্রুরা হয়ত যীশুর মতো করে তাঁদেরও হত্যা করবে। এই ভীতিজনক অবস্থায় শিষ্যগণ তাঁদের গুরুকে ছাড়া জগতের সর্বত্র যাওয়ার সাহস পাবেন না। কারণ তাঁর কাজে সহায়তা করার জন্যই তো তিনি তাঁদের ডেকেছিলেন। আর তাঁরাও সবকিছু ত্যাগ করে তাঁর সঙ্গ নিয়েছিলেন। তাঁদের সাথে তাঁর একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। তিনি তাঁদেরকে ভালোবাসেন। তাঁরাও তাঁদের গুরুকে ভালোবাসেন। কাজেই তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্যদেরকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেননি।

২.৬ যীশু পবিত্র আত্মাকে পাঠিয়ে দিবেন : এরপর প্রভু যীশু স্বর্গারোহণ করলেন। শিষ্যগণ প্রভু যীশুর নির্দেশমতো গালিলেয়া শহরেই অপেক্ষা করতে লাগলেন। সেখানে তাঁরা পবিত্র আত্মার অবতরণের অপেক্ষায় রইলেন।

পাঠ ৩: খ্রিষ্টমণ্ডলীর জন্ম

একটি শিশু যেদিন মায়ের গর্ভে আসে, সেদিন তার জীবনের অস্তিত্ব শুরু হয়। কিন্তু নয় মাস পরে সে ভূমিষ্ঠ হয়, যদিও ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনটাকেই আমরা শিশুর জন্মদিন বলে থাকি। খ্রিষ্টমণ্ডলীর বেলায়ও কথাটি প্রয়োগ করা যেতে পারে। খ্রিষ্টমণ্ডলীর জন্ম ধরা যায় পৃথিবীতে যীশু খ্রিষ্টের জন্মের সময়টাকেই। আর যেদিন পবিত্র আত্মার অবতরণ হলো সেদিনটাই মণ্ডলীর প্রকৃত জন্মদিন।

যীশুর মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যগণ ভয়ে আত্মগোপন করেছিলেন। কিন্তু তিন দিন পরেই যীশু খ্রিষ্ট মৃত্যু থেকে পুনর্জীবিত হয়ে উঠলেন। এরপর তিনি শিষ্যদের কাছে বারবার দেখা দিলেন। যীশু যে বেঁচে উঠবেন, এটা তাঁরা আগে বুঝতে পারেননি। এখন জীবিত যীশুকে দেখতে পেয়ে শিষ্যদের মনে খুব সাহস হলো।

কিন্তু যীশু পুনরুত্থানের চল্লিশ দিন পর স্বর্গে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে যীশু তাঁর প্রেরিতশিষ্যদের কাছে কথা দিলেন, তিনি একজন সহায়ক আত্মাকে তাঁদের জন্য পাঠিয়ে দিবেন। সেই আত্মা এসে তাঁদের সান্ত্বনা, সাহস ও সবরকম সহায়তা দিবেন। তাঁর সেই আত্মা যত দিন না আসেন তত দিন তিনি শিষ্যদের ঐ শহরে থাকতে বললেন। এর পর যীশু স্বর্গে চলে গেলেন। এদিকে শিষ্যগণ যীশুর আত্মার অপেক্ষায় থাকতে লাগলেন। সেই দিনটি খুব তাড়াতাড়ি ঘনিয়ে এলো।

প্রেরিতশিষ্যদের উপর পবিত্র আত্মার অবতরণ

স্বর্গারোহণের পর যীশুর শিষ্যগণ একটি বন্ধ ঘরে সমবেত হয়ে প্রার্থনা করছিলেন। আর সেই সময় হঠাৎ প্রচণ্ড বেগে বাতাস বইয়ে যাওয়ার মতো একটা শব্দ হলো। যে বাড়িতে তাঁরা সমবেত হয়ে প্রার্থনা করছিলেন সেই বাড়িটা শব্দে ভরে গেল। তাঁরা দেখতে পেলেন, কতকগুলো আগুনের জিহ্বা আলাদা আলাদা হয়ে তাঁদের মাথার উপর নেমে আসছে। এভাবে তাঁরা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলেন। পবিত্র আত্মা তাঁদের একেকজনকে একেক ভাষায় কথা বলার শক্তি দিলেন। আগে তাঁরা যে ভাষা জানতেন না, সেই ভাষায়ই তাঁরা এখন কথা বলার শক্তি পেলেন। সেই নতুন শক্তি অনুসারে তাঁরা কথা বলতে লাগলেন।

এরপর তাঁরা আর ভয়ে ঘরে লুকিয়ে থাকলেন না। তাঁরা রাস্তায় বের হয়ে পড়লেন। পবিত্র আত্মা তাঁদের যে রকম বিভিন্ন ভাষায় কথা বলার শক্তি দিয়েছিলেন, তাঁরা সেভাবে কথা বলতে লাগলেন। রাস্তায় তখন নানান দেশ থেকে আগত বিভিন্ন ভাষার লোক ছিল। তারা শিষ্যদেরকে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলতে শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল। কারণ তারা নিজ নিজ ভাষায় শিষ্যদের কথাগুলো বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু তারা এই ঘটনার কোন অর্থ বুঝতে পারছিল না।

তারা মনে করল, শিষ্যরা মদ খেয়ে মাতাল হয়েছেন। তাই তাঁরা অমনভাবে কথা বলছেন। এভাবে লোকেরা শিষ্যদের নিয়ে ঠাট্টা করতে লাগল। পিতর ছিলেন শিষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাহসী। তিনি লোকদের উদ্দেশে একটা ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, শিষ্যরা মদ খেয়ে মাতাল হননি। এই ঘটনা যে ঘটবে তা বহু আগে প্রবক্তা (নবী) যোয়েলের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। ঈশ্বর এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে পবিত্র আত্মা এভাবে আসবেন ও তাঁর জনগণকে আশীর্বাদ ও সহায়তা করবেন। তিনি তাদের আরও বললেন যে ইহুদিরা মুক্তিদাতা যীশুকে নির্মমভাবে হত্যা করে পাপ করেছে। এভাবে তারা ঈশ্বরের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কাজ করেছে।

পিতরের কথাগুলো লোকদের হৃদয় স্পর্শ করল। তাই তাঁরা পিতর ও অন্য শিষ্যদের জিজ্ঞেস করলেন, এখন তাদের কী করা উচিত। পিতর তখন বললেন, এখন তাদের পাপ থেকে মন ফেরাতে হবে ও যীশুর নামে দীক্ষাস্নান গ্রহণ করতে হবে। যদি তারা তা করে, তবে তাদের উপর পবিত্র আত্মা নেমে আসবেন এবং তারা পবিত্র আত্মার দান গ্রহণ করবে। একথা শুনে সেদিন তিন হাজার লোক মন পরিবর্তন করল ও যীশুর নামে দীক্ষাস্নান গ্রহণ করল। এভাবে তারা সেদিন যীশুর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করতে শুরু করল ও একটা নতুন সমাজ গঠন করল। দিনে দিনে নতুন নতুন লোক এই দলে যোগদান করতে লাগল। এভাবে খ্রিষ্টমণ্ডলীর যাত্রা শুরু হলো।

পাঠ ৪ : খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রেরণকর্ম

যীশু খ্রিষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে কাজ করার জন্য পৃথিবীর সকল জাতির সকল মানুষের কাছে প্রেরণ করেছেন। তাই শিষ্যদেরকে আমরা বলি প্রেরিতশিষ্য। যে কাজগুলো তিনি শিষ্যদের করতে প্রেরণ করেছেন, সেগুলো হলো প্রেরণকর্ম। তাঁরা যীশুর শিক্ষাগুলো নানা জাতির মানুষের কাছে প্রচার করতে শুরু করেছেন। মানুষ যেন যীশুকে পথ, সত্য ও জীবন হিসেবে চিনতে ও গ্রহণ করতে পারে, সেজন্য তাঁরা প্রচার করতে লাগলেন। তাঁরা মৃত্যুর আগে আরও অনেককে এই কাজ চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দিয়ে গেলেন। এভাবে আজও যীশুর কাজগুলো চলছে। পরিচালনা করছে যীশুরই স্থাপিত মণ্ডলী। বর্তমান যুগে মণ্ডলী যে কাজগুলো করে চলছে সেগুলো নিম্নরূপঃ

৪.১ খ্রিষ্টীয় সাক্ষ্যদানঃ আমরা জানি, মানুষ মুখের কথা বা উপদেশের চেয়ে কাজ দেখতে চায় বেশি। যারা শুধু মুখে কথা বলে কিন্তু কাজে তা প্রয়োগ করে না সেই ধরনের লোকদের কেউ পছন্দ করে না। তাই খ্রিষ্টমণ্ডলী শুধু উপদেশ দিয়ে নয় কাজের মধ্য দিয়েও সাক্ষ্যদান করে যাচ্ছে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং এ রকম আরও নানাভাবে মণ্ডলী জগতের মানুষের কাছে সাক্ষ্যদান করে যাচ্ছে। এই দায়িত্ব শুধু মণ্ডলীর পরিচালকদেরই নয় বরং প্রত্যেক খ্রিষ্টভক্তেরই। তাই খ্রিষ্টভক্তগণ যার যার সাধ্য অনুসারে গরিব-দুঃখী, অভাবী, দুঃখক্লিষ্ট মানুষের প্রতি ভালোবাসা দেখিয়ে খ্রিষ্টীয় সাক্ষ্যদান করে যাচ্ছে।

৪.২ খ্রিষ্টের বাণী প্রচারঃ মণ্ডলীর প্রেরণকর্মের প্রধান বিষয় মঙ্গলবাণী ঘোষণা করা। ঈশ্বর মানুষকে ভালোবাসেন ও মানুষের পরিত্রাণের জন্যই তিনি তার একমাত্র পুত্র যীশুকে এ জগতে প্রেরণ করেছেন। যীশু খ্রিষ্ট যাতনাভোগ ও মৃত্যুবরণ করেছেন। এরপর তিনি পুনরুত্থানও করেছেন। এটি জগতের মানুষের জন্য একটি সুখবর। কারণ মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে তিনি সকল মানুষের মুক্তিদাতা হয়েছেন। এ বিষয়টি সকল মানুষকে জানানোর জন্য মণ্ডলীর অনেক বিশপ, যাজক, ডিকন, ব্রাদার, সিস্টার, কাটেখিস্ট নিজ নিজ জীবন উৎসর্গের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে কাজ করে যাচ্ছেন। অনেকে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে জীবন পর্যন্ত বির্সজন দিচ্ছেন। এই দায়িত্বটি সকল খ্রিষ্টভক্তেরও। যে যেখানে আছে সেখানেই নিজ নিজ জীবনের আদর্শ দ্বারা এই কাজটি করার জন্য সকলকেই খ্রিষ্ট আহ্বান করছেন।

৪.৩ মন পরিবর্তন ও দীক্ষাস্নানঃ প্রভু যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে প্রচারকাজ শুরু করেছেন। তিনি বলতেন, সময় হয়ে এসেছে; তোমরা মন ফেরাও এবং মঙ্গলসমাচারে বিশ্বাস কর। তাঁর শুরু করা কাজগুলো চালিয়ে নেবার দায়িত্ব দিয়ে তিনি শিষ্যদের প্রেরণ করেছেন। প্রেরিতশিষ্যগণও সকল মানুষকে জীবন পরিবর্তন করে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে দীক্ষা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। খ্রিষ্টমণ্ডলী আজও মানুষকে মন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে দীক্ষাস্নান গ্রহণ করার আহ্বান জানান। এর মাধ্যমে মানুষ নতুন জীবন লাভ করতে পারে। মন পরিবর্তন ও দীক্ষাস্নান–এই দুটি বিষয় একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যারা মন পরিবর্তন করে, তারা দীক্ষাস্নানও গ্রহণ করে।

সকল খ্রিষ্টবিশ্বাসীকেও এই দায়িত্বটি দেওয়া হয়েছে। এর ফলে খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা অন্যদের কাছে আমন্ত্রণ জানাবে খ্রিষ্টের উপর বিশ্বাসী হতে ও দীক্ষাস্নাত হতে। তবে মনে রাখতে হবে, সকলেরই নিজ নিজ ধর্ম

২০২০

পালন করার অধিকার আছে। কারও বিশ্বাসে যেন আঘাত না লাগে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। পবিত্র আত্মা যাদের অন্তরে বিশ্বাস জাগিয়ে তুলবেন, তারা মন পরিবর্তন করবে ও দীক্ষাস্নাত হবে।

কাজ : তুমি কী কী জীবনাচরণ দিয়ে খ্রিষ্টের সাক্ষ্য হয়ে উঠতে পার তা জোড়ায় জোড়ায় আলোচনা কর।

৪.৪ স্থানীয় মণ্ডলী গঠন : একটি বীজকে মাটিতে রোপণ করলে ঐ মাটিতেই বীজটির চারা গজায় ও বড় গাছে পরিণত হয়। এরপর সে ফুল ও ফল দেয়। একইভাবে প্রত্যেক দেশের খ্রিষ্টমণ্ডলী ঐ দেশেই রোপিত হয়েছে। সে ঐ দেশের কৃষ্টি-সংস্কৃতি অনুসারে বিস্তারলাভ করে এবং ফল দান করে। অর্থাৎ সে নিজ দেশে বিশ্বাসে পরিপক্ব হয় ও খ্রিষ্টের সাক্ষ্য বহন করে। নিজ দেশের মানুষের কাছে সে খ্রিষ্টের আলো ছড়ায়। খ্রিষ্টের অনুসারী হিসেবে সে নিজ দেশে একটি মিলনসমাজ গড়ে তোলে। এভাবে সে নিজ দেশে একটি স্থানীয় মণ্ডলী হিসেবে গড়ে উঠে। প্রত্যেক দেশের স্থানীয় মণ্ডলী আবার বিশ্বমণ্ডলীর সাথেও সংযুক্ত। সারা পৃথিবীর সকল খ্রিষ্টভক্তদের সাথে সে এক পরিবারের মতো যুক্ত থাকে।

৪.৫ অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসী ভাইবোনদের সাথে সংলাপ : আমাদের ধর্মীয় বিষয় নিয়ে যখন অন্যান্য ধর্মের ভাই-বোনদের সাথে আলোচনা করি, তখন সেটাকে আমরা ধর্মীয় সংলাপ বলি। এর মধ্য দিয়ে আমরা পরস্পরের ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধের আদান-প্রদান করি। ফলে একে অপরের ধর্ম ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে সম্মান করতে শিখি। এই ধর্মীয় সংলাপ বা আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা অন্য ধর্মানুসারীদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করি। আবার তাদের কাছে খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধগুলোকে তুলে ধরতে পারি।

৪.৬ বিবেক গঠনের মাধ্যমে মানব উন্নয়নঃ খ্রিষ্টমণ্ডলীর মূল দায়িত্ব হলো মঙ্গলসমাচারের মূল্যবোধ অনুসারে মানুষের বিবেক গঠন করা। মানুষের ঘুমন্ত বিবেককে জাগ্রত করা। এর মধ্য দিয়ে মানুষকে খাঁটি মানুষ হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করা। খ্রিষ্টমণ্ডলী স্কুল, কলেজ, কারিগরি শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্র এবং এ ধরনের অন্যান্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে। এগুলোর মাধ্যমে মণ্ডলী মানুষের সুস্থ বিবেক গঠন, চিন্তাধারা ও আচার আচরণের উন্নয়ন করে থাকে।

খ্রিষ্টভক্তকে ব্যক্তিগত এবং সামাজিকভাবে এই দায়িত্বটি পালন করতে দেওয়া হয়েছে। আমরা ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধগুলো অনুসারে জীবন যাপন করার মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালন করতে পারি। কারণ এই ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধগুলো দ্বারা আমরা একে অপরকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে শিখি। একে অন্যকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে সত্যিকার ভাই-বোন হয়ে উঠার অনুপ্রেরণাও লাভ করি।

৪.৭ ভালোবাসা, প্রেরণকর্মের উৎস ও বিধান : প্রভু যীশু তাঁর প্রচার জীবনে দরিদ্র, অভাবী, নির্যাতিত ভাই-বোনদের পক্ষ সমর্থন করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি আমাদেরকে তাদের পাশে দাঁড়াবার শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা সবাই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট। খ্রিষ্টমণ্ডলীও যীশুর শিক্ষা অনুসরণ করে দীন-দরিদ্র ও নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়াবার আহ্বান পেয়েছে। আমাদের দায়িত্ব হলো দরিদ্রদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করা। আমাদের যাজক, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী ও সকল ভক্তজনগণ অনেক সেবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের অমূল্য

২০২০

সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। বিশেষভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য দূরীকরণ, কুষ্ঠাশ্রম, প্রতিবন্ধী সেবাকেন্দ্র, বয়স্ক সেবাকেন্দ্র ইত্যাদির মাধ্যমে তারা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। আমরাও যেন আমাদের যার যার কর্মস্থলে থেকে দরিদ্র ও অভাবী ভাই-বোনদের সেবা করি। এভাবে যেন যীশুর ভালোবাসা অন্যের কাছে তুলে ধরি।

কাজ : তুমি তোমার জীবনে কখনো দরিদ্র ও অভাবীদের জন্য কোনো দয়ার কাজ করে থাকলে তা দলে অন্যদের সাথে সহভাগিতা কর।

পাঠ ৫ : প্রেরণকর্মের প্রভাব

ভালো গাছ যেমন ভালো ফল দেয়, তেমনি ভালো কাজেরও ভালো ফল আছে। ঈশ্বরের কাজের ফল তো অবশ্যই ভালো হবে। ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রিষ্ট মণ্ডলী স্থাপন করেছেন। তিনি নিজে মণ্ডলীর মস্তক। তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকে অর্থাৎ তাঁর শিষ্যদের ও সকল ভক্তদেরকে তিনি প্রেরণকাজের দায়িত্ব দিয়েছেন। একেকজনকে একেক দায়িত্ব দিয়ে তিনি প্রেরণ করেছেন। এই প্রেরণকাজগুলো সম্পর্কে আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। আমাদের দেশে খ্রিষ্টের প্রেরণকাজগুলো করার জন্য ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্ট মণ্ডলীগুলোতে দেশি ও বিদেশি অনেক কর্মী নিয়োজিত রয়েছেন। এসব প্রতিষ্ঠানে ৩৫০ জনেরও অধিক যাজক, ১০০ জনেরও বেশি ব্রাদার, ১১০০ জনেরও বেশি সিস্টার কাজ করছেন। এছাড়া অসংখ্য খ্রিষ্টভক্ত এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেশ সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন। খ্রিষ্টের প্রেরণকাজগুলোর প্রভাব বা ফলগুলো কী, সেসব বিষয়ে আমরা এবার আলোচনা করব। আমরা দেখবো স্কুল-কলেজের শিক্ষা, যুব গঠন, মূল্যবোধ গঠন, স্বাস্থ্যসেবা, আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন, পারিবারিক উন্নয়ন এবং এ রকম আরও অনেক বিষয়ে মণ্ডলীর কাজের প্রভাব বিস্তৃত হচ্ছে।

৫.১ শিক্ষা বিস্তার : খ্রিষ্টমণ্ডলী সারা দেশে প্রায় ২৫০টি প্রাইমারি স্কুল, ৫০টির অধিক হাইস্কুল, বেশ কয়েকটি কলেজ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, প্রায় ৫০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, অনাথাশ্রম এবং অনেক হস্তশিল্প শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করে আসছে। খুব শীঘ্রই মণ্ডলী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার বিষয়ও চিন্তাভাবনা করছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বহুদিন যাবৎ শিক্ষা বিস্তার কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। এগুলোর মধ্য দিয়ে প্রতিবছর আমাদের দেশের অগণিত শিক্ষার্থী যথাযথ জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পাচ্ছে। এরপর তারা দেশে ও বিদেশে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে মেধার বিকাশ ঘটাতে পারছে। তারা দেশ ও বিশ্বের সম্পদ হিসেবে বৃদ্ধি লাভ করতে পারছে।

৫.২ মূল্যবোধের গঠন : খ্রিষ্টমণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মানুষের সার্বিক গঠনের উপর জোর দিয়ে থাকে। এখানে জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি মানবীয় ও নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় আরও নানান মূল্যবোধের শিক্ষা দিয়ে থাকে। মানুষকে প্রকৃত মানুষ হওয়ার উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

৫.৩ স্বাস্থ্যসেবা : দেশের শহর ও গ্রামের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার জন্য মণ্ডলী ৭০টিরও বেশি হাসপাতাল, ডিসপেন্সারি, ক্লিনিক, কুষ্ঠাশ্রম, রোগীদের আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনা করে আসছে। এগুলোর মধ্য দিয়ে প্রতিদিন অগণিত দরিদ্র মানুষ বিনা পয়সায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নামে মাত্র খরচে চিকিৎসা পেয়ে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে এই মানুষেরা সামান্য হলেও যীশুর নিরাময়কারী স্পর্শ পেতে পারছে।

৫.৪ আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন কর্ম : খ্রিষ্টমণ্ডলী আমাদের দেশে বেশ কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে। এর মধ্যে কারিতাস, সিসিডিবি ও কৈননিয়া প্রধান। আর্থিক উন্নয়নের জন্য ক্রেডিট ইউনিয়ন ও কাল্‌বের নাম উল্লেখযোগ্য। সামাজিক উন্নয়নের জন্য খ্রিষ্টান হাউজিং সোসাইটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। এ ছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোগে আরও অসংখ্য প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। এগুলোর মাধ্যমে দেশের আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে প্রতিবছর অগণিত মানুষ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা পেয়ে চলছে। ক্রেডিট ইউনিয়ন ও কাল্‌ব অসংখ্য দীন-দরিদ্র মানুষের জীবনে উন্নয়ন এনে দিচ্ছে।

৫.৫ পরিবার উন্নয়ন: খ্রিষ্টমণ্ডলীর পরিচালনায় সুন্দর পরিবার গঠনের উপর জোর দেওয়া হয়। সারা দেশে হাজার হাজার পরিবারে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যেকার সুসম্পর্ক বজায় রাখার কাজে মণ্ডলী অবিরাম সেবা দিয়ে যাচ্ছে। এভাবে খ্রিষ্টমণ্ডলী দেশ ও জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

কাজ : যেকোনো একটি সেবাকাজ, যা মণ্ডলী করছে, কয়েকজন মিলে তা অভিনয় করে দেখাও।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. তোমরা .... সর্বত্রই যাও।

২. খ্রিষ্ট বিশ্বাসী .... প্রচার কাজে অংশগ্রহণ করে।

৩. যীশু পর পর .... পিতরকে এই কথা বলেছিলেন।

৪. ঈশ্বর মানুষের .... ক্ষমা করবেন।

৫. যীশুর নামে দীক্ষাস্নান .... করল।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
১. যীশু খ্রিষ্ট যাতনাভোগ ও	▪ মঙ্গলসমাচার বিশ্বাস কর
২. জগতের মানুষের জন্য	▪ তারা দীক্ষাস্নানও গ্রহণ করে
৩. তোমরা মন ফেরাও এবং	▪ মৃত্যুবরণ করেছেন
৪. যারা মন পরিবর্তন করে	▪ জাগ্রত করা
৫. মানুষের ঘুমন্ত বিবেককে	▪ একটি সুখবর
	▪ দায়িত্ব পালন করতে পারি

২০২০

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. হিব্রু ভাষার ‘কাহাল’ শব্দটির বাংলা অর্থ-

ক. জনগণ খ. ঐশ জনগণ

গ. খ্রিষ্টীয় পরিবার ঘ. ধর্মপল্লী

২. খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?

ক. বাপ্তিস্ম দেওয়া খ. দান করা

গ. সেবা করা ঘ. বাণী প্রচার করা

৩. খ্রিষ্টমণ্ডলীর সেবা কাজের দায়িত্ব কাদের?

ক. শুধু মণ্ডলীর পরিচালকদের খ. ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার ও কাটেখিস্টদের

গ. প্রত্যেক খ্রিষ্টভক্তের ঘ. শুধু মা-বাবাদের

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

জন, রানা ও আকাশ তিন ধর্মের তিন বন্ধু টিফিন পিরিয়ডের সময় আলাপ করছে। জন বলল, এবার বড়দিনে আমি আমার উপহারের টাকা দিয়ে একজন গরিব মেয়েকে একটি খাতা কিনে দিয়েছি। রানা বলল, আমিও এবার কোরবানি ঈদে আমাদের পাশের বাড়ির একজন ছেলেকে শার্ট দিয়েছি। তখন আনন্দের সাথে আকাশও বলল, এবার পুজোয় আমি কিছু খাবার কিনে একজন গরিব বাচ্চাকে সাহায্য করেছি। তারা তখন একে অপরের সাথে তাদের ধর্মীয় উৎসবগুলো কীভাবে পালিত হয়, তাও আনন্দের সাথে সহভাগিতা করতে লাগল।

৪. তিন বন্ধুর ধর্মীয় সংলাপ আমাদের যে শিক্ষা দেয় তা হলো-

i. প্রতিটি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা

ii. ধর্মীয় সম্প্রীতি বৃদ্ধি

iii. ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

২০২০

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সাগর একজন নামকরা ও সুপরিচিত প্রচারক। কোন এক বড় সভায় তিনি মন পরিবর্তন সম্পর্কে প্রচার করলেন। তার প্রচার শুনে অনেকেই মন পরিবর্তন করল ও দীক্ষাস্নান গ্রহণ করল। তিনি প্রার্থনার মাধ্যমে রোগীদেরও সুস্থ করলেন।

ক. যীশুর কোন শিষ্যের মধ্যে দৃঢ়বিশ্বাস ছিল?

খ. কীভাবে পরিত্রাণ লাভ করা যায়?

গ. তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন শিক্ষার আলোকে সাগর এ ধরনের কাজ করেছিলেন?

ঘ. 'সাগরের প্রচারকাজ ও প্রেরিত শিষ্যদের প্রচারকাজ যেন একই সূত্রে গাঁথা' .... উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

২. শুভ খ্রিষ্টান সমাজের একজন বড় কর্মকর্তা। নিজের চেষ্টায় একটি সংস্থা গঠন করলেন। দিনরাত তিনি কাজ করেছেন এ সংস্থার জন্য। এ সংস্থার মাধ্যমে মানুষের জীবনে উন্নয়ন এনে দিয়েছে। শিক্ষা বিস্তারেও কাজ করছে।

ক. যীশু কাদের নিয়ে তাঁর প্রচার কাজ শুরু করেন?

খ. কখন মণ্ডলীর জনগণ ফলহীন হয়ে পড়ে?

গ. শুভ কোন শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে সংস্থাটি গঠন করেন?

ঘ. শুভর সংস্থা যেন খ্রিষ্টমণ্ডলীর মতো – মূল্যায়ন কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মণ্ডলী কী?

২. যীশুর স্বর্গারোহণের পর শিষ্যগণ কোথায় ছিলেন?

৩. পবিত্র আত্মাকে লাভ করে শিষ্যদের কী অবস্থা হয়েছিল?

৪. পিতরের বক্তব্য শুনে উপস্থিত লোকদের অবস্থা কেমন হয়েছিল?

৫. যীশু তাঁর শিষ্যদের কেন প্রেরণ করেছিলেন?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. খ্রিষ্টমণ্ডলীর জন্মের কাহিনীটি বর্ণনা কর।

২. খ্রিষ্টমণ্ডলীর যেকোনো দুটি প্রেরণকর্ম বর্ণনা কর।

৩. শিক্ষাবিস্তার ও স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে মণ্ডলীর প্রভাব বর্ণনা কর।

২০২০

নবম অধ্যায়

সত্যবাদিতা, শৃঙ্খলা ও সেবা

সত্যবাদিতা, শৃঙ্খলা ও সেবা – এগুলো হলো মূল্যবোধ। 'মূল্যবোধ' কথার অর্থ মূল্যবান, মর্যাদাবান বা শক্তিশালী হওয়া। আমাদের আগেকার জানা বিষয়ের চেয়ে বেশি মূল্যবান বা বেশি প্রিয় বিষয়গুলো আমাদের জন্য মূল্যবোধ। মূল্যবোধের মধ্যে গুণ আছে বলেই আমরা এটাকে ভালোবাসি। এর মধ্যে যা থাকে তা এত বেশি মূল্যবান যে এইগুণকে আমরা নিজের জীবনের জন্য ধরে রাখতে চাই। মূল্যবোধ ধরে রাখার জন্য মানুষ কষ্টভোগ করতে রাজি হয়, এমনকি প্রয়োজনবোধে জীবন দিতেও প্রস্তুত থাকে। আমরা খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধের শিক্ষায় জীবন গঠন করতে চাই। কারণ এগুলো শিক্ষার মধ্য দিয়ে আমরা ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে সকল মানুষকে ভালোবাসতে ও শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা করি। এই শিক্ষা লাভ করে আমরা নিঃস্বার্থভাবে দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করতে চাই।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- সত্যবাদিতা সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব
- সত্যবাদী হওয়ার দশটি উপায় বর্ণনা করতে পারব
- ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সত্যবাদিতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব
- শৃঙ্খলা সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা বর্ণনা বলতে পারব
- শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন গঠন করার উপায় বর্ণনা করতে পারব
- শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনের উপকারিতা ব্যাখ্যা করতে পারব
- সেবা সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব
- পরিবার, সমাজ, মণ্ডলী ও রাষ্ট্রে সেবার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- পরিবার, সমাজ, মণ্ডলী ও রাষ্ট্রের সেবা করার উপায় বর্ণনা করতে পারব
- চিন্তায়, কথায় ও কাজে সত্যবাদী হবো
- সুশৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হবো
- গরিব-দুঃখী ও অসহায়দের প্রতি সেবার মনোভাব গড়ে তুলব।

২০২০

পাঠ ১: সত্যবাদিতা

সত্যবাদিতা অর্থ হলো সত্য কথা বলা। সত্যবাদিতা বলতে বিশ্বস্ত, বিশ্বাসযোগ্য, মর্যাদাবান, পক্ষপাতহীন, খাঁটি ও আচরণে সরল মানুষকে বোঝায়।

ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার অষ্টম আজ্ঞায় আছে: 'তোমার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যাসাক্ষ্য দিবে না' (যাত্রা ২০:১৬)। মিথ্যাসাক্ষ্য না দেওয়ার মাধ্যমে বোঝায় সত্যবাদিতা, অর্থাৎ সর্বদা সত্য কথা বলা। যে ব্যক্তি সত্য কথা বলে সে সত্য মানুষ হয়। যে মানুষ সত্য, সে সর্বদা সত্য কথা বলে। ঈশ্বর সত্যময়। আমাদের জানা ও পরিচিত সত্য বিষয়গুলো সত্যময় ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে। যারা সত্য কথা বলে তারা সত্যময় ঈশ্বরের সাক্ষ্য দেয়। তারা নিজের জীবনে সত্য কামনা করে। সত্য কামনা করার অর্থ হলো সর্বদা সত্যকে ভালোবাসা। সত্যকে ভালোবাসার অর্থ হলো সত্য কথা বলার বা সত্য মানুষ হওয়ার ফল গ্রহণ করা। অর্থাৎ সত্যকে ভালোবাসার ফলে যদি পুরস্কার পাওয়া যায়, তা তো আমরা অবশ্যই গ্রহণ করি। কিন্তু যদি আমাদের অপমান বা অত্যাচার সহ্য করতে হয়, তবে তা-ও গ্রহণ করতে হবে।

যারা মিথ্যা কথা বলে বা মিথ্যার আশ্রয় নেয়, তারা সত্যের বিরুদ্ধে পাপ করে। তারা সত্যময় ঈশ্বরের অপমান করে। মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ার অর্থ অনৈতিক কাজ করা। যে কাজগুলো তাদের করা উচিত নয়, তারা তা-ই করে। এভাবে তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অবিশ্বস্ত হয়। এর মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়।

একজন সত্যবাদী শিক্ষার্থী:

ক) সর্বদা সত্য কথা বলে, এর ফলে তার কোনো কষ্ট ভোগ করতে হবে কি না তা নিয়ে সে চিন্তা করে না।

খ) নিজের অনুভূতি অন্যের সাথে সহভাগিতা করে।

গ) নিজের মতামত প্রকাশের সময় অন্যেরা যেন আঘাত না পায় এমন সুরে কথা বলে।

ঘ) ইতিবাচকভাবে এবং একই সাথে ভালো ও মন্দ– দুই দিক বিচার-বিশ্লেষণ করে নিজের মতামত প্রকাশ করে।

ঙ) শুধু প্রয়োজন হলে অন্যের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করে।

চ) সত্য কথা বলার পর তার ভিতরে কোন অপরাধবোধ থাকে না।

ছ) সহপাঠীদের ও শিক্ষকদের ভালো করে জানে ও তাদের জন্য সেবার কাজ করে।

উদাহরণ : সান্ত্বনা নামে ষষ্ঠ শ্রেণির এক শিক্ষার্থী ছিল। সে একদিন তার স্কুলের টিফিনের সময় বারান্দায় একটি সুন্দর ঘড়ি পেল। সেটা পেয়ে সে তার শিক্ষকের কাছে জমা দিল। ক্লাস চলাকালে শেলী কান্নাকাটি করছিল। কারণ সে একটা ঘড়ি হারিয়ে ফেলেছে। ঐ ঘড়িটা তার মা তাকে বড়দিনের উপহার হিসেবে দিয়েছিল। শিক্ষক বুঝতে পারলেন ঐ ঘড়িটা শেলীরই। তখন তিনি শেলীকে ঘড়িটা দিলেন। তাতে তার কান্নাও থেমে গেল। শিক্ষক শেলীকে বললেন সে যেন সান্ত্বনাকে ঘড়িটা পেয়ে জমা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানায়। শেলী সান্ত্বনাকে জড়িয়ে ধরে তাকে ধন্যবাদ দিল ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল।

সত্য মানুষ সমাজের অন্যান্য মানুষের সাথে সুসম্পর্ক রচনা করতে পারে। যারা সত্য বলে তাদের অন্তরে কোনো ভয় থাকে না। কিন্তু যারা মিথ্যার আশ্রয় নেয় তারা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। সত্যের প্রতি ভালোবাসা যত বৃদ্ধি পায়, মানুষের মনের ভয়ও তত পরিমাণে দূরীভূত হয়।

উদাহরণ: সুব্রত আর জনি একই ক্লাসে পড়ে। তাদের শিক্ষক তাদেরকে ক্লাসরুমে সব বিষয় খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে দেন। কিন্তু জনি তার মা-বাবাকে বলল যে তার শিক্ষক স্কুলে ভালো করে পড়ান না। তাই তার প্রাইভেট পড়তে হবে। তার বাবা তাকে প্রতি মাসে টাকা দিত। সে তা নিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে জুয়া খেলত। ক্লাসে এসে সে খুব চুপচাপ থাকত। অন্য কারও সাথে মেলামেশা করত না। তার চোখেমুখে তাকালে বোঝা যেত যে সে সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকে। অন্যদিকে সুব্রত এ রকম কোনো কাজ করত না। সে সবসময় হাসিখুশি থাকত। সকলের সাথে সে মেলামেশা করতে পারত। তার মনে কোনো ভয় ছিল না।

কাজ : কোন কোন কাজকে মিথ্যার কাজ আর কোন কোন কাজকে সত্যের কাজ বলা যায় তা প্রথমে নিজের খাতায় তালিকাবদ্ধ কর এবং পরে ছোট ছোট দলে অন্যদের সাথে সহভাগিতা কর।

পাঠ ২: সত্যবাদী হওয়ার উপায়

ঈশ্বর সকল সত্যের উৎস। অর্থাৎ তাঁর কাছ থেকেই সত্য আসে। তাঁর বাক্য সত্য। তিনি পবিত্র বাইবেলে যা বলেছেন, সবই সত্য। পবিত্র বাইবেলের মাধ্যমে তিনি আমাদের জন্য যে আজ্ঞাগুলো দিয়েছেন তার সবই সত্য। তিনি চিরকাল বিশ্বস্ত। অর্থাৎ তাঁকে বিশ্বাস করা যায় কারণ তিনি যা বলেন তা করেন। যেহেতু ঈশ্বর সত্য, সেহেতু তিনি তাঁর সকল জনগণকে সত্য জীবন যাপন করার আহ্বান জানান। যেমন : ইস্রায়েল জাতিকে তিনি আজ্ঞাগুলো দিয়ে বলেছিলেন, তারা যদি তাঁর আজ্ঞাগুলো মেনে চলে, তবে তিনি তাদের সবসময় রক্ষা করবেন। তিনি তাঁর সেই কথা রেখেছিলেন। সব সময় তিনি তাদের পাশে পাশে ছিলেন।

খ্রিষ্টের মধ্যেই ঈশ্বরের সকল সত্য প্রকাশিত হয়েছে। খ্রিষ্ট এসেছেন জগতের আলো হয়ে। তিনি বলেন, যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাসী, তারা অন্ধকারে থাকতে পারে না। অন্ধকারের পথ হলো মন্দতার পথ। আলোর পথ হলো পবিত্রতার পথ। তিনি সত্যে পরিপূর্ণ। তিনি পরম সত্য। তিনি বলেন, তোমরা সত্যকে জানতে পারবে, আর সত্য তোমাদের মুক্ত করবে। যীশুকে অনুসরণ করার অর্থ হলো সত্যময় আত্মা, অর্থাৎ পবিত্র আত্মার দ্বারা চালিত হয়ে জীবন যাপন করা। যীশু খ্রিষ্ট হলেন ঈশ্বরের পুত্র। তাঁকে পিতা ঈশ্বর পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। খ্রিষ্ট আমাদেরকে সত্যের পথে পরিচালনা করেন।

একজন শিক্ষার্থীকে সত্যবাদী বলা যায় যখন সে:

ক) নিজের বাড়ির কাজ সঠিকভাবে ও যথাসময়ে করে।

খ) বাড়ির কাজ করেছে কি না, সেই বিষয়ে বন্ধুর সাথে সত্য কথা বলে।

গ) বাড়ির কাজ করতে না পারলে শিক্ষকের কাছে তার প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা করে।

ঘ) পরীক্ষার সময় নকল করে না, নিজে যা জানে তা-ই লিখে, অন্য কারও খাতার দিকে তাকায় না।

ঙ) বিদ্যালয়ে কোনো দায়িত্ব পালনের কথা থাকলে তা যথাযথভাবে করে।

চ) কেউ ভুল করে বেশি টাকা বা জিনিস দিলে তা ফেরত দেয়।

ছ) ভুল করলে অকপটে তা স্বীকার করে।

জ) বন্ধুর কোনো গোপন কথা অন্য কারও কাছে বলে না।

ঝ) কারও টাকা পেলে তা অফিসে জমা দেয়, যেন প্রকৃত মালিক তা পেতে পারে।

প্রত্যেক মানুষকে ঈশ্বর বিবেক দিয়েছেন। সেই বিবেক দ্বারা মানুষ বুঝতে পারে কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা। বিবেক মানুষের অন্তরের মধ্যে কথা বলে। যারা বিবেকের কণ্ঠস্বর শোনে ও সেইমতো কাজ করে, তারা সব সময় সত্য কথা বলতে পারে। তারা সত্য মানুষ হয়।

সব মানুষ সত্যময় সমাজে বাস করতে চায়। কারণ সত্যের সমাজে প্রকৃত সুখ ও আনন্দ পাওয়া যায়। মিথ্যার সমাজে সব সময় ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি, পরস্পরকে দোষ দেওয়া এবং এ রকম বিভিন্ন কিছু লেগেই থাকে। সাধু টমাস আকুইনাস বলেছেন, যারা একে অন্যের প্রতি সত্যবাদী, তারা পরস্পরের উপর আস্থা রাখে। সত্যবাদী মানুষেরাই একসাথে সুন্দর সমাজ গড়তে পারে। অনেক সময় ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত উদ্যোগে নানা সংঘ-সমিতি ও প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। যেগুলো সত্যবাদী মানুষেরা পরিচালনা করে, সেগুলো টিকে থাকে। কিন্তু যেসব সংঘ-সমিতি ও প্রতিষ্ঠানে পরিচালকদের মধ্যে অসত্য ও অন্যায় প্রাধান্য পায় সেগুলো বেশিদিন টিকে না।

কাজ : ১. কীভাবে সত্যময় জীবন গঠন করা যায় তা ছোট ছোট দলে আলোচনা কর।

কাজ : ২. চারজন চারজন করে দলে বসে খুঁজে বের করবে : কোন কোন পথ আলোর পথ, আর কোন কোন পথ অন্ধকারের পথ।

অধিকতর সত্যবাদী হওয়ার দশটি উপায়

ক) সত্যবাদী হওয়ার জন্য নিজে নিজে অঙ্গীকার বা প্রতিজ্ঞা কর এবং তা মেনে চল।

খ) একজন গুরুকে বেছে নাও। তুমি যে অঙ্গীকার বা প্রতিজ্ঞা মেনে চলার চেষ্টা করছ এবং কতখানি উন্নতি হচ্ছে তা তাঁকে জানাও।

গ) কখনো কোন স্থানে বা কারও কাছে কোনো অসত্য কথা, ব্যাখ্যা বলার পূর্বে কয়েকবার চিন্তা কর।

ঘ) কথা বা তথ্য অতিরঞ্জিত করা, কাউকে আঘাত দিয়ে কথা বলা, কটুক্তি করা ইত্যাদির ব্যাপারে সাবধান হও।

ঙ) সত্যকে মিথ্যা বানিয়ে বলা বা অর্ধেক সত্য ও অর্ধেক মিথ্যাজাতীয় কথা বলার ব্যাপারে সাবধান থাক।

চ) মিথ্যা দিয়ে সত্যকে ঢাকার চেষ্টা কোরো না।

ছ) আনন্দের জন্য হলেও কোনো মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাক।

জ) যখন সত্য কথা বলা দরকার, তখন নীরব থেকো না। মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিও না।

ঝ) যদি কখনো মিথ্যা বলেছ বলে মনে কর, তবে সঙ্গে সঙ্গে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ কর ও সত্য কথা বল।

ঞ) নির্জনে নিজের মনের সাথে নিজে আলাপ করে ঠিক কর কোন সময় কোন কাজটি করা তোমার জন্য সবচেয়ে ভালো।

কাজ : দলের মধ্যে 'সত্যের জয়' অথবা 'অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি'- এর ওপর একটা ছোট অভিনয় প্রস্তুত কর ও ক্লাসে প্রদর্শন কর।

পাঠ ৩ : ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সত্যবাদিতার গুরুত্ব

সত্য কোনো দিন গোপন থাকে না। কারণ সত্য হলো আলোর মতো। আলো জ্বালালে যেমন অন্ধকার দূর হয়ে যায়, তেমনি সত্য প্রকাশ পেলে মিথ্যাও টিকতে পারে না। সত্যবাদিতা ব্যক্তিজীবনের জন্য একটি অন্যতম মহান গুণ। সমাজে সত্যবাদী ব্যক্তিকে সবাই শ্রদ্ধা করে। সত্যবাদী ব্যক্তি যেকোনো সমাজের মুকুটস্বরূপ। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সত্যবাদিতার গুরুত্ব আবশ্যক। আজকে যে শিক্ষার্থী, কাল সে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে সমাজ ও দেশের কল্যাণে কাজ করবে। ব্যক্তি নিজের, সমাজের এবং রাষ্ট্রের জন্য নিম্নোক্তভাবে সত্যবাদিতার বীজ বপন করতে পারে:

ক) প্রার্থনাপূর্ণ জীবনযাপনের মাধ্যমে মন পবিত্র রেখে।

খ) চিন্তা ও কাজের মাধ্যমে সত্যবাদিতা প্রকাশ করে।

গ) ঘরে-বাইরে সব সময় সত্য কথা বলে।

ঘ) নিত্যপ্রয়োজনীয় কেনাকাটায়, লেনদেনে সততার প্রমাণ দিয়ে।

ঙ) নিজের যেকোনো দোষ অকপটে স্বীকার করে।

চ) সমাজের সবার সাথে সুন্দর আচরণ করে।

ছ) সমাজে সত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিরামহীনভাবে কাজ করার মাধ্যমে।

জ) রাষ্ট্রের কোনো কাজে ঘুষ বা কমিশন দেওয়া ও নেওয়া থেকে বিরত থেকে।

ঝ) সৎ জীবিকা দ্বারা সংসার চালনা করে।

ঞ) রাষ্ট্রের নিয়মকানুন মেনে সবকিছুতে সত্য স্থাপনে আগ্রহী হয়ে।

মিঃ সুরেশ উপশহর এলাকায় একজন মধ্যমানের মুদি দোকানদার। তিনি সুনামের সাথে দীর্ঘ পনের বছর ধরে এই ব্যবসা করছেন। আশেপাশে একই ধরনের অনেক দোকান থাকা সত্ত্বেও লোকজন সুরেশদার দোকান থেকেই কেনাকাটা বেশি করেন। মজার ও অবাক হওয়ার ঘটনা ঘটে প্রতি রবিবার দিন। সুরেশদা রবিবার সকালের খ্রিষ্টযাগে যোগদান করে, তাই দোকান খুলতে সকাল আটটা বেজে যায়। তিনি দোকানে এসে দেখতে পান অনেক ক্রেতা দোকান খোলার অপেক্ষায় আছেন। তাদের মধ্যে কেউ এক ঘণ্টার

বেশি সময় ধরে অপেক্ষা করছেন। সুরেশদা দোকান চালাতে কোনো ম্যাজিক জানেন না অথচ অনেক ক্রেতা তার দোকানে। কেন? এই রহস্য জানতে সুরেশের স্কুলজীবনের বন্ধু রনি তাকে প্রশ্ন করেছিল, কী কারণে এত বেশি ক্রেতা তোমার দোকানে আসে? উত্তরে সুরেশদা বলেন, 'আমি ক্রেতাদের কাছ থেকে সঠিক দাম রাখি, মাপ ঠিক দেই এবং সততার সাথে ব্যবসা করি।'

সত্যবাদিতার পুরস্কার ঈশ্বর আমাদের প্রচুর পরিমাণে দেন, যেমনটি সুরেশদাকে দিয়েছেন। সত্যের জয় একদিন হয়ই। সত্যবাদিতায় জীবনযাপন করে আমরাও এর সুফল জীবনে গ্রহণ করব।

কাজ : সমাজে ও রাষ্ট্রে সত্যবাদিতা প্রতিষ্ঠা করতে আমাদের কোন ধরনের কাজ এখন থেকেই করতে হবে?

পাঠ ৪ : শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন গঠনের উপায়

শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন আমাদের সকলের জন্যই অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের জীবন আমাদের অবশ্যই গঠন করতে হবে। কিন্তু তা গঠনের পূর্বে আমাদের একটু ভালো করে শৃঙ্খলাবোধ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। শৃঙ্খলাবোধ বলতে বোঝায় আত্মসংযম, আত্মশাসন, আত্মনিয়ন্ত্রণ। এর দ্বারা আমরা আরও বুঝি আত্মনির্ভরতা ও স্বাধীনতা। সেই সব শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলাবোধ আছে যারা:

ক) যথাসময়ে ও সঠিকভাবে তাদের বাড়ির কাজ সম্পন্ন করে।
খ) একটা কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত লেগে থাকে।
গ) একটা কাজ শেষ হলে আরেকটা কাজ যোগাড় করে নেয়।
ঘ) নিজের ব্যক্তিগত জীবন সঠিক পথে পরিচালনা করে।
ঙ) যাদের সাথে বাস করে সেই সমাজের লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে।
চ) একবার কাজে সফলতা না আসলে বারবার চেষ্টা করে।
ছ) বন্ধুদের চাপে পড়ে কোনো কাজ করে না, বরং নিজের বিবেক যা বলে তা মেনে চলে।
জ) উৎপাদনশীল কাজে অর্থাৎ যে কাজ দিয়ে নিজের ও সমাজের উন্নয়ন হয়, তা করে।
ঝ) ধ্বংসাত্মক কাজ অর্থাৎ যে কাজ নিজের ও সমাজের ধ্বংস ডেকে আনে, তা পরিহার করে চলে।
ঞ) নিজের মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে চলে।

আমরা যদি দৃঢ় শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন গড়ে তুলতে ইচ্ছা করি, তবে আমাদের নিম্নোক্ত কাজগুলো করা দরকার:

ক) দৃঢ়সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর যে তুমি অবশ্যই একজন দৃঢ় শৃঙ্খলাপূর্ণ মানুষ হতে ইচ্ছা কর। তোমার এই আকাঙ্ক্ষাই তোমাকে শৃঙ্খলার পথে চলতে অনুপ্রাণিত করবে।
খ) ব্যক্তিগতভাবে প্রতিজ্ঞা কর যে তুমি প্রতিদিন নিজের মধ্যে কিছু কিছু গুণ বপন করবে এবং সেগুলো শক্তিশালী করে তুলবে।
গ) কোনটা ভালো ও সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং কোনটা মন্দ ও সমাজে গ্রহণযোগ্য নয়, তা ভালো করে জানতে থাক।
ঘ) কর্তৃপক্ষের কাছে সব সময় জবাবদিহি করার অভ্যাস রাখ। নিজের ভালো বা মন্দ কাজের যেকোনো ফল গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাক। নিজের ভুলের জন্য অন্যকে দোষারোপ কোরো না।

ঙ) শৃঙ্খলা চর্চা বা অনুশীলন করতে থাক। কারণ অনুশীলন করতে করতে মানুষ উন্নতি করতে পারে। সারা দিনের জন্য একটা রুটিন প্রস্তুত কর এবং সে অনুসারে চলার আপ্রাণ চেষ্টা কর।

চ) ক্ষতিকর অভ্যাস পরিহার করে চল। উদাহরণস্বরূপ মন্দ বই পড়া, মন্দ ফিল্ম দেখা, মন্দ বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক রাখা, ধুমপান করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাক।

ছ) যারা তোমার মতো শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন ভালোবাসে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব কর ও মাঝে মাঝে তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা কর।

পাঠ ৫ : পবিত্র বাইবেলে শৃঙ্খলাবিষয়ক শিক্ষা

শৃঙ্খলা আমাদের প্রত্যেকের জীবনে প্রয়োজন। ঈশ্বর বিশ্ব সৃষ্টি করে এখানে একটা নিয়ম-শৃঙ্খলা দিয়ে দিয়েছেন। তাঁর সেই শৃঙ্খলা মেনে চলে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র, সকল জীবজন্তু, প্রকৃতি ইত্যাদি। আমাদের দেহটাও তাঁর দেওয়া নিয়মের বাইরে গেলে অসুস্থ হয়ে যায়। কাজেই ঈশ্বরের নির্দেশে সবকিছু চলছে। তিনি পবিত্র বাইবেলে আমাদের জীবনটাকে শৃঙ্খলাপূর্ণভাবে পরিচালনার জন্য যথাযথ বাণী রেখেছেন। আমরা এখন সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। ঈশ্বরভক্তদের জীবনে বিভিন্ন ধরনের কষ্ট এসে থাকে। সেগুলো হলো : ঈশ্বরের কাছ থেকে শাসন ও তিরস্কার, ঈশ্বরের ন্যায়বিচার, পরিশোধনকারী পরীক্ষা ও দুঃখ-কষ্ট।

প্রথমত, ঈশ্বরের শাসন ও তিরস্কার। হিব্রুদের কাছে ধর্মপত্রে বলা হয়েছে : 'সন্তান আমার, প্রভুর শাসন তুচ্ছ কোরো না, তিনি তোমাকে ভর্ৎসনা করলে তুমি নিরাশ হয়ো না; কারণ প্রভু যাকে ভালোবাসেন, তাকে শাসন করেন, সন্তান বলে যাকে গ্রহণ করেন, তাকে শাস্তি দেন' (হিব্রু ১২:৫-৬)। আমাদের মা-বাবা আমাদের শাসন করেন, কারণ তারা আমাদের মঙ্গল চান। ঈশ্বর আমাদের শাসন করেন যেন আমাদের জীবন সুন্দর হয়; যেন আমরা তাঁর পথে চলি ও তাঁর মতো পবিত্র হই। শাসন আমাদের কাছে কখনো মিষ্টি লাগে না। কিন্তু পরে আমরা বুঝি যে তা আমাদের কল্যাণের জন্যই হয়েছে। তাই যোব-এর গ্রন্থে বলা হয়েছে : 'ঈশ্বর যাকে শাসন করেন, ধন্য ধন্য সেই মানুষ! তাই বলছি, সর্বশক্তিমানের দেওয়া শিক্ষা তুমি তুচ্ছ কোরো না। তিনি না হয় আঘাত করেন, কিন্তু ক্ষতস্থান বেঁধেও দেন। তিনি না হয় ব্যথা-ই দেন, কিন্তু সে ব্যথা সারিয়েও তোলেন' (যোব ৫:১৭-১৮)। প্রবচন গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে : 'নিজের পিতার দেওয়া সৎ শিক্ষা যে উপেক্ষা করে, সে তো নির্বোধ; সতর্কবাণীতে যে কান দেয়, সে বিচক্ষণ মানুষ' (প্রবচন ১৫:৫)। সাধু পলের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর বলেন : 'প্রভু যখন আমাদের বিচার করেন, তখন আমাদের শাসন করেন, যেন আমরা জগতের সঙ্গে বিচারাধীন না হই' (১করি ১১:৩২)।

দ্বিতীয়ত, আমরা যখন কোনো পাপ করি, তখন আমাদের বিবেকের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর কথা বলেন। তিনি আমাদের দোষটা ধরিয়ে দেন। তাই সাধু পল বলেন, 'নিজেদের ভুলিয়ো না, ঈশ্বরের সঙ্গে চালাকি করা চলে না। আসলে মানুষ যেমন বীজ বুনবে, ঠিক তেমন ফসলই পাবে' (গালা ৬:৭)। তিনি আরও বলেন, ঈশ্বর মঙ্গলময়, আবার একই সাথে তিনি কঠোর। অর্থাৎ তিনি সবকিছুই আমাদের মঙ্গলের জন্যই করেন। আমরা পাপ করলে শাস্তি পাই। এটা আমাদের পাপময় জীবনের পরিশোধন করার জন্য ঘটে। আবার মন পরিবর্তন করলে আনন্দের জীবনে ফিরে আসি।

কাজ : তোমার বিবেকের মধ্য দিয়ে তুমি কখনো ঈশ্বরের তিরস্কার শুনে থাকলে তা দলের সকলের সাথে সহভাগিতা কর।

পাঠ ৬: শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনের উপকারিতা

শৃঙ্খলাবিহীন জীবন রাডার বিহীন জাহাজের মতো। সমুদ্রে জাহাজে রাডার থাকলে যেমন জাহাজটি সঠিক স্থানে পৌঁছতে পারে, তেমনি জীবনে শৃঙ্খলা থাকলে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব হয়। শৃঙ্খলা থাকলে জীবনের অন্যান্য গুণগুলোও যথাযথভাবে প্রকাশ করা যায়, সেগুলো দিয়ে জীবন বিকশিত করা যায়। জীবনে সফল হতে হলে শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন গড়তে হবে। এরকম জীবনের ধারণা আমরা পেয়েছি পৃথিবীর মহান ব্যক্তিদের কাছ থেকে। তাঁদের জীবনে শৃঙ্খলা ছিল বলে তাঁরা মহান হতে পেরেছেন। যে খেলোয়াড়েরা শৃঙ্খলা মেনে খেলে, তাদের জয়ের আশা বেশি থাকে। কিন্তু খেলাধুলায় পারদর্শী হয়েও যারা বিশৃঙ্খলভাবে খেলে, তাদের হেরে যেতে হয়। যে বিদ্যালয়ের নিয়মশৃঙ্খলা ঠিকমতো চলে, সেখানে বার্ষিক ফলাফলও ভালো হয়। যে শিক্ষার্থী তার শিক্ষকের কথা মেনে চলে, সে শৃঙ্খলাপূর্ণ ব্যক্তি হতে পারে। পড়াশোনায় সে কৃতকার্যতা লাভ করতে পারবে। কিন্তু যে শিক্ষার্থী শিক্ষকের সুপরামর্শ অনুসারে চলে না, জীবনে তাকে ভীষণ কষ্টভোগ করতে হয়। যে কলকারখানা শৃঙ্খলাপূর্ণভাবে চলে, তাতে উৎপাদন বেশি হয়। রাস্তাঘাটে নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চললে দুর্ঘটনা কম হয়। সেনাবাহিনী নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চললে যুদ্ধে জয়ের আশা বেশি থাকে। সুস্বাস্থ্যের জন্যও নিয়মশৃঙ্খলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যারা খাওয়া-দাওয়া, ঘুম, বিশ্রাম, ব্যায়াম পরিশ্রম ইত্যাদি নিয়ম মেনে চলে, তাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। যে শিশুরা ছোটবেলা থেকেই শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনযাপন করে, তারা দেশের সুনাগরিক হতে পারে। সমাজে সুখী হতে হলে জীবনে শৃঙ্খলা আনতে হয়। আমরা যদি যার যার মতো করে চলি তবে সমাজটা একটা বিশৃঙ্খলপূর্ণ সমাজে পরিণত হবে। তখন সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি এবং সমাজ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে, পতনের মুখে পড়বে। আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করতে হলেও শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়। আত্মদমন বা আত্মশাসনের মাধ্যমে আত্মার মুক্তি আনয়ন সম্ভব। কারণ এর মাধ্যমে মানুষ তার সকল প্রকার কামনা-বাসনা জয় করতে পারে। স্বর্গে গিয়ে ঈশ্বরের সাথে মিলনের জন্য শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনযাপন করতে হবে।

পাঠ ৭ : সেবা সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা

একবার ফরিসিরা ও শাস্ত্রগুরুরা দল বেঁধে যীশুর কাছে এলেন তাঁকে কথার ফাঁদে ফেলার জন্য। তারা যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আদেশ কোনটি? যীশু উত্তরে বললেন, প্রথম আজ্ঞাটি হলো: তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে ও তোমার সমস্ত মন দিয়ে ভালোবাসবে। আর দ্বিতীয়টি হলো: তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসবে।

সাধু পল বলেন,'ভাইয়েরা আমার, তোমরা স্বাধীনতার জন্যই আহুত হয়েছ। শুধু দেখ, এই স্বাধীনতা যেন তোমাদের নিম্নতর স্বভাবটিকে কোন রকম সুযোগ না দেয় বরং ভালোবাসার মাধ্যমে পরস্পরের সেবা কর' (গালা ৫:১৩)।

সেবার মাধ্যমে ভালোবাসার প্রকাশ

উপরের দুটি শাস্ত্রাংশ অনুসারে আমরা বুঝতে পারি, ভালোবাসলে দায়িত্ব নিতে হয়। আর দায়িত্ব নেওয়ার অর্থই হলো সেবা করা। আমাদের সেবা হবে ঈশ্বরের ও প্রতিবেশীদের প্রতি। আমাদের প্রতিবেশী কে? এর উত্তর দিতে গিয়ে যীশু বলেছেন দয়ালু সামারীয়ের গল্প। সেই সামারীয় লোকটির মতোই আমাদের হতে হবে অন্যের সেবক। ভালোবাসা ও সেবা যে পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত, তা যীশু শুধু কথায় নয়, কাজেও দেখিয়েছেন। শিষ্যদের নিয়ে শেষ ভোজে বসে যীশু সেবার মহান আদর্শ দেখিয়ে গেছেন। তিনি শিষ্যদের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে তাঁদের পা ধুয়ে দিয়েছেন। তিনি তাঁদের বলেছেন, তোমাদের পা যদি আমি ধুয়ে না দিই তবে তোমাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্কই থাকে না। পা ধুয়ে দিয়ে তিনি তাঁদের একটি নতুন আদেশ দিলেন। তিনি তাঁদের প্রত্যেককে ভালোবাসতে বললেন, ঠিক যেমনটি করে তিনি তাঁদের ভালোবেসেছেন। এই আদর্শ দিয়েও তিনি দেখিয়েছেন, আমরা যদি পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা দেখাতে চাই তবে পরস্পরকে সেবা করতে হবে।

ভালোবাসা ও তার প্রকাশস্বরূপ সেবার উপর যীশু সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর শিক্ষানুসারে সেবার ভিত্তিতেই মৃত্যুর পর আমাদের শেষ বিচার হবে। তাই তিনি বলেছেন– যারা ক্ষুধার্তকে আহার দিবে, তৃষ্ণার্তকে পানীয় দিবে, আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দিবে, বস্ত্রহীনকে পোশাক দিবে, অসুস্থকে সেবা করবে, বন্দীকে দেখতে যাবে–সে-ই স্বর্গে যেতে পারবে। যারা এগুলো করবে না, তারা স্বর্গে যাবার অধিকার হারাবে।

প্রভু যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন– 'তোমাদের মধ্যে যে-কেউ বড় হতে চায়, তাকে তোমাদের সেবক হতে হবে, আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ প্রধান হতে চায়, তাকে হতে হবে তোমাদের দাস, ঠিক যেমন মানবপুত্র সেবা পেতে আসেননি, কিন্তু এসেছেন সেবা করতে ও তোমাদের মুক্তিমূল্য রূপে নিজের প্রাণ দিতে' (মথি ২০:২৬-২৮)।

সাধু পিতরকে প্রভু যীশু খ্রিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে গেছেন তাঁর মেষদের দেখাশোনা করতে। মণ্ডলীর প্রধান হিসেবে সাধু পিতর বুঝতে পেরেছিলেন ভালোবাসার গুরুত্ব। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, সেবার মধ্য দিয়েই ভালোবাসার সবচেয়ে উত্তম প্রকাশ ঘটানো সম্ভব। তাই তিনি মণ্ডলীর সবার উদ্দেশে বললেন, তোমরা পবিত্র আত্মার কাছ থেকে যে যেমন দান পেয়েছ, সে তত বেশি দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির মতো সকলের সেবা কোরো।

কাজ : তুমি কী কী সেবাকাজের মাধ্যমে ভালোবাসা প্রকাশ করতে পার, তা দলের অন্যদের সাথে সহভাগিতা কর।

পাঠ ৮ : পরিবার, সমাজ, মণ্ডলী ও রাষ্ট্রে সেবার গুরুত্ব

সেবার বিষয়ে বাইবেলের শিক্ষা থেকে আমরা পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারি যে, যীশুখ্রিষ্ট তার পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রের সেবাকাজ করেছেন। তার এই আদর্শ আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে যেন আমরাও একই সেবাকাজ চালিয়ে যেতে পারি। ক) পরিবার : যীশু ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত তার মা-বাবার সাথে থেকেছেন এবং

তাদের সব ধরনের কাজে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। তাদের বাধ্য এবং অনুগত থেকেছেন। মারীয়ার সাথে ঘরের কাজে এবং যোসেফের সাথে মিস্ত্রীর কাজে প্রতিনিয়ত সহায়তা করে তাদের সেবা যত্ন করেছেন। আমরাও সন্তান হিসেবে মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয় পরিজনদের সেবা যত্ন করতে পারি। তাদের পরামর্শ অনুসরণ করে সঠিকভাবে কাজ কর্ম সমাধা করে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা পোষণ করতে পারি।

খ) সমাজ : যীশু তার জীবনের বিভিন্ন আশ্চর্য কাজের মাধ্যমে সমাজের জনগণের সেবা করে গেছেন। আমরাও যীশুর আদর্শ অনুসরণ করে সমাজের বিভিন্ন সেবামূলক কাজে যেমন- অসুস্থ্যদের সেবাদান, গরিব-দুঃখীদের সাহায্য দান এবং নির্যাতিত-নিপীড়িত যারা তাদের সান্ত্বনা দান করে যেতে পারি।

গ) মন্ডলী: যীশু মন্ডলীতে বা সমাজ ঘরে আধ্যাত্মিক শিক্ষা দানের মাধ্যমে সেবা করেছেন। আমরাও নিয়মিত খ্রীষ্টযাগ বা প্রার্থনা অনুষ্ঠানে যোগদান করে এবং মন্ডলীর উন্নয়নমূলক কাজে বা মন্ডলীতে সেবারতদের জন্য টাকা-পয়সা দান করে মন্ডলীর বিভিন্ন সেবা কাজে অংশ নিতে পারি।

ঘ) রাষ্ট্র : যীশু গোটা মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য তার জীবন পর্যন্ত দান করেছেন। আমরা প্রতিদিনকার কর্মজীবনে রাষ্ট্রের জনগণের জন্য কাজ করতে পারি। আমাদের কর্মজীবনে বিশ্বস্ত ও আদর্শ জীবন যাপন করে, ধনী-গরীব ভেদাভেদ সৃষ্টি না করে, সবার সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করে আমরা রাষ্ট্রের সেবামূলক কাজে অংশ নিতে পারি।

যীশুর আদর্শ অনুসরণ করতেই আমরা আহুত হয়েছি। তাঁকে অনুসরণ করার অর্থ হলো তিনি যেভাবে জীবনযাপন করেছেন সেই একই আদর্শ নিজ জীবনে বাস্তবায়িত করা। তাই বলা যায় পরিবার, সমাজ, মণ্ডলী বা রাষ্ট্রের সেবার জন্য যেন আমাদের জীবন ব্যয় করি, আর তাতেই আমাদের জীবন হবে সুন্দর, সার্থক ও মঙ্গলময়।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. তোমার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে .... দিবে না।

২. সত্য কামনা করার অর্থ হলো সর্বদা সত্যকে ....।

৩. আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করতে হলেও .... মেনে চলতে হয়।

৪. তোমাদের মধ্যে যে কেউ বড় হতে চায়, তাকে তোমাদের .... হতে হবে।

৫. মণ্ডলীর প্রধান হিসেবে সাধু পিতর বুঝতে পেরেছিলেন .... গুরুত্ব।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
১. আমরা খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধের	■ সে সর্বদা সত্য কথা বলে
২. খ্রিষ্টের মধ্যেই ঈশ্বরের	■ সমাজে বাস করতে চায়
৩. যে মানুষ সত্য	■ সকল সত্য প্রকাশিত হয়েছে
৪. সব মানুষ সত্যময়	■ নিয়ম-শৃঙ্খলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ
৫. শৃঙ্খলাবিহীন জীবন	■ শিক্ষায় জীবন গঠন করতে চাই
	■ রাডার বিহীন জাহাজের মতো

২০২০

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. শৃঙ্খলাবোধ বলতে কী বোঝায়?

ক. আত্মসংযম খ. আত্মবোধ
গ. আত্মরক্ষা ঘ. আত্মমূল্যায়ন

২. প্রত্যেক মানুষকে ঈশ্বর বিবেক দিয়েছেন কেন?

ক. ঈশ্বরকে মনে রাখতে খ. ভালোমন্দ বিচার করতে
গ. বাস্তবতায় প্রবেশ করতে ঘ. আনন্দিত হতে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রবিন বরাবরই ক্লাসে ভদ্র ও নম্র আচরণ করে। সামান্য একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে একদিন রবিন ও তার সহপাঠী প্রবীণের মধ্যে ঝগড়া হয়। ঝগড়ার বিষয়ে প্রধান শিক্ষক জানতে চাইলে রবিন অকপটে অপরাধ স্বীকার করে এবং তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চায়।

৩. রবিনের আচরণে কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে?

ক. সাহসিকতা খ. পরনির্ভরশীলতা
গ. সত্যবাদিতা ঘ. ন্যায্যতা

৪. রবিনের এসব গুণের কারণে সমাজের লোকেরা তাকে-

i. শ্রদ্ধা করবে
ii. ভালোবাসবে
iii. অনুসরণ করবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. দশম শ্রেণির ছাত্র প্রদীপ পড়ালেখায় খুব ভালো। ক্লাসের কোনো ছাত্র অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদেরকে আন্তরিকভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়। প্রধান শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করে ছাত্রদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে দুর্বল ছাত্রদের বেতন প্রদানে সহযোগিতা করে। তার এসব কাজ দ্বারা সে সবার মন জয় করে নিয়েছে। সে এম, এ, এম, এড ডিগ্রি লাভ করে ঐ স্কুলেই শিক্ষকতায় প্রবেশ করে। ম্যানিজিং কমিটি তার কাজে খুশি হয়ে তাকে কয়েক বছর পর প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ দিলেন।

২০২০

ক. সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আদেশ কয়টি?

খ. স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য শৃঙ্খলা গুরুত্বপূর্ণ কেন?

গ. সুন্দর জীবন গঠনে প্রদীপ খ্রিষ্টধর্মের কোন শিক্ষা গ্রহণ করেছে বর্ণনা কর।

ঘ. 'প্রদীপ যেন সাধু পিতরেরই মূর্তপ্রতীক' এ বিষয়টির সাথে তুমি কী একমত পোষণ কর? তোমার মতামত দাও।

২. পিয়াল পড়ালেখায় মনোযোগ দেয় এবং প্রতিনিয়তই সে অধ্যবসায় করে। কিন্তু তার স্মরণশক্তি কম থাকায় সে কোনো বিষয় পড়ায় দুর্বল হলেও সে নিয়মিত স্কুলে যাওয়া-আসা করা, ক্লাসে উপস্থিত থেকে শিক্ষকদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা ও প্রতিদিনের পাঠ শেষ করা, বাড়ির কাজ করা, পিতা-মাতার আদেশ মান্য করা, সময়মত ঘুম থেকে ওঠা ইত্যাদি কাজগুলো আন্তরিকতার সাথে করে থাকে। যেহেতু সামনেই তার বার্ষিক পরীক্ষা। তাই সে ঈশ্বরের কাছে নিয়মিত প্রার্থনা করতে লাগল। পরিশেষে বার্ষিক পরীক্ষায় সে ভালো ফলাফল করল।

ক. ঈশ্বর তার কোন আজ্ঞায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে নিষেধ করেছেন?

খ. মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে ঈশ্বর নিষেধ করেছেন কেন?

গ. পিয়ালের আচরণে পাঠ্যপুস্তকের কোন শিক্ষা ফুটে উঠেছে বর্ণনা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর পিয়ালের এ ধরনের জীবনযাপন তার জীবনে অনেক সুফল বয়ে নিয়ে আসবে? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সত্যবাদিতা অর্থ কী?

২. যারা সত্য বলে তাদের অন্তরে কী থাকে না?

৩. শৃঙ্খলা বলতে কী বোঝায়?

৪. সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কী প্রয়োজন?

৫. সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আদেশগুলো কী কী?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সত্যবাদিতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

২. শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন গঠনের উপায় বর্ণনা কর।

৩. সেবা সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা বর্ণনা কর।

দশম অধ্যায়

প্রিয়নাথ বৈরাগী

প্রিয়নাথ বৈরাগী খ্রিষ্টীয় সমাজের একজন অমূল্য সম্পদ। আমাদের প্রভু যীশুই তাঁকে আহ্বান করেছিলেন। তিনি প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে প্রভুর আদর্শে জীবনযাপন করেছেন। খ্রিষ্টের নাম তিনি তাঁর জীবন ও কাজ দ্বারা প্রচার করেছেন। পবিত্র আত্মার শক্তিতে তিনি এই কাজগুলো জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত করতে পেরেছিলেন। তাঁর জীবনাদর্শ আমাদের সামনে একটি উজ্জ্বল তারকার মতো। আমরা তাঁর জীবন পর্যালোচনা করলে তাঁর অবদানগুলোর চিত্র দেখব। এভাবে আমরা ঠিক তাঁর মতো করে না হলেও অন্য কীভাবে প্রভু যীশুর জন্য কাজ করতে পারি, তা ভাবতে চেষ্টা করব।

প্রিয়নাথ বৈরাগী

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- প্রিয়নাথ বৈরাগীর জন্ম ও শৈশবকাল বর্ণনা করতে পারব
- খ্রিষ্টসংগীতে প্রিয়নাথ বৈরাগীর অবদান বর্ণনা করতে পারব
- মানবসেবায় প্রিয়নাথ বৈরাগীর অবদান বর্ণনা করতে পারব
- প্রিয়নাথ বৈরাগীর জীবনী পাঠ করে মানবকল্যাণমূলক কাজে উদ্বুদ্ধ হবো।

পাঠ ১: প্রিয়নাথ বৈরাগীর জন্ম ও শৈশব

ধান-নদী-খাল–এই তিনে বরিশাল। এই বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার ইন্দুরকানি গ্রামে বাস করতেন শ্রীনাথ ও স্বর্ণকুমারী বৈরাগী। চারদিকের খাল-বিল নদী-নালা তখন বর্ষার পানিতে থৈ থৈ করছে। কবি রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ঋতু বর্ষাকালের এমনই এক স্মরণীয় ক্ষণে, ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা জুন তারিখে শ্রীনাথ ও স্বর্ণকুমারীর ঘর আলোকিত করে জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের দ্বিতীয় সন্তান। বাবা-মা তাঁদের এই আদরের সন্তানটির নাম রাখেন প্রিয়নাথ বৈরাগী। প্রিয়নাথের ছিল তিন ভাই ও এক বোন। বোনের নাম ছিল বিধুমুখী আর ভাইদের নাম: উত্তম, অতুল ও সুবোধ। প্রিয়নাথ ছিলেন একজন প্রখ্যাত সংগীতপ্রেমী। তাঁর দুই ভাই উত্তম এবং অতুলের হৃদয়ও সর্বদাই জুড়ে থাকত সংগীতের প্রতি অগাধ প্রীতি। দুঃখের বিষয় মাত্র ২১ বছর বয়সে বড় ভাই উত্তম অকালে মৃত্যুবরণ করলে প্রিয়নাথ শোকে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন।

এই পরিবারের বৈরাগী নাম গ্রহণের পেছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস আছে। তাঁদের আগের নাম ছিল বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রিয়নাথ বৈরাগীর পিতামহ তৎকালীন সমাজের নিষ্ঠুর বিধি-বিধান ও অনুশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এরই চিহ্ন হিসেবে তিনি বন্দ্যোপাধ্যায় নামটি পরিত্যাগ করে বৈরাগী নাম গ্রহণ করেন। পরে গৈলা গ্রাম ত্যাগ করে তাঁরা তরুণসেন গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন।

প্রিয়নাথ বৈরাগীর বাবা ছিলেন গ্রামের প্রাইমারি মিশন স্কুলের একজন নামকরা শিক্ষক। তাঁর মা ছিলেন নম্র ও কোমল স্বভাবের একজন শিক্ষিত নারী। স্বর্ণকুমারী সংসার ধর্ম পালনের অবসর মুহূর্তগুলোতে এলাকার নিরক্ষর মা- বোনদের অক্ষর জ্ঞান দান করে কাটাতেন। সেই সময়ে কি ছেলে কি মেয়ে-শিক্ষার আলো কারো মাঝেই ছিল না বললেই চলে। এই পরিস্থিতিতে এলাকার সবার চিঠি লিখে ও পড়ে দিতেন প্রিয়নাথের মা। সময় করে মেয়েদের পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ করেও শোনাতেন। তাইতো স্বর্ণ কুমারী ছিলেন ধর্ম-বর্ণ, ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী।

প্রিয়নাথ বৈরাগীর শিশুকাল মা-বাবার সাথেই কাটে। প্রাইমারি পাস করেন মিশন স্কুল থেকে। পরবর্তীকালে শ্রীরামপুর মিশন স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। কলকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে তিনি এফ, এ (বর্তমানে আই, এ) পাস করেন। প্রিয়নাথের অমায়িক ব্যবহার এবং মনের উদারতা, মিষ্টি-মধুর কথাবার্তা মানুষকে সহজেই আকৃষ্ট করত। ছাত্রজীবনে লেখাপড়ার পাশাপাশি নিয়মিত সংগীতচর্চা এবং খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে তিনি অনেক সাফল্য বয়ে এনেছেন। সংগীতপ্রেমী পরিবারের প্রতিটি সদস্য অপূর্ব মায়াভরা কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। প্রিয়নাথ নিয়মিত খ্রিষ্টীয় সংগীতের চর্চা করতেন। সময় ও সুযোগ পেলেই ঈশ্বরভক্ত এই গুণী সেবক সংগীত রচনা ও সুর নিয়ে আপন জগতে চলে যেতেন।

প্রিয়নাথের কলেজজীবন পার হওয়ার সময়েই তার বাবা শ্রীনাথ বৈরাগী ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে স্বর্গবাসী হন। পিতার অকালমৃত্যুতে সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ে প্রিয়নাথের উপর। প্রচন্ড ঈশ্বরভক্ত প্রিয়নাথ বাবার ও প্রিয় বড় ভাইয়ের বিরহ-ব্যথায় প্রথমে কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েন। তা সত্ত্বেও ঈশ্বরের উপর আস্থাশীল ও বিশ্বাসী প্রিয়নাথ সব কিছু সামলে নিলেন এবং সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করে চাকরির সন্ধানে বের হলেন। একসময় সুন্দরবনের কর বিভাগে একটা চাকরি পেলেন। এর মাধ্যমে তাঁর স্রষ্টার মহিমা প্রকাশের আরও বেশি সুযোগ হয়ে গেল। সুন্দরবনের অপরিসীম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁকে বিমোহিত করে তুলল। নদীর বিশালতা ও প্রাকৃতিক সবুজ বনানী ও এর তীরভূমি তাঁকে প্রার্থনায় নিমগ্ন হওয়ার সুযোগ এনে ২০২০

দিল। এই সময়ে প্রিয়নাথ খ্রিষ্টীয় সংগীত রচনা ও সুর দেওয়ার উপর অধিক সময় দিতে লাগলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁর এই চাকরি খুব বেশি দিন স্থায়ী হলো না। কর বিভাগের দুর্নীতি সহ্য করতে না পেরে তিনি চাকরি ছেড়ে চলে আসেন নোয়াখালী। সেখানে তিনি মিশন স্কুলে শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন।

কাজ : ১। প্রিয়নাথ বৈরাগীর মা কীভাবে নিরক্ষর লোকদের শিক্ষা দিতেন তা ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে প্রদর্শন কর।
কাজ : ২। প্রিয়নাথ বৈরাগী জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ কর।

পাঠ ২ঃ প্রিয়নাথ বৈরাগীর সংগীতমালা

প্রিয়নাথ বৈরাগীর বংশের প্রত্যেকেই সাহিত্য ও সংগীতপ্রেমী ছিলেন। সবাই নিজ নিজ প্রতিভায় ও চেষ্টায় গুণী ও প্রতিভাবান হিসাবে সমাজে পরিচিতি লাভ করেছেন। তবে খ্রিষ্টীয় সাহিত্য ও সংগীতে আগে থেকেই তাদের বংশের আগ্রহ ও দরদ ছিল উল্লেখ করার মতো। প্রিয়নাথ বৈরাগী আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে পিতা ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যার প্রমাণ তার রচিত খ্রিষ্টীয় আধ্যাত্মিক সংগীতের বিশাল ভাণ্ডার।

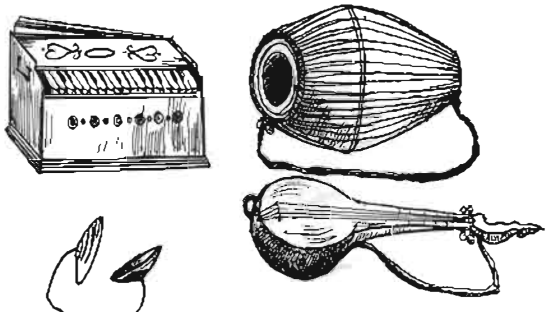
কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র

সংগীতপ্রেমী প্রিয়নাথ বুঝতে পেরেছিলেন অথৈ দুঃখের মাঝে ভক্তিমূলক নির্মল খ্রিষ্ট-প্রেমের গান আত্মার খোরাক যোগায়। সংগীত মনে জাগায় সাহস এবং ঈশ্বরপ্রেমে নিমগ্ন হলে মনের মধ্যে প্রভু যীশুর দেখানো পথে চলা সহজ হয়। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন জগতের সকল কিছুই ক্ষণস্থায়ী। তিনি প্রভু যীশুকে একমাত্র সত্য বলে মেনে নিয়ে এক অমর গান রচনা করেন, যার বাণী অমর, যার সুর স্রষ্টার সান্নিধ্যে নিয়ে যেতে পারে। প্রিয়নাথের অনেক গানের মধ্যে একটি গান হলো-

আমার জুড়ালো প্রাণ এসে যীশুর পায়।
এসে দয়াল যীশুর শ্রীচরণ তলে আমার ঘুচলো ভবের ভয়।
ঐ চরণে নাইরে দুঃখ-ক্লেশ, নাইরে ভবের জ্বালা, পাপ অশান্তির লেশ
বুঝি দুগ্ধ মধু প্রবাহী সেই দেশ আছে ঐ চরণ তলায়।

খ্রিষ্টপ্রেমী সংগীত সাধক প্রিয়নাথের প্রতিটি গানের বাণীর মধ্যে লুকিয়ে আছে জীবনের পরম শান্তি। এ গান যে মানুষটি রচনা করতে পেরেছেন, তার হৃদয় যে প্রভুর প্রেমে কতখানি বিগলিত হয়েছিল তা প্রকৃতই ভাববার বিষয়। খ্রিষ্টীয় সংগীত সাধক প্রিয়নাথ বৈরাগীর গানের গভীরে গেলে যেকোনো মানুষের হৃদয় ঈশ্বরের মহিমা ও প্রশংসা গানে নেচে উঠে। প্রতিটি প্রাণ সকাতর ও চঞ্চল হয়ে ওঠে প্রভুর সান্নিধ্য লাভের আশায়। তাইতো আমরা এই গানটিতে খুঁজে পাই তার সকরুণ আর্তি:

২০২০

তোমার জয় হোক, জয় হোক, হে মহারাজ, হোক মহিমা কীর্তন এ মহীতলে।
ভবে যত নরনারী এসে সারি সারি লুটাক তোমার ঐ চরণতলে।
বসে স্বর্গের সিংহাসনে চেয়ে আছ জগৎ পানে
কোথায় কে কাঁদে অভাজন, করে হাত প্রসারণ
কর হে ধারণ, তুলে কোলে।

সংগীতের নিপুণ কারিগর প্রিয়নাথ প্রভু যীশুর নিকট নিজেকে সঁপে দিতে পেরেছিলেন। তাইতো তিনি দুঃখের সময় যীশুকে ডেকেছেন, আবার আনন্দের সময় যীশুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে হয়েছেন অন্তঃপ্রাণ।

মনের আনন্দে আজ ডাকি তোমারে।
ওহে যীশু দয়াময়, যারা তোমার দয়া পায় তারা ধন্য হয় এই সংসারে।
আমার নয়নের জল, তুমি কখন এসে মুছে দিলে আমি জানি না দয়াল।
এখন যে দিকেতে চাই, সুখের কূল-কিনারা নাই, সংসার ভরা সুখের জোয়ারে।

এমনিভাবে প্রভু যীশুর ভক্ত সংগীত পাগল মহান এই মানুষটির হৃদয় ভরা ছিল স্বর্গীয় ভালোবাসায়। বরিশাল, ফরিদপুর অঞ্চলের মানুষের মাঝে কত সহজ ও সাবলীল ভাব ও ভঙ্গি, তাল-লয়-সুর ও ছন্দের মাধ্যমে খ্রিষ্টকে প্রচার করেছেন তা আশ্চর্য প্রদীপের ন্যায় আলো দিয়েছে সহস্র মনে। এই আলো খ্রিষ্টের ভালোবাসার আলো।

কাজ : প্রিয়নাথ বৈরাগীর যে কোন দু'টি গান দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেয়ে শুনাও।

পাঠ-৩: মানবসেবায় প্রিয়নাথ বৈরাগীর অবদান

আমাদের সমাজে বিভিন্ন মহৎপ্রাণ ব্যক্তি নানাভাবে জনহিতকর কাজ করে গেছেন এবং বর্তমানেও করছেন। আমরা মনে করি, সবাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফল ও সার্থক। তবে প্রত্যেকের সেবার ধরন এক নয়। প্রিয়নাথ বৈরাগী একদিকে সার্থক পালক হিসেবে, আবার তাঁর সার্থকতা রয়েছে শিক্ষকতায়, সাহিত্যচর্চায়, পুস্তক অনুবাদে, রোগীদের জন্য বিশেষ প্রার্থনায়, সেবক সমিতি গঠন এবং লেখক হিসেবে। নিচে আমরা কয়েকটি দিক একটু বিস্তারিতভাবে দেখি।

৩.১ সংগীতজগতে তাঁর অবদান : প্রিয়নাথ বৈরাগী নামের সাথে গুরুজি সম্বোধনটি তাঁর ভক্তজনের কাছে ছিল শ্রদ্ধার ও সম্মানের। একজন গুণী মানুষকে তার শিল্পকর্মের মাঝে খুঁজে পাওয়া যায়। খ্রিষ্টীয় ও ভজনশীল সংগীতজগতে প্রিয়নাথের অবদান সম্পর্কে সবাই জানে। গুরুজি প্রিয়নাথ বৈরাগীর গান ও সুর আজও মানুষের হৃদয় কাঁদায়, চোখে জল আনে, পবিত্রতার আকাশে তারা জ্বল জ্বল করে, আঁধার রাতে পথ দেখায়, কাতর-শোকাতুর প্রাণে আনে সান্ত্বনা এবং দেখায় জীবন পথ।

খ্রিষ্টীয় সংগীতজগতে প্রিয়নাথ বৈরাগী উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দের সময়টুকু পর্যন্ত যে অবদান রেখে গেছেন তা অপরিসীম। প্রভু যীশু খ্রিষ্টকে মুক্তিদাতা হিসেবে গ্রহণ করে খ্রিষ্টের অনুসারীদের হৃদয়-মনে গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা জাগিয়ে রাখার মাধ্যম হিসেবে যে সকল সংগীত তিনি রচনা ও সুর করেছেন, তা খ্রিষ্টান সমাজের জন্য এক বিরাট অবদান।

৩.২ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ : বড় ভাই উত্তম অকালে মৃত্যুবরণ করাতে প্রিয়নাথই তখন পরিবারের বড় সন্তানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরিবারের দুর্দিনে তাঁর একটা চাকরির ভীষণ প্রয়োজন ছিল। সুন্দরবনের কর বিভাগে তিনি যে চাকরিটা পেয়েছিলেন তা খুব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। সৎ ও নির্ভীক প্রিয়নাথের জীবনে ন্যায়, সততা ও বিবেকবোধ নাড়া দিয়ে ওঠে। ঐ চাকরিতে অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর বাড়ি, গাড়ি ও অগাধ সহায়-সম্পত্তির মালিক হওয়ার মতো লোভনীয় সুযোগ ছিল। কিন্তু এসব তাঁকে আকর্ষণ করতে পারেনি। তিনি প্রকৃত খ্রিষ্ট বিশ্বাসীর উদাহরণ হিসাবে লোভ-লালসা পরিহার করে চাকরিটা ছেড়ে দিলেন। এভাবে তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন।

৩.৩ মণ্ডলীর পালক হিসাবে প্রিয়নাথ বৈরাগীর অবদান : খ্রিষ্ট বিশ্বাসী প্রিয়নাথ সুশিক্ষিত ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে চলে যান ভারতের শ্রীরামপুর। সেখানে শ্রীরামপুর কলেজ থেকে ধর্মতত্ত্বের উপর উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণ করেন। ধর্মতত্ত্বে ডিগ্রি গ্রহণকালীন তার আগ্রহ, ইচ্ছা ও বহুমুখী গুণ এবং প্রতিভার ছাপ লক্ষ করা যায়। ফলে মিশনারি কর্তৃপক্ষ তাঁকে পালক হিসাবে নিয়োগ দেন। একজন আধ্যাত্মিক পালক হিসেবে তাঁর বাণী প্রচারের সুনাম দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। মণ্ডলীর সকল লোক তার সংগীতের ভক্ত হয়ে পড়ে। যুবক-যুবতীরা দল বেঁধে আসত তাঁর গান শুনতে। এই সময়েই তাঁর লেখা গান ও সুর করা গান সকলের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। মণ্ডলীর কাজ করার সময় কর্তৃপক্ষ ও তাঁর মায়ের অনুরোধে ইছাময়ীকে বিয়ে করেন। ইছাময়ী তখন ছিলেন মিশন স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী। স্ত্রী হিসেবে তিনি ছিলেন অসাধারণ। প্রিয়নাথ বৈরাগীকে খ্রিষ্টের বাণী প্রচারে তিনি সার্বক্ষণিক সাহায্য করতেন। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি শ্রীরামপুর থেকে চলে আসেন নিজ গ্রাম ইন্দুরকানিতে। সুসমাচার প্রচারে আবার তাঁর ডাক আসে। তিনি চলে যান ভারতের রাজস্থানে। কিছুদিন প্রচার করার পর সেখানকার আবহাওয়ায় খাপ খাওয়াতে না পারায় তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হয়। পরে তিনি আবার নিজ গ্রামে চলে আসেন।

৩.৪ অনুবাদক শ্রীনাথ বৈরাগী : ভারতের রাজস্থান থেকে তিনি নিজ গ্রামে ফিরে এলেন। এবার তাঁর ডাক পড়ল গৌরনদী ক্যাথলিক মিশনে অনুবাদকের কাজ করার জন্য। সুশিক্ষিত ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষ হিসেবে সেই সময়ে প্রিয়নাথ বাবুর খ্যাতি ও যশ ছিল মানুষের মুখে মুখে। গৌরনদীতে তিনি পবিত্র বাইবেল থেকে ঈশ্বরের বাণী অনুবাদ করেছেন। এছাড়া বাইবেল বিষয়ক অনেক মূল্যবান পুস্তকও তিনি বাংলায় অনুবাদ করেন। এভাবে গৌরনদী ক্যাথলিক মিশনে তিনি অনেক মূল্যবান পুস্তক বাংলায় অনুবাদ করেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি সংগীত লেখা ও তাতে সুর করার কাজ চালিয়ে যান। মাঝে মাঝে তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও প্রার্থনাসভা পরিচালনা করেন। তার নেতৃত্ব ও পরিচালনায় সবার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হয় এবং সন্ধ্যাবেলায় তাঁর বাসায় গানের আসর বসত। সমবেত ভক্তদের তিনি নতুন নতুন গান শেখাতেন।

৩.৫ গরিব-দুঃখীর সেবায় প্রিয়নাথ বৈরাগী : প্রিয়নাথ বৈরাগীর মিষ্টি-মধুর কথা এবং অমায়িক ব্যবহার ছিল সবাইকে কাছে টানার এক যাদুকরী মাধ্যম। প্রতিদিন দূর-দূরান্ত থেকে অনেক লোক তাঁর কাছে ছুটে আসত। কেউ প্রার্থনার অনুরোধ নিয়ে, কেউ বা আসত অর্থ সাহায্যের জন্য। তিনি গরিব-দুঃখী সবার জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রেখেছেন। সানন্দে এগিয়ে এসেছেন মানুষের সাহায্যে। কথিত আছে যে, তিনি তাঁর বেতনের টাকা থেকে দুঃখী দরিদ্রদের সাহায্য করেছেন।

২০২০

৩.৬ সাহিত্যিক প্রিয়নাথঃ ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রিয়নাথ ঢাকায় বদলি হয়ে আসেন। সে সময় ঢাকা ও কলকাতা বেতারে বড়দিন ও পুণ্য সপ্তাহে খ্রিষ্টীয় সংগীত, গীতি আলেখ্য এবং নাটিকা পরিবেশন করা হতো। আর এ কাজে দক্ষ প্রিয়নাথের উপর গুরুদায়িত্ব ছিল তাঁর সফল বাস্তবায়নের কাজ। ঢাকায় থাকাকালীন তিনি বেশ কয়েকবার বেতারে খ্রিষ্টধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। জীবনের শেষ দিকে প্রিয়নাথ শ্রীরামপুরে বদলি হয়ে যান। সেখানে তাঁকে খ্রিষ্টীয় সাহিত্যবিষয়ক কর্মে নিযুক্ত করা হয়। ধর্মীয় নাটক লেখক হিসেবে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। তাছাড়া কবিতা, গল্প, কবিগানও তিনি রচনা করেন। তাঁর কর্মের ডালি বিশ্লেষণ করলে খুব সহজে বলা যায়, তিনি বড়মাপের একজন সাহিত্যিক ছিলেন।

প্রার্থনাশীল মানুষ হিসাবে ঈশ্বরভক্ত প্রিয়নাথ জীবনের শেষ সময়টুকু কাটিয়েছেন। মৃত্যুর আগে তিনি কলকাতার শ্রীরামপুরেই ছিলেন। অবশেষে ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর ভোর রাতে ঈশ্বরের সেবক প্রিয়নাথ বৈরাগী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আজ তিনি আমাদের মাঝে সশরীরে নেই। তবে তাঁর প্রতিটি গানের বাণী ও সেবাকর্মের মধ্যে তিনি জীবন্ত রয়েছেন।

কাজ : প্রিয়নাথ বৈরাগীর সেবাকর্মগুলোর মধ্যে প্রধানত কোনটি তুমি অর্জন করতে চাও এবং কীভাবে, তা লেখ।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. খ্রিষ্টের নাম প্রিয়নাথ তাঁর জীবন ও .... দ্বারা প্রচার করেছেন।

২. তাঁদের আগের নাম ছিল .... ।

৩. প্রিয়নাথ বৈরাগীর বাবা ছিলেন গ্রামের .... স্কুলের একজন নামকরা শিক্ষক।

৪. কলকাতা স্কটিশ .... থেকে তিনি এফএ পাস করেন।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
১. প্রিয়নাথের কলেজজীবন পার হওয়ার সময়েই	▪ তিনি চাকরি ছেড়ে চলে আসেন নোয়াখালী
২. কর বিভাগের দুর্নীতি সহ্য করতে না পেরে	▪ প্রত্যেকেই সাহিত্য ও সংগীতপ্রেমী ছিলেন
৩. প্রিয়নাথ বৈরাগীর বংশের	▪ ঈশ্বরের বাণী অনুবাদ করেছেন
৪. পরিবারের দুর্দিনে তাঁর	▪ তার বাবা শ্রীনাথ বৈরাগী ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে স্বর্গবাসী হন
৫. গৌরনদীতে তিনি পবিত্র বাইবেল থেকে	▪ একটা চাকরির ভীষণ প্রয়োজন ছিল
	▪ নতুন গান শেখাতেন

২০২০

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. প্রিয়নাথ বৈরাগী খ্রিষ্টের বাণী কীভাবে প্রচার করেছেন?

ক. প্রার্থনা করে খ. খেলাধুলা করে

গ. জীবন ও কাজ দ্বারা ঘ. দয়ার কাজ দ্বারা

২. খ্রিষ্টপ্রেমী সংগীত সাধক প্রিয়নাথের গানের মধ্যে লুকিয়ে আছে-

ক. জীবনের পরম শান্তি

খ. ঐশ্বরিক ভালোবাসা

গ. আনন্দ উল্লাস

ঘ. দুঃখ-বেদনা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আশীষ একজন শিক্ষিত যুবক। সে গান শুনতে ভালোবাসে। তার গ্রামের লোকদের সেবা দানের জন্য গ্রামে একটি সেবাসংঘ গঠন করা হলো। একসময় সেবার নামে অর্থ আদায় করে সংঘের ছেলেরা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করছে দেখে আশীষ সেই সংঘ ত্যাগ করে।

৩. আশীষের চরিত্রে প্রিয়নাথের কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়?

ক. সংগীত সাধক খ. জ্ঞান সাধক

গ. সমাজকর্মী ঘ. অন্যায়ের প্রতিবাদী

৪. আশীষের গুণাবলির কারণে সে হতে পারবে-

i. আদর্শ খ্রিষ্টবিশ্বাসী

ii. বিখ্যাত শিল্পী

iii. অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

২০২০

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রোমিও ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে জড়িত। সে প্রার্থনা, বাইবেল পাঠ, রোগী সেবা ইত্যাদি কাজ নিয়মিত করে। সংগীত সাধনা করাও তার একটি শখের কাজ। এলাকায় মাদক ব্যবসার বিরুদ্ধে সে সোচ্চার। এমনকি তার অনেক সহপাঠীকে তাদের অন্যায় কাজ থেকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে সে তাদের সঙ্গ ত্যাগ করেছে।

ক. প্রিয়নাথ কোথায় চাকরি করতেন?

খ. কী কারণে তিনি কর অফিসের চাকরি ছেড়ে দেন?

গ. কার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রোমিওর মধ্যে ফুটে উঠেছে– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'রোমিও যেন খ্রিষ্টীয় সমাজের এক অমূল্য সম্পদ'–এ উক্তির যথার্থতা মূল্যায়নে তোমার মতামত দাও।

২. সুব্রত ছোটবেলা থেকেই ইচ্ছা পোষণ করে আসছে লেখাপড়া করে সে পুরোহিত হবে। ধর্মীয় জীবনে প্রবেশের জন্য পড়ালেখার পাশাপাশি সে নিয়মিত বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনা করে। গুরুজনদের সে শ্রদ্ধা করে, পাড়া প্রতিবেশীদের সাথে খুব ভালো ব্যবহার করে। অনেক সময় নিজের হাত খরচের টাকা থেকে দরিদ্র ছেলেমেয়েদের সাহায্য সহযোগিতা করে। পরিশেষে স্থানীয় পুরোহিতের সঙ্গে যোগাযোগ করে সে পুরোহিত জীবনে প্রবেশ করে। নিজের জীবনে ঈশ্বরকে খুঁজে পেতেই তার এ সাধনা।

ক) প্রিয়নাথ বৈরাগী কোন কলেজে ধর্মতত্ত্ব পড়াশুনা করেন?
খ) তিনি কেন ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে পড়াশুনা করেন?
গ) সুব্রতের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো তোমার জীবনে কীভাবে কাজে লাগাবে? বর্ণনা কর।
ঘ) উৎসর্গীকৃত জীবনের মধ্যেই প্রকৃত সার্থকতা- উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ণ কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রিয়নাথ বৈরাগীর পিতা ও মাতার নাম কী ?

২. কে তৎকালীন সমাজের নিষ্ঠুর বিধি বিধান ও অনুশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন ?

৩. প্রিয়নাথ কর বিভাগের চাকুরী ছেড়ে কোথায় কাজে যোগ দেন ?

৪. তিনি কখন ভারতের শ্রীরামপুরে গিয়েছিলেন ?

৫. গৌরনদী ক্যাথলিক মিশনে কী কাজের জন্য প্রিয়নাথের ডাক পড়ল।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. প্রিয়নাথের জন্ম ও শৈশবকাল কীভাবে কেটেছে তা বর্ণনা কর।

২. মানব সেবায় প্রিয়নাথ বৈরাগীর অবদান বর্ণনা কর।

৩. মণ্ডলীর পালক হিসেবে প্রিয়নাথ বৈরাগীর অবদান তুলে ধর।

সমাপ্ত

২০২০

২০২০

শিক্ষাবর্ষ

৬ষ্ঠ-খ্রিষ্টধর্ম

দয়ালু যারা, ধন্য তারা

– বাইবেল

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন— দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়তে নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোল

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য